জেলা: টাঙ্গাইল।
মোকাম: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, টাঙ্গাইল।
উপস্থিত- জনাব মো: আবুল মনসুর মিঞা
বিচারক (ভারপ্রাপ্ত)
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, টাঙ্গাইল।

রায়ের তারিখ:১২/০২/২০১৮

নারী ও শিশু মামলা নং- ৪৬৪/২০১৭

[সূত্র: টাঙ্গাইলের মধুপুর থানার ২৬/০৮/২০১৭ তারিখের ২৪(০৮)২০১৭ নম্বর মামলার প্রেক্ষিতে ১৮৮/২০১৭ নম্বর জি.আর মামলা হতে উদ্ভূত]

অভিযোগ: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(২০০০ সনের ৮নং আইন)-এর ৯(৩)/৩০ ধারা সহ ১৮৬০ সনের দন্ডবিধির (XLV of 1860) ২০১ ধারা

রাষ্ট্র..............বনাম.........................১) মোঃ শামীম (হেলপার)
২) আকরাম (হেলপার)
৩) মো: জাহাঙ্গীর (হেলপার)
৪) মোঃ হাবীব মিয়া (ড্রাইভার) ও
৫) মোঃ ছবর আলী ওরফে গেন্দু (সুপারভাইজার)
----- আসামি

জনাব এ.কে.এম নাছিমুল আক্তার ----------------- রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ বিশেষ পি, পি।

জনাব মোঃ শামীম চৌধুরী দয়াল------------------- আসামি পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী ।

রায়

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, এজাহারকারী এস, আই(নিঃ) মোঃ আমিনুল ইসলাম সঙ্গীয় এটিএসআই/৮৬৮ মোঃ আনিছুর রহমান, কং-১০২৫ আবুল কাশেম, কং-২৬৮ আবুল কালাম, কং-৮১৬ আমজাদ হোসেন এবং কং-৯৬০ আবুল কাশেম অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ির ২৫-০৮-২০১৭ তারিখের ৫০৪ নম্বর জিডিই মূলে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের পঁচিশমাইল হতে রসুলপুর পর্যন্ড় বন ও আশপাশ এলাকায় সরকারি গাড়িযোগে রাত্রিকালীন টহল ডিউটি করার জন্য রওনা হয়ে মনারবাইদ নামকস্থানে অবস্থানকালে রাত্রি অনুমান ২২.৩০টায় একজন ট্রাক ড্রাইভারের কাছে সংবাদ পান যে, পাকা রাস্ড়ার উপর একটি লাশ পড়ে আছে। উক্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য মধুপুর থানাধীন পঁচিশমাইল সাকিনস্থ সুমী নার্সারীর পূর্বপাশে পাকা রাস্ড়ার উপর একই তারিখ রাত অনুমান ২২.৪০টায় এসে দেখেন ১৮-২০বছর বয়সের অজ্ঞাতনামা একটি মেয়ের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন অফিসারকে মোবাইল ফোনে জানালে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, মধুপুর সার্কেল, অফিসার ইনচার্জ, মধুপুর থানা, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ড়) এবং আইসি, অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ি সেখানে হাজির হন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করে উপরোক্ত জিডিই মূলে বিধিমোতাবেক তিনি লাশের সুরতহাল

প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে দেখা যায় যে, তার বয়স অনুমান ১৮ বছর হতে ২০ বছর, উচ্চতা অনুমান ৫ফুট, গায়ের রং-উজ্জল শ্যামলা, গায়ে হালকা গোলাপী রংয়ের সুতি কামিজ ও পরনে সাদা রংয়ের সেলোয়ার। তার মাথার বাম পাশে উপরে ২টি কাটা/ফাটা রক্তাক্ত জখম ছাড়াও কোমরের বাম পাশে ছোলা জখম, বাম হাতের কনুই থেকে আঙ্গুল পর্যন্ড় জায়গায় জায়গায় ছোলা জখম, বাম পায়ের পাতা ও গোড়ালীতে ছোলা জখম দেখা যায়। প্রাথমিক তদন্ড়ে অনুমিত হয় যে, উক্ত মেয়েটিকে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা হত্যার উদ্দেশ্যে কোন চলন্ড় গাড়ীতে তার মাথায় গুর"তর আঘাত করে তাকে পাকা রাস্ড়ায় ফেলে দেয় অথবা তাকে চলন্ড় গাড়ী হতে হত্যার উদ্দেশ্যে পাকা রাস্ড়ার উপর জোর পূর্বক ফেলে দিয়ে মৃত্যু ঘটায় এবং লাশ গোপন করে মৃত্যুর ঘটনাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। তিনি অজ্ঞাতনামা মৃতদেহের পরিচয় জানার চেষ্টা করেন। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনসহ সঙ্গীয় কং-৭১৫ মোঃ মাহবুবুর রহমানের সহায়তায় ২৬-০৮-২০১৭ তারিখে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে বিধি মোতাবেক লাশের ময়না তদন্ড় সমপন্ন করিয়ে অসনাক্ত লাশ হওয়ায় টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় গোরস্থানে লাশ দাফন করে থানায় এসে এজাহার দায়ের করেন। উপরিউক্তকাজ সম্পন্ন করায় এজাহার দায়েরে সামান্য বিলম্ব হয়।

উক্তরূপ এজাহার প্রাপ্ত হয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মধুপুর থানা, টাঙ্গাইল এজাহার ফরম পূরণ পূর্বক অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের দন্ডবিধির ৩০৭/৩০২/২০১/৩৪ নং ধারায় ২৬-০৮-২০১৭ তারিখে ২৪ নম্বর মামলা র"জু করে তদন্ড়ভার ইন্সপেক্টর(নিঃ) কাইয়্যুম খান সিদ্দিকীকে প্রদান করেন। তিনি তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন পূর্বক সূচিপত্রসহ ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অংকন করেন। ভিকটিমের সুরতহাল রিপোর্ট এবং ময়না তদন্ড়ের রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন। মামলা সংক্রান্ড়ে প্রয়োজনীয় আলামত জব্দ করেন। বিশ্বস্ড় গুপ্তচর নিয়োগ করে ঘটনার রহস্য উদঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে উপরোক্ত আসামিদেরকে গ্রেফতার পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটন করেন এবং আসামিরা স্বেচ্ছায় আদালতে দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি প্রদানের ইচ্ছা পোষন করলে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। তদন্ত শেষে সাক্ষ্য প্রমাণে আসামি **হেলপার মোঃ শামীম, হেলপার আকরাম, হেলপার জাহাঙ্গীর, ড্রাইভার মোঃ হাবীব মিয়া ও সুপারভাইজার মোঃ ছবর আলী ওরফে গেন্দুর** বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,২০০০(সংশোধনী/২০০৩) এর ৯(৩)/৩০ ধারাসহ দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারার অপরাধের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ১৩-১০-২০১৭ তারিখের ২২৩ নং পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করেন।

বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত ‘গ’ অঞ্চল টাঙ্গাইল ১৫-১০-২০১৭ তারিখে পুলিশ রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়ে মামলার নথি বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করেন।

বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ২৫-১০-২০১৭ তারিখে পুলিশ রিপোর্ট গ্রহণ করে আসামিদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী/০৩) এর ৯(৩)/৩০ ধারা সহ দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় অভিযোগ আমলে নেন।

বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিচারক (সিনিয়র জেলা জজ) ২৯-১১-২০১৭ তারিখে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের শুনানী অন্তে **আসামি হেলপার মোঃ শামীম, হেলপার আকরাম, হেলপার মোঃ জাহাঙ্গীর** এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(সংশোধনী/০৩) এর ৯(৩) সহ দন্ডবিধি ৩০২/২০১ ধারায় এবং **আসামি ড্রাইভার মোঃ হাবীব মিয়া ও সুপারভাইজার মোঃ ছবর আলী ওরফে গেন্দু** এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০(সংশোধনী/০৩)-এর ৯(৩)/৩০ ধারাসহ দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করে আসামিদেরকে পড়ে শোনানো হলে তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে।

রাষ্ট্র পক্ষ আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য ২৭ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে। সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হলে আসামিদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরীক্ষাকালে তারা পুনরায় নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না বলে জানায়।

রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীগনকে জেরা করার ধরণ ও সাজেশন হতে আসামি পক্ষের যে আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য পাওয়া যায় তা হলো আসামিরা নির্দোষ, তাদের গাড়িতে কোন ঘটনা ঘটে নাই, মুক্তা নামের গাড়িতে ভিকটিম রূপাকে শ্লীলতাহানি করে হত্যা করা হয়। তাদেরকে অত্র মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে, সেজন্য তারা খালাস পাবে।

<u>বিচার্য বিষয় ঃ</u>

১) আসামি হেলপার মোঃ শামীম, হেলপার আকরাম ও হেলপার মোঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম গত ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে বগুড়া থেকে ময়মনসিংহগামী ছোঁয়া নামের গাড়িতে (রেজিস্ট্রেশন নম্বর-ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) রাত আনুমানিক ১০.২০ এ টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় সব যাত্রী নেমে যাওয়ায় ভিকটিম রূপাকে একা পেয়ে গণধর্ষণ করে হত্যা করে কীনা, আসামি ড্রাইভার মোঃ হাবীব মিয়া গণধর্ষণ ও হত্যার কাজে সহায়তা করে কীনা এবং মধুপুরের পঁচিশমাইলের বন এলাকায় লাশ ফেলে দিয়ে অপরাধ গোপন করার কাজে আসামি সুপারভাইজার মোঃ ছবর আলী @ গেন্দু উপরিউক্ত চারজন আসামিকে সহায়তা করে কীনা?

২) উপরিউক্তঅপরাধের জন্য আসামি হেলপার মোঃ শামীম, হেলপার আকরাম ও হেলপার মোঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে ২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ২০০০(২০০০ সনের ৮নং আইন) এর ৯(৩) ধারায় আসামি ড্রাইভার হাবীবকে উক্ত আইনের ৯(৩)/৩০ ধারায় এবং সুপাইভাইজার মোঃ ছবর আলী @ গেন্দুকে ১৮৬০ সনের দন্ডবিধির (XLV of 1860) ২০১ ধারায় শাস্ড়ি প্রদান করা যায় কী না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

রাষ্ট্র পক্ষে অভিযোগ প্রমাণের জন্য এজাহারকারী এস.আই. মোঃ আমিনুল ইসলাম পি.ডবি- উ-১, মোঃ রশিদ মিয়া পি.ডবি- উ-২, প্রবীর এন কুমার বর্মণ পি.ডবি- উ-৩, মোঃ আবুল হোসেন পি.ডবি- উ-৪ মোঃ রইজ উদ্দিন পি.ডব্লিউ-৫, এম.এ রউফ পি.ডব্লিউ-৬, মোঃ ইমাম হোসেন পি.ডব্লিউ-৭, মোঃ হাশমত আলী পি.ডব্লিউ-৮, মোঃ লাল মিয়া পি.ডব্লিউ-৯, মোঃ হাফিজুর রহমান পি.ডব্লিউ-১০, মোঃ আবুদল বারিক পি.ডব্লিউ-১১, মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ পি.ডব্লিউ-১২, মোঃ হযরত আলী পি.ডব্লিউ-১৩, মোঃ রুবেল মিয়া পি.ডব্লিউ-১৪, মোঃ লিটন মিয়া পি.ডব্লিউ-১৫, ডাঃ মোঃ সাইদুর রহমান খান পি.ডব্লিউ-১৬, কিশোর সাহা পি.ডব্লিউ-১৭, মোঃ আবদুল মান্নান পি.ডব্লিউ-১৮, আব্দুল হান্নান পি.ডব্লিউ-১৯, মোঃ মাহবুবুর রহমান পি.ডব্লিউ-২০, মোঃ গোলাম কিবরিয়া পি.ডব্লিউ-২১, মোঃ আমিনুল ইসলাম পি.ডব্লিউ-২২, মোঃ শামসুল আলম পি.ডব্লিউ-২৩, রূপন কুমার দাশ পি.ডব্লিউ-২৪, আকতারুজ্জামান পি.ডব্লিউ-২৫, মোঃ সাব্বির হোসেন পি.ডব্লিউ-২৬ এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কাইয়ুম খান সিদ্দিকী পি.ডব্লিউ-২৭ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। দালিলিক প্রমাণ হিসাবে ২৬/০৮/১৭ তারিখের এজাহার প্রদর্শনী-১, এজাহারে পি.ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১(১) এবং পি.ডব্লিউ-২৭ এর স্বাক্ষর (রেকডিং অফিসারের স্বাক্ষর ১টি) প্রদর্শনী-১(২) ২৫/০৮/২০১৭ তারিখের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রদর্শনী:২ সুরতহাল প্রতিবেদনে পি.ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষর ২(১), পি.ডব্লিউ-৩ এর স্বাক্ষর ২(২), পি.ডব্লিউ-৪ এর স্বাক্ষর ২(৩), পি.ডব্লিউ-৫ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২(৪), পি.ডব্লিউ-৬ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২(৫), পি.ডব্লিউ-১৭ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২(৬), পি.ডব্লিউ-১৮ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী ২(৭), ২৫/০৮/২০১৭ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৩, উক্ত জব্দ তালিকায় পি.ডবি- উ-১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩(১), পি.ডব্লিউ-৩ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩(২), পি.ডব্লিউ-৪ এর স্বাক্ষর ৩(৩), ২৬/০৮/২০১৭ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৪, উক্ত জব্দ তালিকায় পি.ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪(১), পি.ডব্লিউ-২০ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪(২) ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে মৃত দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাইবার ফরম প্রদর্শনী-৫ এতে পি.ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫(১), পি.ডব্লিউ-২০ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫(২) ২৯/০৮/২০১৭ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৬, এতে পি.ডব্লিউ-২ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬(১), পি.ডব্লিউ-৭ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬(২), পি.ডব্লিউ-২৭ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬(৩) ৩০/০৮/২০১৭ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৭, এতে পি.ডব্লিউ-৮ এর স্বাক্ষর

প্রদর্শনী-৭(১), পি.ডব্লিউ-৯ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭(২), পি.ডব্লিউ-১০ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭(৩), পি.ডব্লিউ-১৯ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭(৪), পি.ডব্লিউ-২৭ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭(৫), ৩১/০৮/২০১৭ তারিখের লাশ হস্তান্তর নামা প্রদর্শনী-৮, এতে পি.ডব্লিউ-১০ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮(১), ২৯/০৮/২০১৭ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৯, এতে পি.ডব্লিউ-১৩ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৯(১), পিডব্লিউ-১৪ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৯(২), পি.ডব্লিউ-২৭ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৯(৩), ১৭/০৯/২০১৭ তারিখের ১৬৪ ধারার জবানবন্দি প্রদর্শনী-১০ এতে পি.ডব্লিউ-১৩ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১০(১), এতে পি..ডব্লিউ-২১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১০(২), ১৭/০৯/২০১৭ তারিখের ১৬৪ ধারার জবানবন্দি প্রদর্শনী-১১ এতে পি.ডব্লিউ-১৪ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১১(১), এতে পি.ডব্লিউ-২১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১১(২), ৩০/০৮/২০১৭ তারিখের ১৬৪ ধারার জবানবন্দি প্রদর্শনী-১২, এতে পি.ডব্লিউ-১৫ এর স্বাক্ষর-১২(১), পি.ডব্লিউ-২১ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১২(২), ১১/০৯/২০১৭ তারিখের ময়না তদন্ত রিপোর্ট প্রদর্শনী-১৩ উক্ত রিপোর্টে পি.ডব্লিউ-১৬ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১৩(১), ২৭/০৮/২০১৭ তারিখের ময়না তদন্তের রিপোর্ট প্রদর্শনী-১৪, এতে পি.ডব্লিউ-১৬ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১৪(১), ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে আসামি আকরামের দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (৬ পৃষ্ঠা) প্রদর্শনী-১৫, উক্ত দোষস্বীকারোক্তিতে পি.ডব্লিউ-২১ এর ৯টি স্বাক্ষর প্রদর্শনী ১৫(১)-১৫(৯), ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে আসামি মোঃ শামীমের দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (৮ পৃষ্ঠা) প্রদর্শনী-১৬, উক্ত জবানবন্দিতে আসামি মোঃ শামীমের স্বাক্ষর (৭টি) প্রদর্শনী-১৬(১)-১৬(৭) পি.ডব্লিউ-২২ এর ৮টি স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১৬(৮)-১৬(১৫), ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে আসামি মোঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদর্শনী-১৭, এতে আসামির ৮টি স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১৭(১)-১৭(৮) পি.ডব্লিউ-২৩ এর স্বাক্ষর (৭টি) প্রদর্শনী-১৭(৮)-১৭(১৫), ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে আসামি মোঃ ছবর আলীর এর দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদর্শনী-১৮, এতে আসামি মোঃ ছবর আলী এর স্বাক্ষর (৬টি) প্রদর্শনী-১৮(১)-১৮(৬) পি.ডব্লিউ-২৩ এর ৬টি স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১৮(৭)-১৮(১৩), ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে আসামি মোঃ হাবীব এর দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদর্শনী-১৯, এতে আসামি মোঃ হাবীব এর স্বাক্ষর (৬টি) প্রদর্শনী-১৯(১)-১৯(৬), পি.ডব্লিউ-২৪ এর ৯টি স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১৯(৭)-১৯(১৫), ১৫/০৯/২০১৭ তারিখের প্রত্যায়ন পত্র প্রদর্শনী-২০, ২৭/০৮/২০১৭ তারিখের খসড়া মানচিত্র ও সূচিপত্র প্রদর্শনী-২১ এতে পি.ডব্লিউ-২৭ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২১(১), ২৭/০৮/২০১৭ তারিখের ব্যাখ্যামূলক সূচিপত্র প্রদর্শনী-২২, এতে পি.ডব্লিউ-২৭ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২২(১), ২৯/০৮/২০১৭ তারিখের DNA রিপোর্ট (৩ পাতা) প্রদর্শনী-২৩, এফ.আই.আর প্রদর্শনী-২৪ এতে রেকর্ডিং অফিসারের স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২৪(১), জব্দকৃত আলামত একটি প্লাস্টিকের কালো লালচে প্রিন্ট করা ফ্রেমের চশমা প্রদর্শনী-I, রাস্তায় পড়ে থাকা রক্ত প্রদর্শনী-II, ডিসিসডের পরিহিত হালকা গোলাপী রংয়ের কামিজের কাটা অংশ- প্রদর্শনী- III, সাদা সালোয়ারের কাটা

ছেঁড়া অংশ প্রদর্শনী- IV, একটি বিস্কুট রংয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ, একটি ছোট আয়না, একটি চিরুনী এবং ডিসিসড রূপার বাবার সাথের একটি ছবি- প্রদর্শনী-V, VI, VII, VIII হিসেবে চিহ্নিত হয়। ন্যায়বিচারের সার্থে রাষ্ট্রপক্ষের দাখিলকৃত ডিসিসড রূপার শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার Admit card প্রদর্শনী-২৫ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। এছাড়া অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত ছোঁয়া গাড়ি (রেজিস্ট্রেশন নং ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) মধুপুর থানা হেফাজতে আছে।

বিচার্য বিষয় নং ১ও ২:

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং সিদ্ধান্ড় গ্রহণের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় ২টি একত্রে আলোচনা করা হলো।

পি.ডব্লিউ-১ মো: আমিনুল ইসলাম জবানবন্দিতে বলেন,

আমি এজাহারকারী। আমি অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ির ২৫/০৮/২০১৭ তারিখের ৫০৪ নং জিডিই মূলে সঙ্গীয় ফোর্স সহ মধুপুর থানার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের ২৫ মাইল থেকে রসুলপুর পর্যন্ত বন ও আশপাশ এলাকায় রাত্রিকালীন টহল ডিউটিতে ২২.৩০ টায় মনারবাইদ এলাকায় অবস্থান নেই। ওখানে থাকার সময় একজন ট্রাক ড্রাইভার সংবাদ দেয় যে, পাকা রাস্তায় একজন মহিলার লাশ পড়ে আছে। বিষয়টি আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তপক্ষকে অবহিত করে সঙ্গীয় ফোর্সসহ উক্ত সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পঁচিশ মাইলের দিকে আসতে থাকি। পঁচিশ মাইল সাকিনস্থ সুমী নার্সারীর পূর্ব পাশে পাকারাস্তার উপরে ২২.৪০ টায় একজন আনুমানিক ১৮-২০ বছরের মেয়ের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। এই সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে সিনিয়র এ.এসপি মধুপুর সার্কেল, অফিসার ইনচার্জ মধুপুর থানা, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মধুপুর থানা এবং আই সি অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ি উপস্থিত হন। উপরিউক্ত অফিসারদের নির্দেশক্রমে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করি। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য লাশ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করি।

ময়না তদন্ত শেষে উক্ত লাশের কোন পরিচয় না পাওয়ায় বিধি মোতাবেক লাশ টাঙ্গাইল গোরস্থানে দাফন করে থানায় আসি। আমার প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারি যে, ডিসিসডের মাথার বামপাশে দুইটি কাটা ফাটা রক্তাক্ত জখম, কোমরে থেতলানো ছোলা জখম, হাত থেকে পা পর্যন্ত বাম পাশে ছোলা জখম দেখতে পাই। কে বা কারা ডিসিসডকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুরুত্বর আঘাত করে রাস্তায় ফেলে দেয় বা মেয়েটিকে গোপন করার জন্য তার লাশ রাস্তায় চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেয়। লাশের কোন পরিচয় না পাওয়ায় আমি নিজে বাদী হয়ে ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে মধুপুর থানায় অজ্ঞাত নামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অত্র এজাহার দায়ের করি।

আমি পরে জানতে পারি রূপা নামের ১৮/২০ বছরের একটি মেয়ে বগুড়া জেলায় শিক্ষক নিবন্ধনের পরীক্ষা শেষে ছোঁয়া পরিবহনের একটি গাড়িতে (ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) ময়মনসিংহে আসার জন্য উঠে। পর্যায়ক্রমে এলেঙ্গা আসা পর্যন্ত সব যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে

যায়। এলেঙ্গা থেকে গাড়িতে থাকা হেলপার শামীম, হেলপার আকরাম, হেলপার জাহাঙ্গীর, ড্রাইভার হাবীব ও সুপার ভাইজার ছবর আলীর সহায়তায় রূপাকে গাড়ির ভিতরেই পালাক্রমে ধর্ষণ করে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে দেয়। আমি সত্য সাক্ষ্য দিলাম।

আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

২৩ বছর হলো চাকরি করি। অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত আছি। ফাঁড়ির আওতায় অরণখোলা এবং শোলাকুড়ি ইউনিয়ন, ফুলবাগ চালা, **গাছাবাড়ি** এবং বেরীবাইদ।

মনারবাইদে থাকার সময় একজন মেয়ের লাশ পড়ে থাকার সংবাদ পাই। মনারবাইদ থেকে অনুমান ৬ কি:মি: দূরে ঘটনাস্থল। ঐ সময়ে আমাদের সাথে কোন মহিলা কনষ্টেবল ছিল না। আমাদের ফাঁড়িতে মহিলা পুলিশ নাই।

মনারবাইদে একজন ট্রাক ড্রাইভার আমাকে ঘটনার সংবাদ দিয়ে চলে যায়। সংবাদ পাওয়ার আনুমানিক ৮/১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে যাই। জিডিইতে কোথায় কি দায়িত্ব পালন করব তা লেখা আছে। সুমী নার্সারীর কাউকে সাক্ষী মানি নাই। রাতে কেউ ছিল না।

সত্য নয় যে, ওখানে সুমী নার্সারীর কাউকে সাক্ষী মানি নাই। রাতে কেউ ছিল না।

সত্য নয় যে, ওখানে সুমী নার্সারী নামে কোন নার্সারী নাই।

আমি মধুপুর থানায় এজাহার দায়ের করি। আমি নিজেই কম্পিউটার কম্পোজ করে এজাহার দায়ের করি। এজাহারে ডিসিসডের মাথায় আঘাতের কথা লিখেছি। ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ৮ কি:মি: দূরে থানা।

আমি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন করে ময়না তদন্ত করার জন্য টাঙ্গাইল মর্গে আসি। সুরতহাল প্রতিবেদনে লিখেছি ডিসিসডের মলদ্বার ও যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক। কোথাও বির্যের দাগ নাই।

আমি ট্রাক ড্রাইভারের নাম, ট্রাক নম্বর এজাহারে লিখি নাই। লাশ কোথায় পড়েছিল ঐ স্থানের নাম এজাহারে লিখেছি। ট্রাক ড্রাইভারের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে আমি কোন জিডিই করি নাই। মোবাইলে o/c সাহেবকে জানিয়েছিলাম।

সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির সময় মুধুপুর থানার o/c সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। সুরতহাল প্রতিবেদন ফরম একটি প্রিন্ট কপি। এটা অফিসিয়াল সরবরাহ করা হয়। সুরতহাল প্রতিবেদন ফরমের নীচে কোন স্মারক নং তারিখ, প্রিন্টের সংখ্যা উল্লেখ নাই। সুরত হাল প্রতিবেদন ফরমে বিপি-৪৮ লেখা নাই। এই ফরমে ২নং টেবিলের প্রথম কলামে সঙ্গীয় ফোর্স এবং মহিলা পুলিশের নাম উল্লেখ নাই।

ঘটনাস্থলে আমাদের ক্রাইমসিন এবং বিশেষজ্ঞ ইউনিট যায় নাই। আমি সিআইডি, ডিবি, র‌্যাবকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি নাই।

সুরতহাল প্রতিবেদন এবং জব্দ তালিকা প্রথম সুযোগেই সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রয়োজন না হওয়ায় পাঠাই নাই।

কনস্টেবল মাহবুবের নাম এজাহারে সঙ্গীয় ফোর্সের নামের তালিকায় নাই।

আমি এজাহারে মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছি। তবে সুরতহাল প্রতিবেদনে এটা উল্লেখ করি নাই। আমি প্রায় ২৪ ঘন্টা পরে এজাহার দায়ের করি।

সত্য নয় যে, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাটিকে আমলযোগ্য অপরাধ মনে না করায় আমি সময় মতো এজাহার করি নাই।

সত্য নয় যে, আমি সুবিধাভোগী মহল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চাঞ্চল্যকর মামলা কারার জন্য এরকম এজাহার করি।

সত্য নয় যে, ঘটনাটি একটি সড়ক দূর্ঘটনা।

পূর্বদিকে প্রথমে পঁচিশ মাইল তৎপর জলছত্র এরপরে কাকরাইদ বাজার। কাকরাইদ বাজারের পূর্বপাশে মহাসড়কের উভয় পাশে পরপর দুটি সুমী নার্সারী আছে। সুমী নার্সারীর তিনটি শাখা আছে।

সত্য নয় যে, সুমী নার্সারীর দুইটি শাখা, তিনটি নয়।

সত্য নয় যে, পঁচিশ মাইল বাজারের পাশে কোন নার্সারী নাই।

যেখানে লাশ ছিল ঐ জায়গা আমি আলাদাভাবে কর্ডন করে রাখি নাই দরকার না হওয়ায়।

সত্য নয় যে, রাস্তার উপর কোন লাশ পড়েছিল না।

সত্য নয় যে, আমরা লাশটির সন্ধান অন্য কোথাও পাই।

সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল ডিসিসড গোলাপী কামিজ ও সাদা সালোয়ার পরা ছিল। ডিসিসডের পরিহিত পোশাকের কোথাও ছেঁড়া বা রক্ত মাখা এরকম কিছু সুরতহালে লেখা নাই। সাদা সালোয়ারের কোথাও রক্ত আছে এটা সুরতহালে লেখা নাই।

লাশের আশে পাশে জব্দযোগ্য আলামত আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এসব আলামতের ফরেনসিক পরীক্ষা করাই নাই- দরকার না হওয়ায় এরকম কোন আলামত লাশে সাথে পাঠাই নাই।

লাশের শরীরের পেশীর অবস্থার বর্ণনা সুরতহালে দেই নাই প্রযোজ্য না হওয়ায়। প্রযোজ্য নয় এটাও লিখি নাই। তাপমাত্রা পরিমাপ করি নাই প্রযোজ্য না হওয়ায়।

নাক মুখ কান দিয়ে কোনরুপ তরল পদার্থ নির্গত হয়েছে কীনা তা উল্লেখ করি নাই। কোন তরল পদার্থ বের হয় নাই।

সুরতহালে লিখেছি মাথার বাম পাশে দুইটা কাটা রক্তাক্ত জখম আছে। যৌন নিপীড়নের ও ধর্ষণের লক্ষণের একটি কলাম আছে। এখানে কিছু উল্লেখ করি নাই।

ডিসিসডের ১০ আঙ্গুলের ছাপ নিয়েছি। ছবিও তুলেছি। ছবি তোলার জন্য স্থানীয় ফটোগ্রাফারকে ডেকেছিলাম।

আমি একটি CD open করেছিলাম। ঐ CD তেও ঐ ফটোগ্রাফারের নাম নাই। ঐ ফটোগ্রাফার ডিসিসডের সম্পূর্ণ শরীরের পোশাক পরিহিত ছবি তুলেছে। জখমের ছবি আলাদাভাবে তুলেছি।

আমি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে ছবি গুলি দিয়েছি। শুনেছি আই/ও ফটোগ্রাফারের নিকট থেকে ছবি নিয়েছে। পরে বলেন, আমি ছবি সংগ্রহ করি নাই। আই/ও করবে।

আমি সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছি। প্রতিবেদনটি একই হাতে এবং একই কালিতে তৈরি করেছি। সুরতহাল প্রতিবেদনে একই হাতে একই কালিতে লেখাছিল, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে। সুরতহাল প্রতিবেদনে অন্য হাতে অন্য কালিতে লেখা হয় ''মৃত্যুর কারণ অজানা'' এই কথাগুলি আমি লিখে স্বাক্ষর করি। এটা আমি সুরতহাল প্রতিবেদনের সময়ই লিখেছি। তাৎক্ষনিক করেছি এটা লেখা নাই।

সত্য নয় যে, মৃত্যুর কারণ অজানা আমার হাতের লেখা নয়।

প্রতিবেদনের একটি কলাম আছে ধর্ষণ বা নিপীড়নের চিহ্ন আছে কীনা এখানে আমি কোন কিছু লিখি নাই, প্রযোজ্য না হওয়ায়। তবে প্রযোজ্য নয় ও আমি লিখি নাই।

লাশ হাসপাতালে পাঠাই ২৩.৪৫ টায়। লাশ টেম্পোযোগে হাসপাতালে পাঠাই। ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতাল আনুমানিক ৬০ কি:মি: দূরে উল্লেখ আছে ফরমে। হাসপাতালে পৌছাই ২৬-০২-২০১৭ তারিখের ভোর রাতে। তবে সময় বলতে পারব না। আমি লাশের সাথে ছিলাম। লাশ পাঠানোর চালান ফরমে আমার নাম নাই।

চালানে টেম্পো ড্রাইভারের নামও লিখি নাই। তার নাম ঠিকানাও জানি না।

চালানের ১০ নং কলামে মৃতার পরিহিত কাপড় ছেঁড়া ও রক্ত মাখা লেখা নাই। চালানের ৯ নং কলামে ভিন্ন হাতে ভিন্ন কালিতে মৃত্যুর কারণ অজানা লেখা সত্য নয়। আমিই এটা লিখেছি। এটা যে আমি লিখেছি, কার সামনে কখন লিখেছি তা উল্লেখ করি নাই।

আমি কোন ফন্টে এবং লাইন স্পেস কত দিয়েছি এজাহারে তা উল্লেখ করি নাই প্রযোজ্য না হওয়ায়। আমি নিজে টাইপ করেছি এটা এজাহারে নাই। ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজনও ছিল তবে এটা এজাহারে উল্লেখ নাই। এজাহারের সাথে জব্দ তালিকা দেই নাই প্রযোজ্য না হওয়ায়।

আলামত মামলা রেকর্ডিং অফিসারের কাছে বুঝে দেই নাই।

সত্য নয় যে, ডিসিসডের লাশ সরাসরি হাসপাতাল মর্গে যায় নাই।

সত্য নয় যে, লাশটি দীর্ঘ সময় থানায় রেখে হাসপাতালে নেয়া হয়।

সত্য নয় যে, ঘটনাস্থল থেকে কোন আলামত জব্দ হয় নাই।

সত্য নয় যে, আমি কোন ট্রাক ড্রাইভারের নিকট থেকে ঘটনার সংবাদ পাই নাই।

আমি পরে যে ঘটনার কথা শুনি তা তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি আকারে বলি নাই।

জব্দকৃত আলামত চশমার গায়ে কোন সনাক্তকারী চিহ্ন নাই। তবে সব আলামত রাখা একটি ব্যাগে সনাক্তকারী চিহ্ন দিয়েছি।

জব্দকৃত চশমা দোকানে পাওয়ায় যায়। জব্দ তালিকায় চশমা কী সংক্রান্তে জব্দ করি তার বিস্তারিত বিবরণ নাই। এটা মৃতার পাশে পড়েছিল।

জব্দকৃত রক্তের বিবরণী জব্দ তালিকায় নাই।

জব্দ তালিকা র সাক্ষীরা আমার সামনে স্বাক্ষর করে। স্বাক্ষরের নীচে তারিখ নাই।

রক্তের প্যাকেটের গায়ে আলাদা চিহ্ন নাই। তবে ভ্যানিটি ব্যাগে চিহ্ন আছে।

রক্ত এবং চশমার সনাক্তকারী চিহ্ন ভ্যানিটি ব্যাগে লিখি নাই তবে রক্ত ও চশমা জব্দ করার সময় লেবেল দিয়েছিলাম। দাখিলকৃত আলামতের আজ কোন সনাক্তকরণ চিহ্ন নাই।

সত্য নয় যে, জব্দকৃত চশমা এবং রক্ত ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হয় নাই।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

<u>পি.ডব্লিউ-২ মোঃ রশিদ মিয়া জবানবন্দিতে বলেন,</u>

আমি মধুপুর বাসষ্ট্যান্ডে লাইনম্যান হিসেবে কাজ করি। আমি ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে মধুপুর বাসষ্ট্যান্ডের আনারস চত্বরের দক্ষিণ পাশে ডিউটিতে থাকাকালীন রাত আনুমানিক ১.৩০ টার দিকে আনারস চত্বরের দক্ষিণ পাশে ফলপট্টি থেকে পুলিশ ছোঁয়া পরিবহনের একটি গাড়ি (ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) আটক করে। পুলিশ ঘটনাস্থলেই জব্দ তালিকা করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি।

পরে পত্রিকা এবং লোকমুখে জানতে পারি উক্ত গাড়িতে রূপা নামে একটি মেয়েকে গণধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়।

<u>আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,</u>

আমি লেখাপড়া জানি না। তবে কোনমতে স্বাক্ষর দিতে পারি। আমি উত্তরবঙ্গের গাড়ির লাইনম্যান। এমর্মে পরিচয় পত্র আছে। আমি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর দেওয়া ছাড়া পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেই নাই। এই লাইনে মুক্তা পরিবহনের একটি গাড়ি আছে। গাড়িটি অনেক দিন যাবত বন্ধ।

সত্য নয় যে, ঘটনার পর থেকে মুক্তা পরিবহনের গাড়িটি বন্ধ।

আমার বাড়ী মধুপুর। ময়মনসিংহ কাজ থাকলে যাই। আমি সকাল ৮.০০ থেকে রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত ডিউটি করি। প্রতিদিন একাই করি। যানজট থাকলে বেশী লোক এবং বেশী রাত পর্যন্ত থাকা লাগে।

২৯/০৮/২০১৭ তারিখে আমি একাই ডিউটি করি। আমি উত্তরবঙ্গের গাড়িতে যাত্রী তোলায় সাহায্য করি।

রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত ডিউটি করি। তবে রাত ২.০০ পর্যন্তও করি (আপত্তি সহ)।

মুক্তা পরিবহনের ড্রাইভার/হেলপারদের মুখ চিনি। নাম জানি না।

আমি আজ যে গাড়ির নম্বর বললাম তা পুলিশের কাছে বলি নাই। আমি ১৫/২০ বছর হল শ্রমিক সংঘটনের সাথে জড়িত। ৫/৭ বছর হল উত্তরবঙ্গের গাড়ির লাইনম্যান হিসেবে কাজ করি। উত্তরবঙ্গের গাড়ির চলাচলের টাইম টেবিল নাই, যানজটের কারণে। কাউন্টারের মাধ্যমে যারা টিকিট বিক্রি করে ঐ সব গাড়ির সিডিউল আছে।

সত্য নয় যে, ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িটি কাউন্টারের মাধ্যমে টিকিট বিক্রি করে চলে। ছোঁয়া গাড়িটি আটকের সময় থেকে গত ০৭ দিন একই সময়ে আসা যাওয়া করতো কীনা বলতে পারব না। যানজটের কারণে সময় ঠিক থাকেনা।

আমি একটা কাগজে স্বাক্ষর করি পুলিশের কথায়। ঐ কাগজে কী লেখা ছিল বলতে পারব না। আমি পড়া জানি না। পুলিশের সাথে আমার জানাশোনা নাই।

আমি পরে লোকমুখে ঘটনা শুনি।

পি.ডব্লিউ-৩ প্রবীর এন কুমার বর্ম্মণ জবানবন্দিতে বলেন,

আমি অরণখোলা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড গাছাবাড়ী-জলছত্রের নির্বাচিত ইউপি সদস্য। ঘটনা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ। ঐ দিন রাত আনুমানিক ১০.৪৫ টায় আমি বাজারে শুনি যে, রাস্তার পাশে সুমী নার্সারীর কাছে একটি লাশ পড়ে আছে। তখন ওখানে গিয়ে দেখি পুলিশ এসেছে। একটি মেয়ের লাশ পড়ে আছে। পুলিশ লাশের যে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করে এতে আমি স্বাক্ষর করি। এছাড়া পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে লাশের পাশে একটি চশমা এবং রক্ত উদ্ধার করে জব্দ তালিকা করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি।

আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি পুলিশের কাছে কাগজে স্বাক্ষর দিয়েছি। পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেই নাই। আমার ওয়ার্ডেই ঘটনা ঘটে।

আমি যে কাগজে স্বাক্ষর করি তাতে কী লেখা আছে বলতে পারব না। তবে পুলিশ ঘটনা বলেছে।

লাশের পাশে চশমা পড়া ছিল। আমি চশমা এবং রক্ত জব্দ করার কথা পুলিশের কাছে বলেছি। বাজারে যখন ঘটনার কথা শুনি তখন বাজারে দোকান পাট খোলা ছিল।

ইউপি মেম্বার হিসেবে পুলিশের সাথে আমার একটা জানাশোনা আছে।

ঘটনাস্থল মহাসড়ক। এখানে দুর্ঘটনা জনিত প্রাণহানি প্রায়ই ঘটে।

সত্য নয় যে, পুলিশের সাথে সম্পর্কের কারণে তাদের কথায় কাগজে স্বাক্ষর করি।

আমি দেখোই কাগজে স্বাক্ষর করি।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

পি.ডব্লিউ-৪ মো: আবুল হোসেন জবানবন্দিতে বলেন,

আমি অরণখোলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য।

ঘটনা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে। ঐ দিন রাত ১০.৩০ টার দিকে জলছত্র বাজারে লোকজনের সাথে চা খাওয়ার সময় শুনি পঁচিশমাইলে সুমী নার্সারীর পাশে একটি লাশ পড়ে আছে। তখন আমি মোটর সাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি পুলিশ লেখালিখি করছে। আমি দেখি একজন মহিলার লাশ পড়ে আছে। তার গায়ে হালকা গোলাপী জামা ও সাদা সালোয়ার পড়া। আমি সুরতহাল প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করি।

পরে শুনি ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। তদন্তকারী কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

<u>আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,</u>

আমি ২৭/০৮/২০১৭ তারিখে পুলিশের কাছে জবানবন্দি দেই। লাশের মাথায় রক্তের কথা পুলিশকে বলেছি।

অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ি জলছত্র বাজারে।

আমি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে কাগজে স্বাক্ষর করি।

ঘটনাস্থল টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়ক। এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

<u>পি.ডব্লিউ-৫ মো: রইজ উদ্দিন জবানবন্দিতে বলেন,</u>

আমি জলছত্র বাজারে বিকাল ৪.০০ হতে ভোর ৪.০০ টা পর্যন্ত দোকানদারী করি। ঘটনা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে। আমি রাত পৌনে ১১ টার দিকে দোকানে একজন কাষ্টমারের কাছে শুনি সুমী নার্সারীর পাশে একটি লাশ পড়ে আছে। আমি ওখানে গিয়ে দেখি একটি মেয়ের লাশ পড়ে আছে পুলিশ লেখা লেখি করছে। আমি সুরতহাল প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করি।

পরে শুনি ছোঁয়া পরিবহনের গাড়ির ষ্টাফরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি।

<u>আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,</u>

আমি ১০.৪০ টার জলছত্র বাজারে লোকমুখে ঘটনার কথা শুনি।

আমি যে কাগজে স্বাক্ষর করি তাতেও ১০.৪০ টা লেখা।

দোকান থেকে ঘটনাস্থল ২ মিনিটের পথ। অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ি জলছত্র বাজারে।

সত্য নয় যে, আমি অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়িতে স্বাক্ষর করি।

আমি ঘটনাস্থলে স্বাক্ষর করি।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

<u>পি.ডব্লিউ-৬ এম.এ রউফ জবানবন্দিতে বলেন,</u>

আমি সাংবাদিকতা করি। আমি দৈনিক আমার দেশের প্রতিনিধি। আমার নিজের একটি পত্রিকা ছিল মধুবাণী। এটি বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে না।

ঘটনা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০.৩০-১০.৪৫ টা হবে। ঐ সময়ে আমার কাছে একটি ফোন আসে পঁচিশমাইল সুমী নার্সারীর সামনে একটি লাশ পড়ে আছে। তখন মোটর সাইকেলে ওখানে গিয়ে দেখি ২০-২২ বছরের একজন মেয়ের ক্ষতবিক্ষত লাশ পড়ে আছে। লাশের মাথায় আঘাত ছিল, হাত পা ছোলা ছিল। পুলিশ লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি।

আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি। পরে শুনি মেয়েটি বগুড়া থেকে ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে ময়মনসিংহ আসার পথে ঐ গাড়ির ষ্টাফরা তাকে ধর্ষণ করে মেরে মধুপুর বনের পাশে ফেলে যায়।

আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি সাংবাদিকতা করি। আমার বাড়ি থেকে ঘটনাস্থল ৮ $\frac{১}{২}$ কি:মি: দূরে। আমি যে ফোন থেকে খবর পাই ঐ নম্বর মনে নাই।

আমি ঘটনা শুনি মধুপুর গোল চত্বরে। এখান থেকে আমার বাড়ী ১ $\frac{১}{২}$ কি:মি: দূরে। যে সময়ে ঘটনা শুনি তখন আমার সাথে শিবনাথ, পঙ্কজ ঘোষ সহ অনেকে ছিল।

আমি মান্নানের মোটর সাইকেলে যাই। মান্নান ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালায়। আমার সাথে আরও একজন ছেলে ছিল। আমি ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে যাই। আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে ৭/৮ জন লোক দেখি। পরে আরও লোক আসে। যে মোটর সাইকেলে যাই তার নম্বর এখন মনে নাই। আমি ঘটনাস্থলে সুরতহাল প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করি। ঘটনাস্থলের সুমী নার্সারীতে লাইট ছিল।

সত্য নয় যে, আমি ঘটনাস্থলে স্বাক্ষর দেই নাই।

এরপরে আমি পুলিশ ফাঁড়িতে জবানবন্দি দিয়েছি।

আমি ছোঁয়া পরিবহনের গাড়ির নম্বর দারোগার কাছে বলেছি।

সত্য নয় যে, আমি দারোগার কাছে গাড়ির নম্বর সহ সাক্ষ্য দিয়েছি।

আমি দারোগার কাছে সুমী নার্সারীর সামনে এবং ঘটনাস্থলে আসার কথা বলেছি। মৃতার মাথায় রক্ত পরনে গোলাপী কামিজের কথাও বলেছি।

সত্য নয় যে, আমি ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করা হয়।

পুলিশ একটি ছাপানো কাগজে স্বাক্ষর করতে বলে।

ঘটনাস্থল একটি মহাসড়ক। এই মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তবে এরকম ঘটনা ঘটে না।

আমার পেশাগত কারণে পুলিশের সাথে পরিচয় আছে। আজ আসার সময় পুলিশ ছিল না। আমি সাক্ষীর সমন পেয়েছি। এখন সমন সাথে নাই।

সত্য নয় যে, ঘটনাটি একটি সড়ক দুর্ঘটনা

সত্য নয় যে, আমি আজ পুলিশের সাথে এসে সকালে তাদের সাথে নাস্তা করেছি।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

পি.ডব্লিউ-৭ মোঃ ইমাম হোসেন জবানবন্দিতে বলেন,

আমি মধুপুর বাসষ্ট্যান্ডে ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালাই। আমি গত ২৯/০৮/২০১৭ তারিখ রাত ১.৩০ টায় মধুপুর বাসষ্ট্যান্ডে আনারস চত্বরের পাশে ফলের দোকানে পাশে ছিলাম। ঐ সময় পুলিশ বগুড়া থেকে আসা ছোঁয়া পরিবহন গাড়িটি আটক করে এর ড্রাইভার হেলপার সহ গাড়ির ষ্টাফদের আটক করে।

পুলিশ এখানে একটি জব্দ তালিকা করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি।

আটকৃত গাড়ির নম্বর ঢাকা মেট্রো ব-১৪-৩৯৬৩।

পরে শুনি গাড়ির ষ্টাফরা রূপা হত্যার সাথে জড়িত। আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়েছি।

আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি মধুপুর থেকে বিভিন্ন জায়গায় ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালাই। ঘাটাইল পর্যন্ত আসি। আমি রাত ১০.০০ টা থেকে সকাল পর্যন্ত মোটর সাইকেল চালাই। ঐ রোডে যে সব গাড়ি চলে এর প্রায় সব চিনি। মুক্তা পরিবহনের গাড়ি আছে কীনা জানি না। এখন দেখি না। আগেও দেখি নাই। যে গাড়ির কথা বললাম তা যাত্রীবাহী।

মোটর সাইকেল ভাড়ায় চালানোর কোন বৈধ অনুমোদন নাই।

সত্য নয় যে, পুলিশদের ম্যানেজ করে চালাতে হয়।

মধুপুরে ট্রাফিক পুলিশ আছে। তারা গাড়ির বৈধ কাগজ পত্র পরীক্ষা করে।

আমি জব্দকরা দেখে জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করি।

আটকের সময় ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে অনেক যাত্রী ছিল। ঐ সময়ে যাত্রীবাহী গাড়িতে যাত্রী থাকে।

ঘটনাস্থল টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ মহাসড়ক। এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

আমি লোকমুখে রূপা হত্যার কথা শুনি।

পি.ডব্লিউ-৮ মোঃ হাশমত আলী জবানবন্দিতে বলেন,

আমি আরণখোলা ইউনিয়নের নির্বাচিত ইউপি সদস্য। ঘটনা ২৫/০৮/২০১৭তারিখ রাত আনুমানিক ১০.৪০। লাশ পাওয়ার যায় পঁচিশ মাইল বাজারের পূর্বপাশে সুমী নার্সারীর সামনের রাস্তায়।

গত ৩০/০৮/২০১৭ তারিখ সকাল আনুমানিক ৮/৮.৩০ টায় টেলকী বাজারের পূর্বপাশে জবে মিয়ার কলাবাগানের ভিতর থেকে বিস্কুট রংয়ের একটি ভ্যানিটি ব্যাগ আসামি হাবীবের দেখানো মতে পুলিশ উদ্ধার করে জব্দ তালিকা করে। ভ্যানিটি ব্যাগে একটি ছোট

আয়না, একটি চিরুনী এবং একজন বৃদ্ধ লোকের সাথে রূপার একটি ছবি ছিল। আমি ঐ জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করি।

পরে শুনি ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে রূপাকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করে তার ভ্যানিটি ব্যাগ আসামি শামীম এখানে ফেলে দেয়।

আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি।

আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি I/O এর কাছে পঁচিশমাইল এবং টেলকীর মাঝখানে সুমী নার্সারী কথা বলেছি।

আমি I/O এর কাছে আসামি হাবীবের দেখানোমতে ব্যাগ উদ্ধারের কথা বলেছি। আয়না, চিরুনী, রূপা এবং বৃদ্ধের ছবির কথাও বলেছি।

আমার সাধারণ মানুষকে সময় দিতে হয়, বাড়ি ফিরতেও মাঝে মাঝে দেরি হয়।

সত্য নয় যে, আমি দেরিতে ঘুমানোর কারণে দেরিতে ঘুম থেকে উঠি।

আগে থেকে জানতাম না ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে জবে মিয়ার কলাবাগানে পুলিশ আসবে।

সত্য নয় যে, পুলিশ আসামি এবং ব্যাগ সহ আমার সামনে আসে।

সত্য নয় যে, আমি পুলিশের কথায় স্বাক্ষর করি।

আমি দেখে শুনে স্বাক্ষর করি।

সত্য নয় যে, জবে মিয়ার কলাবাগান থেকে ব্যাগ উদ্ধার হয় নাই , আমি উদ্ধার করা দেখি নাই।

ঐ ব্যাগের গায়ে আমার কোন স্বাক্ষর নাই।

আমার সাথে পুলিশের জানাশোনা আছে।

সত্য নয় যে, আমি ঐ দিন পুলিশের কথামতো আগে থেকেই বাজারে ছিলাম।

পুলিশ ব্যাগ উদ্ধার করে আমার সামনে খুলে দেখায়।

সত্য নয় যে, আমার সামনে ব্যাগ খোলা হয় নাই।

ব্যাগে পরীক্ষার প্রবেশ পত্র, আই.ডি কার্ড পাওয়া যায় নাই।

সত্য নয় যে, আমার সামনে ব্যাগ খোলা হয় নাই।

ব্যাগে পরীক্ষার প্রবেশ পত্রে আই.ডি কার্ড পাওয়া যায় নাই।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

পি.ডব্লিউ-৯ মো: লাল মিয়া জবানবন্দিতে বলেন,

আমি সাবেক ইউপি সদস্য।

গত ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে টেলকীতে থাকার সময় জবে মিয়ার কলাবাগান থেকে পুলিশ একটি ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করে। পুলিশ ওখানে একটি জব্দ তালিকা করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি।

ঐ ব্যাগেই ছিল ছোট একটি আয়না, চিরুনী এবং একজন লোকের সাথে রূপার ছবি ছিল।

আমি ২৬/০৯/২০১৭ তারিকে পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেই।

পরে শুনি ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে রূপা নামের একটি মেয়েকে হত্যা করে তার ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে দেয়া হয়েছিল।

<u>আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,</u>

চিরুনী এবং আয়নাটি নতুন মনে হয়। এ দুটি ঐ ব্যাগেই ছিল।

চিরুনীতে কোন ময়লা নাই।

সত্য নয় যে, ভ্যানিটি ব্যাগ এবং এর ভিতরের জিনিস পত্র রূপার না , এটি পুলিশ সরবরাহ করেছে।

আমি টেলকী বাজারে ছিলাম। ওখানেই পুলিশের সাথে দেখা হয়। পুলিশ আসবে এটা আগে থেকে জানতাম না।

পুলিশদের গায়ে পোশাক ছিল। ঐ সময় পুলিশের সাথে একজন ড্রাইভার, আসমাী ছিল।

আমি কৃষি কাজ করি।

ঘটনাস্থল বনাঞ্চল। পাশে গ্রামও আছে। ঘটনাস্থলে প্রচুর খাস জমি আছে। এই জমিতে অনেকেই কৃষি কাজ করে। কিছু লোক লিজ নিয়ে কৃষি কাজ করে। অনেকের লিজও নাই।

সত্য নয় যে, পুলিশকে ম্যানেজ করে তারা কৃষি কাজ করে।

এই জমি চাষ করতে পুলিশকে ম্যানেজ করতে হয় না।

সত্য নয় যে, আমি পুলিশকে ম্যানেজ করে খাস জমি চাষ করি। এজন্য পুলিশের কথায় কাগজে স্বাক্ষর করি।

সত্য নয় যে, ঘটনাস্থল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার হয় নাই। আমি উদ্ধার করা দেখিও নাই।

পরে আমি লোকমুখে রূপা হত্যার কথা শুনি।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

<u>পি.ডব্লিউ-১০ মো: হাফিজুর রহমান জবানবন্দিতে বলেন,</u>

আমি কৃষি কাজ করি এবং স্থানীয় বজ্রশক্তি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করি। আমরা দুই ভাই তিন বোন। ডিসিসড রূপা আমার ছোট বোন। সে ঢাকা আইডিয়াল ‘ল’ কলেজের আইন শেষ

বর্ষের ছাত্রী ছিল। তার সাথে সে ইউনিলিভার লিমিটেডে শেরপুর জেলার নকলাতে বিপননকর্মী হিসেবে চাকরি করতো। রূপা ২৪/০৮/২০১৭ তারিখে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দেয়ার জন্য বগুড়া যায়। ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়ে কর্মস্থল শেরপুর যাওয়ার জন্য বগুড়ার বনানী থেকে ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে সন্ধা ৭.৩০ টার সময় উঠে। তার সাথে তার এক সহকর্মী আ: বারিক ছিল। সেও শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দেয়। রাত ৮.০০ টার সময় রূপা আমাকে ফোন দিয়ে জানায় ''দাদা ছোঁয়া পরিবহনে উঠেছি, তুমি চিন্তা করো না, আমার সাথে বারিক আছে, সামনে ঈদ আমার বেতন তুলতে হবে''। বারিক ঢাকা চাকরী করে। সে এলেঙ্গা নেমে যাবে। এরপরে রাত ১০.৩০ টার পরে রূপার মোবাইলে ফোন দিলে তা বন্ধ পাই। রাত ১১.০০ টার দিকে বারিককে ফোন দিয়ে বলি, রূপার ফোন বন্ধ পাচ্ছি, ''সে বলে হয়তো ফোনের চার্জ শেষ হয়েছে, আমি সুপার ভাইজারকে বলে দিয়েছি রূপাকে দেখে রাখতে, আমি এলেঙ্গা নেমে গেছি''। এরপরেও আমি সম্ভাব্য অনেক জায়গায় ফোন করলেও তারা বলে রূপার ফোন বন্ধ পাচ্ছি।

পরে ২৮/০৮/২০১৭ তারিখে নয়াদিগন্ত পত্রিকার মারফত জানতে পারি গত ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ রাত আনুমানিক ১০.৩০ টার দিকে মধুপুরের পঁচিশ মাইল বাজারের পূর্ব পাশে সুমী নার্সারীর সামনে একজন অজ্ঞাতনামা মহিলার লাশ পাওয়া গেছে। তখন আমি আ: বারিক এবং তাঐ মমতাজ উদ্দীনকে ফোন দিয়ে উক্ত সংবাদ জানিয়ে মধুপুর থানায় যাই। পরে এরা দুজনও থানায় আসে।

থানায় এসে O/C সাহেবকে আমার বোনের গোলাপী কামিজ, সাদা সালোয়ার এর কথা বলি। তখন O/C সাহেব আমাকে আমার বোনের জামা কাপড় এবং ছবি দেখালে আমি রূপাকে সনাক্ত করি। আমি O/C সাহেবকে রূপার আসার বাসের বর্ণনা দেই। পরে ২৯/০৮/২০১৭ তারিখ রাত ১.৩০ টায় পুলিশ মধুপুর ফলপট্টি থেকে ছোঁয়া পরিবহনের গাড়ি আটক করে এবং তিনজন আসামিকে আটক করে। পরে শুনি আসামিরা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দোষস্বীকার করেছে।

পরে উক্ত তিন আসামির স্বীকারোক্তি মতে ২৯/০৮/২০১৭ তারিখ গাড়ির ড্রাইভার ও সুপার ভাইজারকে আটক করে পুলিশ।

৩০/০৮/২০১৭ তারিখ আসামি ড্রাইভারের দেখানোমতে মধুপুরের টেলকি বাজারের পূর্বপাশ থেকে রূপার ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করে। এতে তার আয়না, চিরুণী, বাবার সাথে রূপার একটি ছবি ছিল।

এই মোবাইল ফোনটিও আমার বোনের।

৩১/০৮/২০১৭ তারিখ একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে টাঙ্গাইল গোরস্থান থেকে রূপার লাশ তুলে আমি তাকে পারিবারিক কবরস্থানে আমার বাবার কবরের পাশে দাফন করি।

আমার সামনে যে তিনজন আসামিকে ধরা হয় তারা ডকে আছে।

আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি।

আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি এস.এস.সি পাশ করেছি। আমি বছর খানেক সাংবাদিকতা করেছি। আমার বোন শেরপুর থেকে বগুড়া এসেছিল শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিতে। আমি বোনের সাথে ছিলাম না। আমরা ৫ ভাই-বোন। আমার অন্য ভাই এইচ.এস.সি পাশ করেছে। বারিক আমার বোনের বন্ধু।

বারিক SAMSUNG কোম্পানিতে ঢাকায় চাকরী করে। সেও শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিতে বগুড়া এসেছিল। বারিক আমার বোনের সাথে পড়েছিল।

রূপা সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় বাসে উঠে। একবার আমাকে ফোন করে জানায়। শুক্রবার সকালে ফোন করে পরীক্ষার জন্য দোয়া চায়।

আমি I/O সাহেবের কাছে রূপার সাথে ফোনের কথা বলেছি।

সত্য নয় যে, আমি I/O এর কাছে রূপার সাথে ফোনে কথা বলার কথা বলি নাই।

আমি রূপাকে খোঁজার জন্য ময়মনসিংহ গিয়েছি। আমি একাই গিয়েছিলাম।

I/O সাহেবের কাছে ২২/০৯/২০১৭ তারিখ জবানবন্দি দিয়েছি।

আমি ২৮ তারিখ থানায় যাই। ঐদিন I/O সাহেবের সাথেও দেখা হয়।

ঐ দিন I/O সাহেব আমার জবানবান্দি রেকর্ড করে নাই।

আমি I/O সাহেবকে রূপার সাথে আমার রাত ৮.০০ টায় ফোনের কথা জানাই।

রূপার ছোঁয়া পরিবহনে উঠার কথা I/O সাহেকে বলেছি। বারিকের এলেঙ্গা নেমে যাওয়ার কথা বলেছি কীনা মনে নাই।

রাত ১১.০০ টায় বারিকের সাথে কথা বলার কথা I/O সাহেবকে সম্ভাবত বলেছিলাম- তবে স্মরণ নাই।

O/C সাহেবকে যে বলেছিলাম রূপার পোশাকের কথা তা I/O সাহেবকে বলেছিলাম কীনা মনে নাই। O/C সাহেবকে যে গাড়ির বর্ণনা দেই তা I/O সাহেবকে বলেছি।

আমি বাস আটকের সময় ছিলাম তা I/O সাহেবকে বলেছি।

২৯ তারিখে ড্রাইভার, সুপারভাইজারের আটকের কথা I/O সাহেবকে বলি নাই।

৩০/০৮/২০১৭ তারিখে টেলকি জবে মিয়ার কলা বাগানের নিকট থেকে উদ্ধারের কথা I/O সাহেবকে বলি নাই।

ছোঁয়া গাড়িটি নিরাপদ পরিবহনের ব্যানারে চলে কীনা বলতে পারব না।

এদের বগুড়া এবং ময়মনসিংহে কাউন্টার থাকতে পারে। আমি কখনও ঐ গাড়িতে উঠি নাই।

আমার বোন রূপা ছুটিতে বাড়ি আসতো বাসযোগে। সে রাতে চলাচল করলে ফোন করে জানাতো কোন গাড়িতে উঠেছে।

আমি ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে ছোঁয়া নিরাপদের ময়মনসিংহের কাউন্টারে খোঁজ নিয়েছি।

বোনকে পাওয়া যাচ্ছে না এমর্মে কোন থানায় জিডিই করি নাই। তবে মৌখিকভাবে জানাই।

মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশ থাকে। আমি এদের কাছেও কোন খোঁজ নেই নাই। রূপা নিখোঁজের তিনদিন আমি বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছি।

ঘটনার পরে ০১/০৯/২০১৭ তারিখে সরকারের একজন মন্ত্রী আমাদের বাড়িতে এসে সহমর্মিতা প্রকাশ করে। আমাদের চাকরীর দেওয়ার আশ্বাস দেয়। পরে আমার ছোট বোন চাকরী পায় ঐ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী।

ঘটনাস্থলটি টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ মহাসড়ক। এখানে প্রায়ই অনেক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সত্য নয় যে, আমার বোন রূপার মৃত্যুও একটি সড়ক দুর্ঘটনা।

সত্য নয় যে, আমার পরিবার লাভবান হওয়ার জন্য একটি সড়ক দুর্ঘটনাকে চাঞ্চল্যকর মামলায় রূপান্তরিত করতে I/O সাহেবকে প্রভাবিত করি।

আমার বোনের সাথে কোন লাগেজ ছিল না। পরীক্ষা দিতে অবশ্যই প্রবেশ পত্র লাগে। যে ভ্যানিটি ব্যাগ পাওয়া গেছে তার ভিতর পরীক্ষার প্রবেশ পত্র ছিল না।

আমি পুলিশের সাথে ব্যাগ উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম।

সত্য নয় যে, আমি পুলিশকে ব্যাগ দেখাই নাই।

আমি পুলিশকে ব্যাগ দেখাই নাই।

সত্য নয় যে, আমি আগেই একটি ব্যাগ কথিত স্থানে রেখে আসি।

আমি ব্যাগের গায়ে স্বাক্ষর করি নাই।

সত্য নয় যে, আমি উদাসীন প্রকৃতির বড় ভাই।

আমি রূপার মোবাইল এবং সিম কার্ডের কোন কাগজ পত্র I/O সাহেবকে দেই নাই।

সত্য নয় যে, জব্দকৃত মোবাইল এবং ভ্যানিটি ব্যাগ রূপার নয়।

সত্য নয় যে, এই আসামি এবং ছোঁয়া গাড়ি দ্বারা আলোচ্য মামলার ঘটনা ঘটে নাই।

কবর থেকে লাশ তোলার পরে সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয় নাই।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

পি.ডব্লিউ-১১ মো: আব্দুল বারিক জবানবন্দিতে বলেন,

আমি SAMSUNG মোবাইল কোম্পানিতে গাজীপুর চাকরি করি। ভিকটিম রূপা আমার পরিচিত। তার পরিবারের সাথেও আমার জানাশোনা আছে।

গত ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ বগুড়াতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা শেষে আমি এবং রূপা বগুড়ার বনানী থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় নিরাপদের ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে উঠি। আমি টাঙ্গাইলের এলেঙ্গাতে গাড়ি থেকে নেমে যাই। গাড়িতে তখন যাত্রী হিসেবে শুধু রূপা ছিল।

আমি নামার সময় সুপার ভাইজারকে বলি রুপা তো একা, তাই ওকে শেরপুরের গাড়িতে তুলে দিয়েন। রাত হওয়ায় আমি গাড়ির নাম্বার লিখে নেই। গাড়ির নম্বর ছিল ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩। এরপরে আমি গাজীপুরের যাওয়ার জন্য ঢাকাগামী একটি গাড়িতে উঠে রূপাকে ফোন দিয়ে যাওয়ার কথা বলি। এর কিছুক্ষণ পরে রূপা ফোন দিয়ে বলে তার গাড়িটিও ছেড়েছে। এর পরে রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় হাফিজ ভাই আমাকে ফোন করে জানায়, ‘‘আমি রূপাকে পাচ্ছি না তুমি ওকে একটু ফোন কর’’। তখন আমি রূপাকে ফোন করলে তার ফোন বন্ধ পাই। এরপরে আর তার সাথে যোগাযোগ করতে পারি নাই।

পরের দিন ২৬/০৮/২০১৭ তারিখ সকালে রূপার বোন আমাকে ফোন করে জানায় রূপা আপুকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপরে ২৮/০৮/২০১৭ তারিখে হাফিজ ভাই আমাকে ফোন করে জানায়, ‘‘তুমি টাঙ্গাইলের মধুপুর থানায় আসো একজন মহিলার লাশ পাওয়া গেছে। তখন আমি মধুপুর থানায় আসি। থানায় দারোগা সাহেব গোলাপী কামিজ, সাদা সালোয়ার এবং ছবি দেখালে আমি ছবির মহিলাকে রূপা বলে সনাক্ত করি। আমি পুলিশের কাছে গাড়ির বর্ণনা দেই। ঐ দিন রাতেই আনুমানিক রাত ১.৩০ টায় (২৯/০৮/২০১৭) দিকে আমার দেখানো মতে পুলিশ মধুপুর আনারস চত্বরের পাশ থেকে ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িটি আটক করে এর তিনজন ষ্টাফকে আটক করে। আমি তিনজনকে সনাক্ত করি। আসামি তিনজন ঘটনার কথা স্বীকার করে। গাড়ির সুপার ভাইজার (ছবর আলী) ডকে আছে। অন্য আসামিরাও ঐ দিন গাড়িতে ছিল। আসামিদের দেখানোমতে রূপার ভ্যানিটি ব্যাগ, মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়।

আমি I/O এর কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি। রূপার পরিহিত কামিজ সালোয়ারের কথাও বলেছি।

<u>আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,</u>

ডিসিসড রূপা এবং তার পরিবারের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক। আমি রূপার সাথে ২০০৪ সনে এইচ.এস.সি পড়ি। আমিও শিক্ষক নিবন্ধনের পরীক্ষা দিয়েছি। তার কাগজ পুলিশকে দেই নাই। গাড়িতে টিকিট করি নাই। এসব গাড়িতে টিকিট ছাড়াও যাত্রী তোলে।

এলেঙ্গা পর্যন্ত আমি রূপার সাথে ছিলাম। গাড়িতে উঠার পরে রূপা একবার ফোনে তার ভাইয়ের সাথে কথা বলে।

আমি শুক্রবার রাতে (২৫/০৮/২০১৭) হাফিজ ভাইয়ের সাথে কথা বলি।

বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ আসার পথে কয়বার থামে বলতে পারব না।

প্রতিটি ষ্টপেজে গাড়ি কত মিনিট করে থেমেছে বলতে পারব না। তবে প্রতিটি ষ্টপেজেই যাত্রী উঠানামা করেছে। বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত ৫টি ষ্টপেজে যাত্রী উঠানামা করেছে।

সত্য নয় যে, ১৫টি স্টপেজে যাত্রী উঠানামা করেছে।

সিরাজগঞ্জ থেকে এলেঙ্গায় একটি স্টপেজ দিয়েছে। এই পথে প্রায়ই জ্যাম থাকে। টোলপ্লাজায় একটি একটি করে গাড়ি পাস করে, তবে কোন গাড়ি চেকিং করে না।

আমি নামার সময় গাড়ির নম্বর লিখে রেখেছিলাম। এটা পুলিশকে দেই নাই।

আমি ২৮/০৮/২০১৭ তারিখে মধুপুর থানায় যাই। ২৯/০৮/২০১৭ তারিখ আসি। এসময় আমি কোন কাগজে স্বাক্ষর দেই নাই।

সত্য নয় যে, আমি ছোঁয়া পরিবহনের গাড়ির কথা দারোগার কাছে বলি।

আমি I/O এর কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি। রূপার পরিহিত কামিজ সালোয়ারের কথাও বলি নাই, দেখিয়েও দেই নাই।

সত্য নয় যে, আমি ডকে দাড়ানো আসামি সুপার ভাইজারকে রূপার কথা বলি নাই।

আমি গাড়ির নম্বর লিখে রাখার কথা I/O এর কাছে বলেছি।

আমি রূপাকে ফোন দিয়ে যাওয়ার কথা I/O সাহেবকে বলেছি।

রাত ১১.০০ টায় হাফিজ ভাই আমাকে যে বলে রূপাকে ফোন করে পাচ্ছি না, তুমি ফোন দাও এটা আমি I/O সাহেবকে বলেছিলাম।

এরপরে আমিও আর রূপার সাথে যোগাযোগ করতে পারি নাই- একথা I/O এর কাছে বলেছি।

রূপার পরিহিত সালোয়ার কামিজ থানায় দারোগা সাহেব আমাকে দেখায় এটা I/O সাহেবকে বলেছি।

আমার দেখানো মতে রাত ১.৩০ টায় পুলিশ ছোঁয়া গাড়ি আটক করে এটা I/O সাহেবকে বলি নাই।

আমি কোন জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করি নাই।

আসামিদের আটকের পরে তাদের ছবি পত্রিকা, টেলিভিশনে দেখায় কীনা বলতে পারব না।

সত্য নয় যে, আমি পত্রিকা এবং টেলিভিশনে দেখে আজ আসামিদের সনাক্ত করি।

আমরা বগুড়াতে যে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম তা একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা।

এর জন্য অনেক বই পড়ে প্রস্তুতি নিতে হয়। রূপা বই বা লাগেজ আনে নাই।

সত্য নয় যে, আমি রূপার সাথে ছিলাম না।

সত্য নয় যে, আমি ছোঁয়া গাড়ি আটকের সময় উপস্থিত ছিলাম না।

সত্য নয় যে, রূপা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।

রূপা নিখোঁজের সময় আমি থানায় জিডিই করি নাই।

I/O ২৮/০৮/২০১৭ তারিখে আমার কোন জবানবন্দি রেকর্ড করে নাই।

সত্য নয় যে, আমি রূপার ভাই এবং I/O সাহেবের কথামতো সাক্ষ্য দিলাম।

সত্য নয় যে, এই আসামিরা ঘটনা ঘটায় নাই একথা বলায় দারোগা সাহেব আমাকে থানা থেকে বের করে দেয়।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

পি.ডব্লিউ-১২ মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ জবানবন্দিতে বলেন,

আমি ঔষধের ব্যবসা করি।

গত ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে সকাল আনুমানিক ১০.০০ টার দিকে পুত্রা হাফিজ ফোনে জানায়, রূপাকে পাচ্ছিনা আপনার বাড়ি গেছে কীনা। আমি না বলি। এরপরে ২৮/০৮/২০১৭ তারিখ বেলা ১১.০০ টার দিকে হাফিজ ফোনে আমাকে মধুপুর থানায় আসতে বলে। সে আরও বলে ঐখানের ২৫ মাইলে ২৫ তারিখ রাতে একজন মহিলার লাশ নাকি পাওয়া গেছে। এরপরে আমি মধুপুর থানায় আসি। এখানে হাফিজ এবং বারিককে দেখি। দারোগা সাহেব একটি কামিজ, সালোয়ার এবং মৃত মেয়েটির ছবি দেখায়। এসব দেখে আমরা রূপাকে সনাক্ত করি। এরপরে বারিক এবং হাফিজের তথ্য অনুযায়ী পুলিশ ছোঁয়া গাড়ি এবং এর তিনজন ষ্টাফকে ধরে। পরে আরও দুই আসামিকে ধরে। পরে শুনি আসামিরা কোর্টে দোষস্বীকার করেছে।

আমি I/O এর কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি।

আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

নেত্রকোনা থেকে মধুপুর থানা ৮০/৯০ কি:মি:। নেত্রকোনা থেকে ময়মনসিংহ ৪০ কি:মি:। আমার বাড়ী থেকে মধুপুর থানায় আসতে দুইটি গাড়ি পরিবর্তন করতে হয়। এখানে লোকাল গাড়ি চলে। প্রতি স্টপেজেই গাড়ি ১/১.৩০ মিনিট থামে।

আমি হাফিজের টেলিফোনের সময়ের কথা I/O এর কাছে বলেছি।

আমি কাপড় দেখে রূপাকে সনাক্ত করতে পারব না। তবে হাফিজ/বারিক পেরেছে। এসব আমি I/O এর কাছে বলেছি।

রূপার সাথে সাক্ষী বারিকের ভাল সম্পর্কের কথা জানি না। আমি ২৮/০৮/২০১৭ তারিখ মধুপুর গিয়ে ২৯/০৮/২০১৭ তারিখ ফিরে আসি। আমি কোন কাগজ পত্রে স্বাক্ষর করি নাই।

সত্য নয় যে, আমি হাফিজ এবং দারোগার কথামতো আজ সাক্ষ্য দিলাম।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

পি.ডব্লিউ-১৩ মো: হযরত আলী জবানবন্দিতে বলেন,

আমি ভ্যান চালাই। ২৯/০৮/২০১৭ তারিখ রাত ৩.০০ টার সময় পুলিশ আসামি শামীমের বাড়ী থেকে একটি কাল রংয়ের মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ একটি জব্দ তালিকা করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি।

আমি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছি। আমি উক্ত জবানবন্দিতে স্বাক্ষরও দিয়েছি। পরে শুনি মোবাইল ফোনটি রূপার।

আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি ঘটনা দেখিও নাই। শুনিও নাই। কোন মাসের কোন তারিখে মোবাইল উদ্ধার করা হয় মনে নাই। আমাকে কবে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে আসে বলতে পারব না।

আমি পুলিশ দেখে আসামির বাড়ি যাই। আমি কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত নই। আসামির সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক নাই।

আমি স্থায়ী ঠিকানাই বলেছি। আমি ভাসমান ব্যক্তি নই।

পুলিশ কাগজে কী লিখেছিল জানি না।

আদালতে দেখানো জব্দকৃত মোবাইল প্রায় ঘরেই ব্যবহৃত হয়।

আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়েছিলাম।

আদালতের সমন পেয়েছি। এখন নাই। থানা থেকে পুলিশ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ফোন করে। আজ পুলিশের সাথেই এসেছি। জব্দকৃত মোবাইলটি কার জানি না।

পি.ডব্লিউ-১৪ মো: রুবেল মিয়া জবানবন্দিতে বলেন,

আমি কৃষিকাজ করি।

২৯ তারিখের রাত আনুমানিক ৩/৪ টার দিকে পুলিশের গাড়ির শব্দে আসামি শামীমের বাড়ি থেকে একটি কাল রংয়ের মোবাইল ফোন উদ্ধার করে জব্দ তালিকা করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি।

আমি এই মোবাইল উদ্ধারের বিষয়টিও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ১৬৪ ধারার জবানবন্দি দিয়েছি। আমি উক্ত জবানবন্দিতে স্বাক্ষরও করি।

আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ঐ দিন পুলিশ আমাকে ডাকে নাই। গাড়ির শব্দে ঘুম ভাঙ্গে। সাক্ষী হযরত আলী প্রতিবেশী। আমি বাড়ির বাইরে এসে পুলিশ দেখি।

পুলিশ মোবাইল উদ্ধারের কথা বলেছিল। ঐ দিনের পরে পুলিশ আমাকে ডাকে নাই। তবে পরে একদিন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এনেছিল। এর তারিখ বলতে পারব না।

আমি ঘটনার দিন একদিনই পুলিশের কাছে জবানবন্দি দেই।

আমি পুলিশের গাড়ির শব্দে ঘুম থেকে উঠি ওটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছি কীনা খেয়াল নাই।

পুলিশ লেখা লেখি করে বলে মোবাইল উদ্ধারের কথা এভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলি নাই।

সত্য নয় যে, পুলিশ আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়।

সত্য নয় যে, পুলিশ কী জব্দ করে তা আমি দেখি নাই।

জব্দকৃত মোবাইল বাড়িতে ব্যবহৃত হয় কীনা বলতে পারব না।

আসামি আত্মীয় নয়।

আমি ঠিকানার জায়গায় স্থায়ী বাসিন্দা।

আমার বড় ধরনের কোন রোগ নাই।

পুলিশ আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে যায়।

আদালতের সমন পেয়ে আমি এসেছি। সমন আছে।

পি.ডব্লিউ-১৫ মোঃ লিটন মিয়া জবানবন্দিতে বলেন,

পুলিশ যেদিন ছোঁয়া গাড়ি ধরে ঐ দিন আমি বদলি ষ্টাফ ছিলাম। পুলিশ গাড়িটি মধুপুরে রাত আনুমানিক ১/১.৩০ টার দিকে ধরে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমি কিছু বলি নাই। উক্ত একটি কাগজে স্বাক্ষর দেই।

রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করেন। রাষ্ট্র পক্ষের জেরাতে বলেন,

আসামি ছবর আলী আমার পিতা। আমি ২৮/০৮/২০১৭ তারিখে ছোঁয়া পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) বদলি ষ্টাফ হিসেবে ছিলাম।

সত্য নয় যে, আমি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলি ছোঁয়া গাড়িতে আসামি জাহাঙ্গীর, শামীম, আকরাম রূপাকে ধর্ষণ করে এবং উক্ত তিনজন আসামি সহ আসামি হাবীব ও আমার পিতার গেদু রূপাকে ধর্ষণ করে মধুপুরের ২৫ মাইল ফেলে দেয়।

সত্য নয় যে, আসামি ছবর আলী পিতা হওয়ায় এবং অন্যান্য আসামিরা তর সহকর্মী হওয়ায় তাদের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

আসামিরা সবাই ছোঁয়া পরিবহনের ষ্ট্যাফ।

সত্য নয় যে, আসামিদের রক্ষার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দেয়া জবানবন্দির কথা স্বীকার করছি না।

সত্য নয় যে, আমি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সকল ঘটনার কথা বলেছি।

আসামিপক্ষ তাকে জেরা করে নাই।

পি.ডব্লিউ-১৬ ডাঃমোঃ সাইদুর রহমান খান জবানবন্দিতে বলেন,:

আমি টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে RMO হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় গত ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে কনষ্টেবল (৭১৫) মোঃ মাহবুবুর রহমানের উপস্থাপন মতে অজ্ঞাতনামা

একজন মহিলার (বয়স আনুমানিক ২০ বছর) লাশের ময়নাতদন্ত করি। তার লাশ ১২.০০ টায় পাই। দুপুর ২.০০ টায় ময়না তদন্ত করি।

লাশে নিম্ন লিখিত injury পাইঃ-

Splint lacerated injury ($2\frac{1}{2}$” X$\frac{2}{3}$” X bone fracture) in occipito parietal region of left side of head.

Splint lacerated injury measuring (1” X $\frac{1}{3}$” X skull bone) in occipito parietal area of left side.

Massive abrasionin lower back of left side.

Multiple abrasion in right hand from elbow to finger, in left feet and ankle area and sole.

Scalp lacerated injury and clotted blood found under it.

Skull fractured in occipital bone (left side) and posterior portion of parietal bone (left side).

Brain was injured and one epidural haematoma (3” X $2\frac{1}{2}$”) found in occipito parietal area of brain.

Uterus-small, empty, healthy. External genitalia-labia majora and minora separated, vaginal opening dilated, posterior rommisure congested.

Deep dessection done and mentioned columnwise. Left side of occipito parietal bone found fracture. One haematoma (3” X $2\frac{1}{2}$”) found in occipito-parietal area of Brain (left side). Highly vaginal swab preserved and sent for spermatozoa and DNA test. Four teeth preserved and sent for DNA test.

আমরা DNA পরীক্ষায় ফলাফলের জন্য মতামত Pending রাখি।

আমরা লাশটি পাই অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ির GDE NO. 504 date 25.08.2017 মূলে।

পরবর্তীতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার চিঠির প্রেক্ষিতে injury এর ভিত্তিতে আমরা ১১/০৯/২০১৭ তারিখে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করি। এ সময় ডিসিসডের পরিচয় সনাক্ত হয়। সে ছিল রূপা খাতুন আমরা ময়নাতদন্ত রিপোর্টের ১১ নং কলামের injury এর ভিত্তিতে opinion দেই।

Final opinion-In our opinion death was due to shock and haemorrhage resulting from above mentioned injuries which was antemortem and homicidal in nature. There was sign of recent forceful sexual intercourse in genitalia.

১১/০৯/২০১৭ তারিখে ময়না তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করি। তাতে আমি ছাড়াও আমার সহকর্মী বোর্ডের অন্য সদস্য ডা:মো: আব্দুস সোবহান স্বাক্ষর করেন। এতে টাঙ্গাইলের সিভিল সার্জন প্রতি স্বাক্ষর করেন। আমি এদের স্বাক্ষর চিনি।

আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

পোষ্ট মর্টেমের জন্য দুইটি ফরম পূরণ করি। একটির নম্বর ৩৭ অন্যটির নম্বর ৫২।

৩৭ নম্বর ফরমটি চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জন্য ব্যবহার করি। এতে আমি মামলার রেফারেন্স দিয়েছি। এতে কেন দুটি ফরম ব্যবহার করেছি তার কোন ব্যাখ্যা দেই নাই।

ময়না তদন্তের জন্য দুই সদস্যের বোর্ড করা হয়। এটা বছরের শুরুতেই করা হয় স্থায়ীভাবে। সদস্যদের বদলী না হওয়া পর্যন্ত। কত তারিখের কোন স্মারক মূলে এই বোর্ড গঠিত হয়েছিল মনে নাই।

আমরা সুরতহাল প্রতিবেদন এবং লাশ চালান রির্পোটি পর্যালোচনা করি।

সুরতহাল প্রতিবেদনের পিছনের ৩নং টেবিলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কথাটি কেটে ভিন্ন হাতে ভিন্ন কালিতে মৃত্যুর কারণ অজানা লেখা আছে।

মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাইবার ফরমেও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কেটে ভিন্ন হাতে ভিন্ন কালিতে মৃত্যুর কারণ অজানা লেখা আছে।

আমি ময়না তদন্ত করার সময় উপরিউক্তবিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরীকারী পুলিশ অফিসার আমাকে বলেন, তিনি নিজে এটা লিখেছেন।

লাশ চালান ফরমে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরীকারী অফিসারের নাম লেখা নাই, তবে তার স্বাক্ষর আছে।

উপরিউক্তবিষয়ে আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট কোন ব্যাখ্যা চাই নাই।

সুরতহাল প্রতিবেদন এবং লাশ চালান ফরমের লেখা কাটাকাটির বিষয়টি ময়নাতদন্ত রির্পোটে উল্লেখ করি নাই।

চূড়ান্ত ময়না তদন্ত রিপোটটিতে প্রেরণের দিন ও ক্ষণ $\frac{25-08}{17}$ 23:45 লিখেছি চালান অনুযায়ী।

এরপরে লাশ কাটা মর্গে আনয়নের দিনও ক্ষণ $\frac{26-08}{17}$ 12:00 টা লেখা আছে।

লাশ পাঠানোর ১২-১৫ ঘন্টা পরে আমরা officially তা বুঝে পাই।

চালান মূলে দেখি লাশটি ৬০ কি:মি: দূর থেকে টেম্পো যোগে আনা হয়েছে।

এই অনাকাঙ্খিত বিলম্বের ব্যাখ্যা আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট চাই নাই।

Occipital মানে মাথার খুলির পিছনের অংশ।

Scalp মানে খুলির উপরে মোটা চামড়া।

Skull মানে মাথার খুলি।

সুরতহালে প্রতিবেদনের কোন কলামেই যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের আলামতের উল্লেখ নাই।

সুরতহাল প্রতিবেদনের জখমের বর্ণনায় কাধ, পিট, পেট, বুক স্বাভাবিক লেখা আছে। কোন মল বা বির্য বাহির হয় নাই লেখা আছে।

সুরতহাল প্রতিবেদনে নখের আচঁড়, দাতের কামড়ের উল্লেখ নাই, ময়নাতদন্ত রিপোর্টেও নখের আঁচড়, দাগের কামড়ের উল্লেখ নাই। এটা পাওয়া যায় নাই।

DNA পরীক্ষার জন্য High Vaginal Swab প্রেরণ করি। DNA রিপোর্ট পাওয়ার জন্য ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে আমরা মতামত প্রদানে বিরত থাকি। পরে DNA রিপোর্ট না পেয়েই আমি ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করি।

DNA রিপোর্ট ছাড়াই কেন ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেই তা এতে ব্যাখ্যা করি নাই।

পরে আমি DNA রিপোর্ট সম্বন্ধে অবগতও হই নাই।

DNA report Pending থাকাবস্থাতেই তদন্তকারী কর্মকর্তা আমাকে ময়না তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য চিঠি দেন।

তখন আমি যে সব injury নোট করেছিলাম তার এর ভিত্তিতে opinion দেই ।

আমার প্রথম ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে ভিকটিমের নাম ছিল না। শুধু জিডিই নম্বর। তবে চূড়ান্ত ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে ভিকটিমের নাম এবং মামলার নম্বর দিয়েছি। এসব আমাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা সরবরাহ করে।

ময়না তদন্ত প্রতিবেদনের ১১ নং কলামে Labia Majora and Minora age, sexual labit, infection হরমোন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

আমি ডোমের সহায়তায় ময়না তদন্ত সম্পন্ন করি। আমি ঐ ডোমের নাম প্রতিবেদনে লিখি নাই।

আমাদের হাসপাতালে ফরেনসিক বিভাগ নাই। আমি আবাসিক মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি। আমার কাজ চিকিৎসা সেবা তদারকি করা। প্রতিবেদনে আমার নামীয় সিল আছে। ফরেনসিকের বিষয়ে MD Diploma, FMCPS কোর্স আছে। আমার এ বিষয়ে কোন ডিগ্রি নাই। তবে আমার Post granduation ডিগ্রি আছে।

সত্য নয় যে, কোন লক্ষণ এবং ধরণ না থাকা সত্বেও তদন্তকারী কর্মকর্তার চাহিদা মতে পি.এম এর Opinion there was sing of recent forceful sexual intercourse in genitalia

সত্য নয় যে, আমি যথাযথভঅবে ময়না তদন্ত করি নাই।

<u>পি.ডব্লিউ-১৭ কিশোর সাহা জবানবন্দিতে বলেন,</u>

গত ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ রাত আনুমানিক ১০.৩০ -১০.৪৫ টায় সংবাাদকিক এম.এ রউফের সাথে ঘটনাস্থল ২৫ মাইলের সুমী নার্সারীর সামনে যাই। ওখানে একজন যুবতী মেয়ের

লাশ পড়ে থাকতে দেখি। পুলিশ লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি।

আমি দারোগার কাছে স্বাক্ষর দিয়েছি।

<u>আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,</u>

আমি সুপারির ব্যবসা করি। আমার এবং রউফ সাহেবের বাড়ির মাঝে দূরত্ব $\frac{1}{2}$ কি:মি:। মধুপুর হাট খোলায় আমার সুপারির আড়ত আছে। আড়ত থেকে ২৫ মাইল আনুমানিক ৭ কি:মি: দূরে।

আমি লেখা কাগজে স্বাক্ষর দেই।

সত্য নয় যে, আমি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করি।

আজ রউফ সাহেব আদালতে আসতে পারে। তবে আমি একা এসেছি।

সত্য নয় যে, আমি পুলিশের কথায় সাদা কাগজে স্বাক্ষর করি।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

<u>পি.ডব্লিউ-১৮ মো: আবদুল মান্নান জবানবন্দিতে বলেন,</u>

আমি গত ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে জলছত্র বাজারে থাকার সময় শুনি ২৫ মাইল সুমী নার্সারীর সামনে একটি মেয়ের লাশ পড়ে আছে। তখন ওখানে আমি যাই। পুলিশ লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি। আমি দারোগার কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি।

<u>আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,</u>

আমি জলছত্র বাজারে ব্যবসা করি। পেপে, আনারসের। আরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ি জলছত্র বাজার সংলগ্ন। আমি এসব ঢাকা পাঠাই।

জলছত্র বাজারের পাশে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়ক উত্তর দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণে মধুপুর, উত্তরে-ময়মনসিংহ। জলছত্র বাজারের দক্ষিণে কাকরাইদ বাজার।

সত্য নয় যে, কাকরাইদ বাজারের সামান্য উত্তরে সুমী নার্সারী।

সত্য নয় যে, ২৫ মাইলের উত্তরে সুমী নার্সারী নাই।

সত্য নয় যে, আমি ফাঁড়িতে গিয়ে পুলিশের কথায় স্বাক্ষর করি।

আমি স্বাক্ষরের নীচে তারিখ দেই নাই।

<u>পি.ডব্লিউ-১৯ আবদুল হান্নান জবানবন্দিতে বলেন,</u>

আমি ৩০/০৮/২০১৭ তারিখ মধুপুর বনে ডিউটি করাকালীন কাইয়ুম স্যারের নেতৃত্বে টেলকীর জবা মিয়ার কলাবাগান থেকে আসামিদের দেখানো মতে একটি চিরুনী, একটি আয়না, একটি বৃদ্ধ লোকের সাথে একটি মেয়ের ছবি সহ একটি বিস্কুট রং এর ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করি। ঘটনাস্থলে জব্দ তালিকা করা হয়। আমি তাতে স্বাক্ষর করি।

আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি।

আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি যে সিসি মূলে বনে ডিউটি করছিলাম তার নম্বর মনে নাই।

ঘটনার সময় আমি এবং কাইয়ুম স্যার একই ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলাম।

কাইয়ুম স্যার আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

সত্য নয় যে, আমি উধ্বর্তন কর্মকর্তার নির্দেশেস্বাক্ষর করি।

সত্য নয় যে, আমি ভ্যানিটি ব্যাগ আয়না চিরুণী, ছবি, উদ্ধার করি নাই

পি-ডব্লিউ-২০ মোঃ মাহবুবুর রহমান জবানবন্দিতে বলেন,

আমি ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ মধুপুর থানার অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলাম। ঐ তারিখ রাত অনুমানিক ১১:০০/১১:৩০টার দিকে খবর পাই যে, পঁচিশমাইলের সুমী নার্সারির পূর্ব পাশে একটি লাশ পাওয়া গেছে। তখন আমি ওখানে গিয়ে একজন মহিলার লাশ পাই। পরে আমি ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ টেম্পোযোগে লাশ নিয়া ২৩.৪৫ টায় টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ২৬/০৮/২০১৭ তারিখ ভোর আনুমানিক ৬.২৫ টার দিকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পৌঁছি। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১২.০০টার দিকে লাশ ময়না তদন্তের জন্য হস্তান্তর করা হয়। ময়না তদন্ত শেষে লাশের পরিচয় না পাওয়ায় আনজুমান মুফিদুলের মাধ্যমে ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। আমরা দাফন শেষে ঐ টেম্পোযোগেই মধুপুর ফিরে যাই।

আলামত হিসাবে ডিসিসডের পরনের হালকা গোলাপী কামিজ এবং সাদা রংয়ের কাটা ছেঁড়া সালোয়ার জব্দ করে জব্দ তালিকা করা হয়। আমি এতে স্বাক্ষর করি।

আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দেই। তার কাছে ভোর ৬.০০টায় মর্গে হাজির হওয়ার কথা বলেছি। দুপুর ১২.০০ টায় লাশ মর্গে প্রেরণ করা হয়, তখন আমার সাথে তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিল। আমাকে একটি মফস্বল সি.সি প্রদান করা হয়। এর নম্বর মনে নাই। এই সিসি আই/ও কে দিয়েছি। এই নম্বরের কথা আই/ও কে বলি নাই।

আমার সাথে টেম্পোচালক জয়নাল আবেদীন ছিল। এছাড়া মামলার এজাহারকারী আমিনুল ইসলামও ছিলেন।

লাশের চালান ফরমের ৯নং ‘‘কলামে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে’’ লেখা ছিল। পরে বলেন, ‘‘এটা কেটে স্বাক্ষর দেয়া হয়েছে। এতে আমি স্বাক্ষর করি নাই’’। ‘‘ধারালো অস্ত্রের আঘাতে’’ লেখার সাথে ফরমের অন্য লেখা এবং কালি একই।

সত্য নয় যে, পরবর্তীতে ভিন্ন হাতে ভিন্ন কালিতে মৃত্যুর কারন অজানা লেখা হয়।

সত্য নয় যে, মৃত্যুর কারন অজানা পরবর্তীতে সংযোজন করা হয়।

ফরমের শেষ কলামে কামিজ ও সালোয়ার ছেঁড়া এবং রক্ত মাখা লেখা নাই। মফস্বল সি.সি মূলে আমি লাশটি মর্গে পৌঁছাই।

সত্য নয় যে, আমি মৃতদেহটি সরাসরি হাসপাতালে না নিয়া থানায় নিয়ে যাই।

সত্য নয় যে, দীর্ঘ সময় লাশটি থানায় রেখে হাসপাতালে নেই।

সত্য নয় যে, লাশটি হাসপাতালের উন্মুক্ত স্থানে রাখি।

সত্য নহে যে, আমি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করি নাই।

পি-ডবিউ-২১ মোঃ গোলাম কিবরিয়া, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল জবানবন্দিতে বলেন,

আমি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে টাঙ্গাইলে কর্মরত থাকাবস্থায় মধুপুর থানার মামলা ২৪ তারিখ ২৬-০৮-২০১৭ দন্ডবিধির ধারা ৩০৭/৩০২/২০১/৩৪ মামলার আসামি আকরামের দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় রের্কড করি। আমি আসামিকে আমার হেফাজতে নিয়ে তাকে দোষস্বীকারোক্তির ফলাফল জানাই। তাকে ৩ ঘন্টা সময় দেই চিন্তা ভাবনা করার জন্য। আসামি ৩ ঘন্টা পরে স্বেচ্ছায় দোষস্বীকার করলে তা বিধিমত রের্কড করি। আসামির দোষস্বীকারোক্তি ৬ পৃষ্টায় রের্কড করি। রের্কড শেষে আসামি দোষস্বীকারোক্তিতে টিপস্বাক্ষর দেয়। আমিও এতে স্বাক্ষর করি।

এছাড়া আমি ৩০-০৮-২০১৭ তারিখে সাক্ষী লিটন মিয়ার, ১৭-০৯-২০১৭ তারিখে সাক্ষী হযরত আলী এবং সাক্ষী রুবেলের জবানবন্দি ১৬৪ ধারায় রের্কড করি। এতে সাক্ষী তিনজনের এবং আমার স্বাক্ষর আছে।

আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি ২০০৯ সনের Cr.R&O সম্বন্ধে জানি। এর ৭৯ এবং ৮০নং বিধিতে রের্কডের কথা বলা আছে। Cr.R&O এর বিধান মোতাবেক ৪৫নং ফরমে দোষস্বীকারোক্তি করা লাগে কীনা বলতে পারবো না।

আমি যে ফরমে রের্কড করি তাতে provision of section 24 to 28 of Indian Evidence Act লেখা আছে।

আমি ২০০৯ সনের Cr.R&O এর বিধি মোতাবেক দোষস্বীকারোক্তি কেন রেকর্ড করতে পারি নাই তার ব্যাখ্যা আমি দেই নাই। আমি ফরমে জি, আর নম্বর উল্লেখ করি নাই।

রের্কডের ১নং কলামের accused আকরামের লেখার উপরে ব্রাকেটে মোট ৬পৃষ্ঠায় আসামির স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি বিধি মোতাবেক লিপিবদ্ধ করা হলো লিখেছি।

আসামি আকরাম is brought by কাইয়্যুম খান সিদ্দিকী লেখা আছে। কাইয়্যুম তদন্তকারী সংস্থার পুলিশ। কাইয়্যুম খানের আগে ''মোঃ আমিনুল ইসলাম এস.আই'' কেটে অনুস্বাক্ষর দেন। এছাড়া এর নীচেও আমিনুল ইসলামের নাম কেটে লিখেছি।

১৬৪ এর আগে আমি জুডিসিয়াল রের্কড দেখেছি। আমি জেনেছি যে, মোঃ আমিনুল ইসলাম মামলার এজাহারকারী।

রেকর্ডের ১০নং কলামে লিখেছি আসামিকে সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে পাঠাই। এই সময় order sheet তৈরী করি।

মোঃ শামসুল আলম নামে আমাদের একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। তিনিও এই মামলায় একজন আসামির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি ঐ দিন রেকর্ড করেন।

মোঃ শামসুল আলম ঐ দিন রাত ৮.০০টা পর্যন্ড় একজন আসামির দোষস্বীকারোক্তি রের্কড করেন কীনা জানি না।

২৯-০৮-১৭ তারিখের ৩নং আদেশে শামসুল আলমের আসামি জাহাঙ্গীরের দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডের কথা আছে।

ঐ তারিখের সর্বশেষ ৫ নং আদেশে আমার আসামি আকরামের দোষস্বীকারোক্তির রেকর্ডের কথা আছে।

ঐ তারিখের ৪নং আদেশে আমিনুল ইসলামের আসামি শামীমের দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডের কথা আছে।

তিনজন আসামির দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করার জন্য খন্ড নথি করা হয় নাই। আসামি আকরামকে ২৯-০৮-১৭ তারিখ দুপুর ১২.০০টায় আমার খাস কামরায় আনা হয়। দোষস্বীকারোক্তি ফরমের ২নং পাতায় I was sent to you from (e) কলামটি যথাযথভাবে আসামির ভাষায় লিখেছি। তবে এই কলামে at লেখা না থাকায় সময় লিখি নাই।

আমি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে CR. G.R Case আমলী আদালতসহ সব কাজ করি।

সত্য নয় যে, আমি ২৯-০৮-২০১৭ তারিখ এজলাশে ছিলাম।

আমি প্রতিদিন ৩০/৩৫ টি মামলার বিচার কাজ করি।

আমি দোষস্বীকারোক্তির ১নং কলামে মেমো নম্বর লেখি নাই। আমি দোষস্বীকারোক্তি এজলাসে না করে কেন খাসকামরায় করি তার ব্যাখ্যা দেই নাই।

ফরমের প্রথম পৃষ্ঠায় signature of Magistrate এর কোন কলাম নাই accused এর কোনও স্বাক্ষরের কলাম নাই। তা সত্বেও আমার এবং এই আসামির স্বাক্ষর/টিপসহি ও লিং বং আছে।

ফরমের ২নং পৃষ্ঠায় যাওয়ার আগে আসামিকে নিজ হেফাজতে লিপিবদ্ধ করি।

অফিস সময়ের পরে ৪.০০টা থেকে ৬.৪৫ পর্যন্ড় কে নিরাপত্তা দিয়েছে তা উল্লেখ করি নাই।

ফরমের ২নং পৃষ্ঠার ৩নং কলামে আসামিকে কোথায় (waitin) চিন্ড়ভাবনা করার জন্য রাখি তা উলেখ করি নাই।

৪নং কলামে above named এর স্থানে ৩নং কলামের বেলাল উদ্দিনের নাম লিখি নাই।

এই আসামি ছিল নিরক্ষর।

৫নং কলামে ৫টি প্রশ্ন আসামিকে বাংলায় বুঝিয়ে বলেছি।

সত্য নয় যে, আমি ৫নং কলামের ৫টি প্রশ্ন আসামিকে বাংলায় বুঝিয়ে বলি নাই।

ফরমের ৩নং পৃষ্ঠার ৬নং কলামে আমি, আসামিকে রাজসাক্ষী করা হবে কীনা কোন প্রশ্ন করি নাই।

সত্য নয় যে, আসামিকে প্রলুব্ধ, প্রলোভন, স্বীকারোক্তির চূড়ান্ড় পরিনতি কী হতে পারে বলি নাই।

৭নং কলামে the statement of এর পরে নাম লিখি নাই। এতে occupation ও আমি পূরণ করি নাই।

আমি ৭নং কলাম কখন শুরু করেছি লিখি নাই। এই পৃষ্ঠায় ম্যাজিস্ট্রেট এবং accused এর স্বাক্ষরের কোন কলাম নাই।

আমি ৩নং পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত পাতার ৩ এর বাই নম্বর লিখি নাই তবে ৪/৫/৬ লিখেছি।

ফরমের 4নং পৃষ্ঠায় বাম পাশের আসামির টিপসহি নিলেও এখানে তার স্বাক্ষরের কোন কলাম নাই।

4নং পৃষ্ঠার ৮নং কলামের মর্মমতে আসামির সমস্ড় শরীর(গোপনাঙ্গ সহ) দেখি নাই।

সত্য নয় যে, আসামি আমার কাছে নির্যাতনের কথা বলেছিল।

সত্য নয় যে, আসামি তার পা ফেটে যাওয়ায় পায়ুপথে ইনজুরির কথা এবং তাকে ৪ ঘন্টা উল্টোভাবে ঝুলিয়ে রাখার কথা সহ চিকিৎসার কথা বলেছিল।

আমি জি.আরও পুলিশের মাধ্যমে আসামিকে কারাগারে পাঠাই।

থানা থেকে আসামিকে আনার পরে কোর্টের হাজতখানায় তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। আসামিকে কোর্ট হাজতে কয়বার গ্রহণ করা হয় তা আমি তদন্ড় করি নাই।

মামলার রেকর্ডপত্র সংশ্লিষ্ট জি.আরও আমার কাছে আনে।

আসামিকে কোর্টের পুলিশ আমার কাছে উপস্থাপন করে।

আমার কাছে আসামিকে কাইয়ুম সাহেব এনেছিলেন।

আসামিকে কখন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করা হয় তা বলতে পারবো না। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আসামি দোষস্বীকারের কথা বলেছিল এরকম কোন আদেশ অমি দেখি নাই।

ফরমের অতিরিক্ত ৫নং পাতায় স্বীকারোক্তির নীচে আসামির টিপসহি আছে। তবে লিং বং পাশে লেখা আছে। টিপসহির নীচে লিং বং লেখা নাই।

এই মামলার বাদী এবং তদন্ড়কারী কর্মকর্তা একই থানার পুলিশ।

আমি পত্রিকা পড়ি। সময় সুযোগমত টিভি নিউজ দেখি। র"পা হত্যা বিষয়ে সংবাদ এবং টিভিতে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে।

সত্য নয় যে, আসামি আকরাম আমাকে বলেছিল তাদের গাড়িতে ঘটনা ঘটে নাই।

সত্য নয় যে, পুলিশ তার অবহেলা ঢাকার জন্য আসামিদেরকে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে।

পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা দেয়।

সত্য নয় যে, নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সাথে ভালো সম্পর্ক হওয়ায় তাদের ফরমায়েশিমতো এই স্বীকারোক্তি রেকর্ড করি।

তিনজন সাক্ষীর ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রেসক্রাইব ফরমে রেকর্ড করি নাই।

যে কাগজে রেকর্ড করি তা বিধিসম্মতভাবে বিজি প্রেস থেকে ছাপানো নয়।

তিনজন সাক্ষীর ফরোয়ার্ডিং এ সাক্ষীরা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ড়, gainover এবং ভাসমান উল্লেখ নাই।

সত্য নয় যে, দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডে যে গভীর মনোনিবেশ করার কথা তা করি নাই।

সত্য নয় যে, আমি Cr.PC ১৬৪/৩৬৪ ধারায় এবং Cr.R&O এর বিধানমতে দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করি নাই।

পি-ডবিউ-২২ মোঃ আমিনুল ইসলাম, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দিতে বেলন,

আমি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে টাঙ্গাইলে কর্মরত থাকাবস্থায় ২৯-০৮-১৭ তারিখে আসামি মোঃ শামীমের দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ৮ পৃষ্ঠায় বিধি সম্মতভাবে রের্কড করি।

আসামি বুঝে শুনে দোষস্বীকারোক্তি করে রেকর্ডের পরে আসামি তাতে ৭টি স্বাক্ষর দেয়। আমিও তাতে স্বাক্ষর করি।

আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

সত্য নয় যে, before মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং সূত্র এক হাতে লেখা নয়।

দোষস্বীকারোক্তির ২নং পাতায় দুপুর ২.০০ লেখা আছে। I was sent to you from(e) মধুপুর থানা লেখা আছে।

মধুপুর থানা থেকে টাঙ্গাইল কোর্ট কত দুর সঠিক বলতে পারবো না। তবে ৬০/৬৫কিঃমিঃ হতে পারে। গাড়ীতে ১/$1\frac{1}{2}$ ঘন্টা লাগে কীনা জানা নাই।

আমি বিচারিক আদালতে প্রতিদিন ৩০/৩৫টি মামলা করি। আমার কোর্টে অনেক সাক্ষী হয়।

আসামি শামীমকে আমার নিকট দুপুর ২.০০টায় উপস্থাপন করা হয়।

আসামি কখন কোর্ট হাজতে আনা হয় আমি তদন্ড় করি নাই।

সত্য নয় যে, আমি প্রতিদিন ২/২.৩০ টা পর্যন্ড় এজলাশে থাকি।

এজলাশে না করে কেন খাস কামরায় দোষস্বীকারোক্তি রের্কড করি এর ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ না থাকায় আমি দেই নাই।

স্বীকারোক্তির প্রথম পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরের কোন কলাম নাই। তার পরেও আমি এবং আসামির স্বাক্ষর নিয়েছি।

আসামির সাথেই মামলার নথি, ফরোয়ার্ডিং আমার কাছে আনা হয়। ঐ দিন ৬.৪৫ টা পর্যন্ড় আসামি আমার কাছে ছিল।

আসামিকে কারাগারে প্রেরনের কথা আদেশে আছে।

২৯-০৮-২০১৭ তারিখের ৪নং আদেশ আমার।

আমার আগে রাত ৮.০০ পর্যন্ড় মামলার রেকর্ড ম্যাজিস্ট্রেট শামসুল আলমের কাছে ছিল কীনা বলতে পারবো না।

আমার আগে এই রেকর্ডে ৩নং আদেশ কে দেয় বলতে পারবো না।

এই মামলায় খন্ড নথি খোলা হয়েছিল কীনা বলতে পারবো না।

আমি ৪নং আদেশ দেয়ার আগে আগের আদেশ দেখি নাই।

আমি দোষস্বীকারোক্তির ২নং পাতায় ৪নং কলামে above named এ কারো নাম লিখি নাই।

আমি জেনেছি আসামি বাসের হেলপার।

৫নং কলামটি আমি আসামিকে বাংলায় বুঝিয়ে দেই, তবে এর নোট নাই।

২নং পাতায় ৫নং কলামে accused এর স্বাক্ষরের কোন কলাম নাই। তার পরেও এই পাতায় আসামির একটি স্বাক্ষর আছে।

৩নং পাতায় ৬নং কলামের মর্মমতে আমি আসামিকে শারীরিক নির্যাতন, ভয়ভীতি প্রলোভনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

ফরমের 4নং পৃষ্ঠায় ৮নং কলামে বিধিমতে গোপনাঙ্গ দেখি নাই। তার কথামতো আমার মনে হয়েছে এর দরকার নাই।

আসামির পায়ের পাতা, গোপনাঙ্গ দেখার কোন নোট নাই।

সত্য নয় যে, আসামি আমাকে ব্যাপক নির্যাতনের কথা বলে তার চিকিৎসার কথা বলেছিল।

আমি দুপুর ২.০০টায় আসামি উপস্থাপনের পরেই তার স্বীকারোক্তি রেকর্ডের প্রক্রিয়া করি।

ফরমের ৩নং পৃষ্ঠার পরে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা নম্বর ৩ এর সিরিজ করি নাই।

অতিরিক্ত ৫ ও ৬ নং পৃষ্ঠায় নীচে আসামির স্বাক্ষর নাই, তবে পাশে আছে। এই দুই পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর নাই।

৭নং পৃষ্ঠায় আসামির স্বাক্ষরের নীচে একটি আন্ডারলাইন আছে।

সত্য নয় যে, পুলিশ আমার হেফাজতে থাকার সময় এসব কাগজে আসামির স্বাক্ষর নিয়েছি।

সত্য নয় যে, বিচারিক মনোভাব না নিয়ে আমি একটি ফরমায়েশি প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেছি।

সত্য নয় যে, আমি আসামির ভাষায়(ময়মনসিংহের) দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করি নাই।

সত্য নয় যে, পুলিশের সরবরাহকৃত ১৬১ দেখে আমি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেছি।

সত্য নয় যে, আমি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪, ৩৬৪ ধারা এবং Cr.R&O বিধি অনুসরণ করি নাই।

<u>পি-ডব্লিউ-২৩ মোঃ শামসুল আলম, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দিতে বলেন,</u>

আমি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে টাঙ্গাইলে কর্মরত থাকাবস্থায় মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশমতে ২৯-০৮-২০১৭ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা কাইয়ুম খান আসামি মোঃ মো: জাহাঙ্গীর আলমকে আমার নিকট হাজির করেন।

আমি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামির দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে বিধিবদ্ধ ফরমে লিপিবদ্ধ করি। বিধিবদ্ধ ফরমে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অতিরিক্ত ১টি পৃষ্ঠায় রেকর্ড করি। রেকর্ডকৃত দোষস্বীকারোক্তি আসামি সঠিক বলে স্বীকারে এতে ৭টি স্বাক্ষর করি। আমি এতে ৭টি স্বাক্ষর দেই।

এছাড়া আমি ৩০-০৮-২০১৭ তারিখে আসামি মোঃ ছবর আলীর দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি বিধি মোতাবেক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করি। স্বীকারোক্তি নির্দিষ্ট ফরমে সংকুলান না হওয়ায় অতিরিক্ত ১টি পৃষ্ঠায় রেকর্ড করি। রেকর্ডকৃত দোষস্বীকারোক্তি আসামিকে পড়ে শোনানো হলে সে তা সঠিক মর্মে স্বীকার করে এতে ৬টি স্বাক্ষর দেয়। আমিও তাতে ৬টি স্বাক্ষর করি।

<u>আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,</u>

আমি আসামি জাহাঙ্গীরের দোষস্বীকারোক্তি কোন মামলায় নেই এর উল্লেখ মূল পাতায় নাই। অতিরিক্ত পাতায় আছে।

কাইয়্যুম সাহেব মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি কত নম্বর স্মারকমূলে আসামিকে আমার নিকট প্রেরণ করেন এটা দোষস্বীকারোক্তিমূলক ফরমে উল্লেখ নাই।

ফরমের ১নং কলামের ডি তে পদবী উল্লেখ নাই।

আমি দুটি দোষস্বীকারোক্তিতেই ঘটনা ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে লিখেছি, তবে কোন জায়গায় নাম লিখি নাই।

আমি দোষস্বীকারোক্তির কোথাও ছোঁয়া নামক গাড়ির নম্বর উল্লেখ করি নাই।

আমি সার্টিফিকেট দেয়ার আগে আসামিকে গাড়ির নম্বরের বিষয়ে প্রশ্ন করেছি, সে বলতে পারে নাই, তবে এটা লিখি নাই।

ফরমের প্রথম পৃষ্টায় রেকর্ডকারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং আসামির স্বাক্ষরের কলাম নাই। তারপরেও আমরা স্বাক্ষর করেছি।

আমি ১নং পাতা পূরণ করে ২নং পৃষ্ঠায় গেছি। ১নং পৃষ্ঠায় আসামিকে নিজ হেফাজতে- ---------- লেখা আছে। আসামি ছবর আলীর দোষস্বীকারোক্তির ২নং পৃষ্ঠায় ২নং কলামে I was detained Arrest এখানে আমি query করেছি। arrest করা হলেও আমি এতে টিক চিহ্ন দেই নাই।

I was sent to you from মধুপুর থানায় তারিখ লিখলেও এতে সময় উল্লেখ করি নাই।

4নং কলামে সারোয়ারের নাম উল্লেখ করি নাই।

২নং পৃষ্টায় আসামির স্বাক্ষরের কোন কলাম নাই। তারপরেও তাতে আসামির স্বাক্ষর নিয়েছি।

তিনি 5নং কলামের ইংরেজি প্রশ্ন বাংলায় আসামিদেরকে মৌখিকভাবে বুঝিয়েছি, তবে এর কোন নোট দেই নাই।

সত্য নয় যে, আমি আসামিদের এটা মৌখিকভাবে বলি নাই।

6নং কলামের 6B তে ill treatment সর্ম্পকে আসামিদের মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করেছি।

সত্য নয় যে, আসামি আমাকে বলেছিল পুলিশ তাদের অকথ্য নির্যাতন করে কিছু কাগজে স্বাক্ষর নিয়েছে তাদের চিকিৎসা প্রয়োজন।

7নং কলামে দোষস্বীকারোক্তি কখন লেখা শুর" করেছি তার উল্লেখ নাই।

3নং পৃষ্ঠায় আসামির স্বাক্ষরের কলাম নাই।

4নং পৃষ্ঠায় মাঝখানে আসামির স্বাক্ষরের কলাম না থাকা সত্বেও তাদের স্বাক্ষর নিয়েছি।

আসামি মোঃ জাহাঙ্গীরকে আমার কাছে বিকাল ৪.০০টায় আনা হয়। তাকে আমি রাত ৮.০০টায় জেলা কারাগারে প্রেরণ করি।

আমাদের কোর্টের সময় ৯.৩০-৪.৩০টা পর্যন্ড়। তারপর আমি যদি থাকি তার নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনিক আদেশে ব্যবস্থা নেয়া আছে। এর জন্য আমি আলাদাভাবে কোন আদেশ দেই নাই।

অত্র মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ৩নং আদেশ আমার।

আসামির ফরোয়ার্ডিং এবং ১৬৪ ধারার ফরম ও নথি আমার কাছে নিয়া যাওয়া হয়। পরে ফরম পৃষ্ঠায় দোষস্বীকারোক্তি হলে আমার কাছে LCR আনলে আমি এতে আদেশ দেই। পরে বলেন, আমি আমার ষ্টাফ দিয়ে LCR আনি এবং পাঠাই। তবে এটা আমি কোন আদেশে উল্লেখ করি নাই।

আমি বিদ্যুত ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করায় আমার আলাদা setup আছে। বিদ্যুত ষ্টাফরা আমার সব আদেশ পালন করে। আমার আদেশে আরও স্টাফ আছে এরকম কোন কিছু লিখি নাই।

দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডের সময় কোন স্টাফ এখানে আসতে পারে না।

আসামি ছবর আলীর দোষস্বীকারোক্তি ফরমের ১নং পৃষ্ঠায় তারিখ কাটা ছেঁড়া করা আছে। আসামি ছবর আলীর স্বাক্ষর একেক পৃষ্ঠায় একেক রকম। আমি মোবাইল কোর্ট করি। ঐ সময় পুলিশ থাকে।

সত্য নয় যে, আমি বিচারিক মনোভাব নিয়ে ১৬৪ ধারায় দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করি নাই।

সত্য নয় যে, আমি পুলিশের দেয়া ১৬১ ধারায় জবানবন্দি দেখে ১৬৪ ধারায় দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করি।

আমি ফরমের ফটোকপিতে দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করি। তবে এর কোন কারণ উল্লে-খ করি নাই।

সত্য নয় যে, CrPC, Cr.R&O এর বিধান অনুসরণ করে দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করি নাই।

<u>পি-ডব্লিউ-২৪ র ̄পন কুমার দাশ, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দিতে বলেন,</u>

আমি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে টাঙ্গাইলে কর্মরত থাকাবস্থায় ৩০-০৮-২০১৭ তারিখে পরিদর্শক কাইয়্যুম সিদ্দিকী আসামি মোঃ হাবিব মিয়াকে উপস্থাপন করলে বিধি মোতাবেক তার দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করি।

মূল ফরমে জায়গা না হওয়ায় অতিরিক্ত আরও ২পৃষ্ঠায় তার দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করি। রেকর্ডকৃত দোষস্বীকারোক্তি আসামিকে পড়ে শোনানোর পরে সঠিক হওয়ায় আসামি এতে ৭টি স্বাক্ষর করে। আমিও তাতে ৯টি স্বাক্ষর করি।

<u>আসামি পক্ষের জেরায় তিনি বলেন,</u>

১৬৪ এর ফরমটি ফটোকপি। এর ২নং পৃষ্ঠায় ২নং কলামে সময় উল্লেখ করি নাই।

দুপুর ১.০০ টায় আমার কাছে আসামিকে হাজির করা হয়। আসামিকে কখন ছাড়ি ১০নং কলামে এর উল্লেখ করি নাই।

3নং কলামে wait in-এ জায়গায় নাম উল্লেখ করি নাই।

4নং কলামে except above named –এ কারো নাম উল্লেখ করেন নাই।

6নং কলামে 6(B) অনুযায়ী আসামিকে চিকিৎসা সংক্রান্ড় কোন প্রশ্ন করি নাই। আসামিকে রাজসাক্ষী করা হবে কীনা প্রশ্নও করি নাই।

1 ও 3 নং পৃষ্ঠায় আসামির স্বাক্ষরের কোন কলাম নাই।

1নং কলামে accused মোঃ হাবিব মিয়ার লেখার উপরে (আসামি মোঃ-------- ৬(ছয়) পৃষ্ঠা) লেখা আছে।

এই কলামে [আসামিকে নিজ হেফাজতে নিয়ে---- দোষ স্বীকারে সম্মত হয়] লেখা আছে।

05নং পৃষ্ঠার নীচে আমার এবং আসামির স্বাক্ষর নাই।

06 নং পৃষ্ঠায় আসামির স্বাক্ষর উপরে লাইন টেনে আসামির স্বাক্ষর আছে।

একই ফরোয়াডিংএ একই দিনে দুইজন আসামিকে দোষস্বীকারোক্তির জন্য আনা হয়।

সত্য নয় যে, ৩০-০৮-২০১৭ তারিখ যে সময় আমার কাছে আসামিকে দোষস্বীকারোক্তির জন্য আনা হয় তখন LCR অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ছিল।

সত্য নয় যে, CrPC এবং Cr.R&O এর বিধান মোতাবেক দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করি নাই।

সত্য নয় যে, আমি ফরমায়েশি দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করি।

<u>পি.ডব্লিউ- ২৫ আকতারুজ্জামান জবানবন্দিতে বলেন,</u>

আমেনা আমার স্ত্রী ছিল। ঘটনার গাড়ি ছোঁয়া পরিবহনের সে মালিক ছিল। ঐ গাড়ির রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩। ১৫/০৯/২০১৭ তারিখে আমার স্ত্রী একটি প্রত্যায়ন পত্র দেয়। এতে আমার স্ত্রীর স্বাক্ষর ছিল। আমার স্ত্রী আমেনা ০৫/১০/২০১৭ তারিখে মারা যায়।

<u>আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,</u>

আমার স্ত্রী এই প্রত্যায়ন পত্র কবে দেয় আমি জানি না। আমার স্ত্রী আমার সামনে এটা দেয় নাই। তবে এতে আমার স্ত্রীর স্বাক্ষর ঠিক আছে।

<u>পি.ডব্লিউ-২৬ মো: সাব্বির হোসেন জবানবন্দিতে বলেন,</u>

মৃত আমেনা আমার মা। আমার বাবার সাথে তার বিচ্ছেদের পরে তার আকতারুজ্জামানের সাথে বিয়ে হয়। ছোঁয়া গাড়িটির মালিক ছিলেন আমার মা। আমি এবং হৃদয় তার গর্ভজাত সন্তান। ১৫/০৯/২০১৭ তারিখের প্রত্যায়ন পত্রটি আমার মায়ের।

আসামিপক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমার মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকে আলাদা থাকি। আমার মা প্রত্যায়ন পত্রটি কবে করে দেয় আমি জানি না। সে আমার সামনে এটা দেয় নাই। আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর ঔরষেও একটি মেয়ে সানজিদার জন্ম হয়।

পি.ডব্লিউ-২৭ কাইয়ুম খান সিদ্দিকী জবানবন্দিতে বলেন,

আমি গত ২৭/০৮/২০১৭ তারিখে অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করে খসড়া মানচিত্র ও সূচিপত্র তৈরী করি। আলামত জব্দের চেষ্টা করি। সক্ষীদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি।

আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা করি। গুপ্তচর নিয়োগ করি। ভিকটিমের পরিচয় জানার জন্য এজাহারকারী আগেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছবি পাঠায়, আমি এর নোট রাখি।

গুপ্তচরের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গাড়ি এবং আসামি আটক করার জন্য মধুপুর বাসষ্ট্যান্ডে অবস্থান নেই। ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে রাত ১.৩৫ টায় ছোঁয়া গাড়িটি আটক করি এবং গাড়ির চালকের আসনে থাকা হেলপার শামীম এবং হেলপার মোঃ জাহাঙ্গীর ও হেলপার লিটনকে আটক করি। ঘটনাস্থলেই একটি জব্দ তালিকা করে সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেই।

থানায় আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদে আসামি শামীমের তথ্য অনুযায়ী ঐ রাতেই তার বাড়ি মুক্তাগাছা, নন্দীবাড়ি যাই। ভোর ৩.৩৫ টায় ঐ আসামির বাড়ি থেকে ডিসিসডের Symphony ফোন উদ্ধার করি। ঘটনাস্থলেই জব্দ তালিকা করে সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেই।

এরপরে অন্য আসামিদের গ্রেফতারের জন্য ময়মনসিংহের কোতয়ালী থানায় মির্জাপুর গ্রামে গিয়ে ভোর ৫.০০ টায় হেলপার আকরামকে আটক করে মধুপুর থানায় উদ্দেশ্যে রওনা হই। আসামিদের থানা হেফাজতে রাখি।

ডিসিসড এর লাশ কবর থেকে উত্তোলন করে পারিবারের কাছে হস্তান্তরের জন্য ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করি।

আসামিরা স্বেচ্ছায় দোষস্বীকার করার কথা বললে তাদের বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট উপস্থাপন করি ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে। এইদিন আসামি শামীম, আকরাম এবং মোঃ জাহাঙ্গীর দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়।

আসামিদের কোর্টে প্রেরণ করে আমি ঘটনাস্থলে যাই। আমি গুপ্তচরের দেয়া তথ্য অনুযায়ী মধুপুরের টেলকী এলাকা থেকে সন্ধ্যা ১৮.০৫ টায় আসামি ড্রাইভার হাবীব ও সুপার ভাইজার গেন্দুকে আটক করে থানায় নিয়ে আসি।

৩০/০৮/২০১৭ তারিখ সকালে ঐ দুই আসামির দেয়া তথ্য অনুযায়ী সকাল ৮.১০ টায় টেলকী বাজারের পূর্বপাশে জবে মিয়ার কলাবাগানের পাশের জঙ্গল থেকে আসামি ড্রাইভার হাবীব এর দেখানো মতে ডিসিসড রূপার ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করি। ভ্যানিটি ব্যাগে একটি

ছোট আয়না, চিরুনী এবং তার সাথে একজন বৃদ্ধ লোকের একটি ছবি ছিল। আমি ঐ জায়গায়টিতে জব্দ তালিকা করে সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেই।

আসামিদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করি। তারা স্বেচ্ছায় আদালতে দোষস্বীকার করবে বলে জানায়। এছাড়া সাক্ষী লিটনও ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়ার কথা স্বীকার করে। তখন আমি ঐ দিনই তাদের বিজ্ঞ আদালতে পাঠিয়ে তাদের দোষস্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি রেকর্ড করাই।

৩১/০৮/২০১৭ তারিখ বিজ্ঞ নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ডিসিসড রূপার লাশ কবর থেকে তুলে তার ভাই মোঃ হাফিজুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করি। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এতে প্রত্যায়ন করেন।

আসামিদের বাড়ি অন্য জেলায় হওয়ায় তাদের নাম-ঠিকানা যাচাই করার জন্য E/S প্রেরণ করি। তা প্রাপ্ত হই।

ময়না তদন্ত রিপোর্ট দাখিলের জন্য আবেদন করি।

ময়না তদন্ত রিপোর্ট দাখিলের জন্য আবেদন করি।

ডিসিসড এর পরিহিত কাপড় এবং হাসপাতালে রক্ষিত swab এর DNA পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

টাঙ্গাইল ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল থেকে চূড়ান্ত ময়না তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়ে তা পর্যালোচনা করি।

এজাহারকারীর এসসিডি ডকেটের সাথে সংযুক্ত করি।

১৫/০৯/২০১৭ তারিখে ছোঁয়া পরিবহনের সংশ্লিষ্ট গাড়ির মালিক আমিনা খাতুনের সাথে দেখা করে তার প্রত্যায়ন পত্র নেই এবং তার জবানবন্দি ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি।

১৭/০৯/২০১৭ তারিখে ডিসিসড এর মোবাইল বিষয়ে সাক্ষী মোঃ হযরত আলী এবং রুবেল মিয়ার জবানবন্দি ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করাই।

মামলা ঘটনার বিষয়ে আসামিদের জবানবন্দি রেকর্ড করি। DNA রিপোর্ট পর্যালোচনা করি।

মামলার জব্দকৃত আলামত বাস ব্যতীত বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করি। বাসটি মধুপুর থানায় আছে।

মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল ইসলাম মামলাটি রেকর্ড করেন। তার দুটি স্বাক্ষর FIR ও এজাহারে আছে। একসাথে চাকরি করায় তার স্বাক্ষর চিনি।

মামলাটি সার্বিক তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণে আসামিদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার দোষ স্বীকারোক্তি পর্যালোচনায়, ডিসিসড রূপার ময়নাতদন্ত রির্পোট এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আসামি হেলপার শামীম, হেলপার আকরাম, হেলপার জাহাঙ্গীর, ড্রাইভার হাবীব ও সুপার ভাইজার মোঃ ছবর আলী @ গেন্দু ডিসিসড রূপাকে চলন্ত

বাসে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে তার ঘাড় মটকে হত্যা করে। ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য মধুপুর পঁচিশ মাইল বাজারের সুমী নার্সারীর পূর্ব পাশে রুপার লাশ পাকা রাস্তায় ফেলে চলে যায়। আমার সার্বিক তদন্তে উল্লেখিত আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের নিমিত্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী/০৩) এর ৯(৩)/৩০ ধারা তৎ সহ দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় ১৩/১০/২০১৭ তারিখে ২২৩ নম্বর অভিযোগ পত্র দাখিল করি।

আসামি পক্ষের জেরাতে তিনি বলেন,

আমি মামলার এজাহার, FIR , জব্দ তালিকা , সূচিপত্র, ময়না তদন্ত প্রতিবেদন, সুরতহাল প্রতিবেদন, DNA রিপোর্ট, আলামতসহ সকল কাগজপত্র পর্যালোচনা করেছি।

এজাহারকারী একজন পুলিশের সদস্য। এজাহারের উপরের অংশে কতিপয় পুলিশ সদস্যের নাম আছে সঙ্গীয় ফোর্স হিসেবে। আমি এজাহারে বর্ণিত সঙ্গীয় ফোর্সের কারো জবানবন্দি ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি নাই।

এজাহারের মাঝে লেখা আছে ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পরে কতিপয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত হন। আমি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেও জবানবন্দি রেকর্ড করি নাই। সি.ডিতে তাদের নাম পদবী লিখি নাই।

কোন স্থানে ট্রাক ড্রাইভার ঘটনার সংবাদ দেয় তার উল্লেখ এজাহারে নাই।

আমি ঐ ট্রাক ড্রাইভার সম্পর্কে কোন তদন্ত করি নাই।

সত্য নয় যে, আমি তদন্তে পেয়েছি এজাহারকারী ট্রাক ড্রাইভারের কাছে কোন সংবাদ পায় নাই।

এজাহারে ডিসিসডের গায়ে গোলাপী কামিজ ও সাদা সালোয়ারের কথা লেখা আছে। এজাহার এবং সুরতহাল প্রতিবেদন পোশাক একং এজাহার দায়েরের পূর্বে থানায় ঘটনার বিষয়ে কোন GDE হয় নাই।

আমি সুরতহাল পর্যালোচনায় দেখি ডিসিসডের কাঁধ, পেট, পিঠ এবং বুক স্বাভাবিক ছিল। এতে আরও আছে মলদ্বার ও যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক। এখানে উল্লেখ আছে কোন মল বা বীর্য বের হয় নাই।

সুরতহালের দ্বিতীয় পাতায় ৩নং টেবিলে ‘ধারালো অস্ত্রের আঘাতে’ কথাটি কেটে দেয়া হয়েছে। পরে এর নীচে ভিন্ন হাতে ভিন্ন কালিতে মৃত্যুর কারণ অজানা লেখা আছে। এটা বাদীর বিষয়।

সুরতহাল প্রতিবেদন বাদী এস.আই আমিনুল তৈরী করেন।

সুরতহালে দুইবার লেখার বিষয়ে বাদীর কাছে ব্যাখ্যা চাই নাই। এটা চার্জশিটের উল্লেখ করি নাই। বাদী এটা কখন কার সামনে করেন তারও উল্লেখ নাই।

সত্য নয় যে, ‘মৃত্যুর কারণ অজনা’ লেখাটা বাদীর নয়।

ছেঁড়া এবং রক্ত মাখা লেখা নাই।

এজাহারে প্রাথমিক তদন্তে অনুমতি হয় এমর্মে ধর্ষণের কথা লেখা নাই।

ডিসিসডের লাশ ঘটনাস্থলে কিছুক্ষণ পড়েছিল এটা আমি চার্জশীটে লিখি নাই।

সত্য নয় যে, আমি তদন্তে পেয়েছি কথিত স্থানে কোন লাশ পড়েছিল না।

FIR ফরমে ২নং কলামে আসামিদের নাম ঠিকানার ঘর। এখানে আসামিদের জেলা টাঙ্গাইল লেখা আছে। এই ফরমে কোন আলামত পাওয়ার তথ্য নাই।

২৫/০৮/২০১৭ তারিখের ২২.৪০ টায় লাশ পাওয়া যায়। ঘটনাস্থল থেকে থানা ৯ কি:মি: উত্তর পূর্বে। এপথ যেতে আনুমানিক ৯/১০ মিনিট সময় লাগে।

২৬/০৮/২০১৭ তারিখ ২২.৩০ টার মামলা রুজু হয়।

আমি তদন্তে পেয়েছি, ভিকটিমের ছবি তোলা হয়েছে। যে ছবি তোলে তার জবানবন্দি ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি নাই। তাকে সাক্ষীও মানি নাই।

সত্য নয় যে, আমরা পরবর্তীতে সুপার কম্পোজ করে কিছু ছবি তৈরী করি।

সুরতহাল প্রতিবেদনে ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের কোন লক্ষণ উল্লেখ নাই।

লাশ পাওয়ার স্থান পঁচিশমাইল বাজারের পূর্ব পাশে। সুরতহাল প্রতিবেদনে পঁচিশমাইলের কোন ব্যক্তি সাক্ষী নাই। তাবে জলছত্র পঁচিশমাইল পাশাপাশি।

আমি তদন্তে পেয়েছি চালানের সাথে মাহবুবুর রহমান বাদী এবং জয়নাল আবেদীন ছিল। জয়নাল আবেদীনকে সাক্ষীও করেছি।

আমি তদন্তে জানতে পারি জয়নাল আবেদীন লাশ থানায় নিয়েছিল। পরে বলেন, সিডিতে লেখা আছে, লাশ ঘটনাস্থল থেকে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়।

লাশ হাসপাতালে কখন পৌছায় আমি বলতে পারব না।

আমি ঘটনার সময় যে ফাঁড়িতে দায়িত্বরত ছিলাম এর আওতায় সব জমি এবং বাড়ির মালিকদের নাম বলতে পারব না।

আমি খসড়া মানচিত্র এবং সূচিপত্র একই পাতায় তৈরী করেছি। খসড়া মানচিত্রে কিছু জমি এবং রাস্তার উল্লেখ করেছি। এসব জমি এবং রাস্তার মালিক কারা তা আমি অন্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে জেনেছি। যাদের নিকট থেকে শুনেছি তাদের মামলায় সাক্ষী করি নাই।

আমি খসড়া মানচিত্রের স্থান গুলিকে ক-জ পর্যন্ত চিহ্নিত করেছি।

সূচি পত্রে ক-জ বলতে কি বুঝায় উল্লেখ করেছি।

সূচি পত্রে

ক = রাস্তা

খ = জমি

গ= জমি

ঘ= বসতবাড়ি

ঙ= জমি

চ= জমি

ছ= জমি এবং

জ= গাছ লিখেছি।

আমি ঘটনাস্থল ‘ক’ তে লিখেছি।

সূচিপত্রে ক = রাস্তা লেখা আছে।

সত্য নয় যে, ডিসিসডের লাশ আমার খসড়া মানচিত্রের কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই।

২৫/০৮/২০১৭ তারিখের জব্দ তালিকা পর্যালোচনা করে দেখি চশমা মৃতার পাশে পরে ছিল। এটা জব্দ করার স্থান হিসেবে লেখা আছে মধুপুর থানাধীন পঁচিশমাইল সাকিনস্থ সুমী নার্সারীর পূর্ব পাশে।

আমি খসড়া মানচিত্রের উপরে দিক নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহার করেছি।

খসড়া মানচিত্রে সুমী নার্সারীর পূর্ব পাশে ওমর শরীফের বসত বাড়ি। ঐ বাড়ির কাউকে এই মামলায় সাক্ষী করি নাই। এই বাড়িতে স্থায়ীভাবে কেউ বসবাস করে না। আমি তদন্তে পেয়েছি খসড়া মানচিত্রের ‘খ’ জমির মালিক নির্মল সাংমা এবং গ= জমির মালিক অনিমা সাংমা। আমি এদের জবানবন্দি রেকর্ড করি নাই।

আমি ঘটনাস্থলের মহাসড়কের (এলেঙ্গা-পঁচিশমাইল) স্কেচম্যাপ আঁকি নাই। আমি ঘটনার গাড়ির ভিতরের বা গাড়ির কোন স্কেপম্যাপ আঁকি নাই।

সত্য নয় যে, ঘটনার দিন ছোঁয়া গাড়িতে কথিত ঘটনা ঘটে নাই।

আমি ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে আসামি হাবীব এবং ছবর আলী গেন্দুকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করি। হাজির করার ফরোয়ার্ডিং এ এদের কখন, কোথায় থেকে আটক করি তা উল্লেখ করি নাই।

সত্য নয় যে, আসামি হাবীব এবং গেন্দুকে অন্য আসামিদের সাথে রাত ১.৩০ টায় আটক করি।

সত্য নয় যে, আসামি হাবীব এবং গেন্দুকে ২৪ ঘন্টারও অধিক সময় পরে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করি।

সত্য নয় যে, আসামি ছবর আলী হাবীবকে থানা থেকে সকাল ১০.০৫ টায় ফোর্সের মাধ্যমে প্রেরণ করি।

এই দুই আসামিকে একই ফরোয়ার্ডিং এ প্রেরণ করি। অপর তিন আসামিকেও অন্য আরেকটি ফরোয়ার্ডিং এ ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করি। আসামিদের কেন একই ফরোয়ার্ডিং এ পাঠাই এর কোন ব্যাখ্যা দেই নাই।

আসামিরা দোষস্বীকারোক্তি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এমর্মে তাদের জবানবন্দি ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি নাই।

সত্য নয় যে, আমার কাছে আসামিরা দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই।

সত্য নয় যে, আসামি জাহাঙ্গীরকে আমি ৪ ঘন্টা রশি দিয়ে বেধে ঝুলিয়ে রাখি এবং অন্যদেরকে ব্যাপক নির্যাতন করি।

আমি আসামিদেরকে টি.আই প্যারেড করি নাই।

আসামিদের আটক করে থানার আনার সময় তাদের কাছে এমন কিছু ছিল না যা জব্দ করা যায়।

সত্য নয় যে, আমি আসামিদের মোবাইল, ঘড়ি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির ভাড়ার টাকা নিয়ে নেই।

আমি কোন আসামির রিমান্ডের জন্য আবেদন করি নাই।

৩০/০৮/২০১৭ তারিখের জব্দ করার স্থান জবে মিয়ার কলাবাগান সংলগ্ন জঙ্গলে। এই জব্দ তালিকার ৩নং সাক্ষী মোঃ হাফিজুর রহমানের থানা তাড়াশ জেলা সিরাজগঞ্জ। এই হাফিজুর রহমান ঐ জঙ্গলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নয়।

সত্য নয় যে, কথিত স্থানে জব্দ তালিকায় ঘটনা ঘটবে তা হাফিজুর রহমান আগেই জানতো।

সত্য নয় যে, এই হাফিজুর হরমান নতুন আয়না, চিরুনী, ব্যাগ, ছবি আমাদের সরবরাহ করে।

এই ছবির মহিলা এবং বয়স্ক পুরুষ লোকটির কোন পরিচয় ছবির পিছনে বা সাথে নাই। এই ছবিটি কখন জব্দকরি তা এর গায়ে লিখি নাই, তবে জব্দ তালিকায় উল্লেখ করেছি। এই ছবিতে কোন সনাক্ত করণের চিহ্ন নাই। এই ছবিই ভিকটিমের তার উল্লেখ করি নাই।

সত্য নয় যে, এই ছবিটি আমি ফেসবুক বা অন্য কোন মাধ্যমে থেকে সংগ্রহ করেছি। জব্দকৃত আয়না এবং চিরুনী নতুন হতে পারে। চিরুনীতে ব্যবহারের চিহ্ন নাও থাকতে পারে। আয়না/চিরুনীতেও কোন সনাক্তকরণ চিহ্ন নাই। ভ্যানিটি ব্যাগটি দৃশ্যত ১$\frac{১}{২}$"X১$\frac{১}{৪}$" হতে পারে। ভ্যানিটি ব্যাগটিই যে ভিকটিমের এমর্মে কোন প্রমাণ চিহ্ন ব্যাগে নাই। এই ব্যাগে কোন Admit card/ID card পাই নাই।

আমি তদন্তে পেয়েছি ডিসিসড বগুড়ায় একটি পরীক্ষায় অংশ নিতে গিয়েছিল। পরীক্ষা শেষে ভিকটিম তার কর্মস্থল শেরপুরের নকলায় ফিরছিল। ২৫/০৮/২০১৭ তারিখের পরীক্ষার পূর্বেই সে বগুড়া গিয়েছিল। আমি তদন্তে পেয়েছি সে পরীক্ষার আগের দিন বগুড়া এসেছিল। আমি তদন্তে পেয়েছি ভিকটিম ইউনিলিভারের কর্মী হিসেবে নকলাতে কর্মরত ছিল।

এই ভিকটিম রূপার লাগেজ এবং ID/Admit card এর বিষয়ে আমি কোন তদন্ত করি নাই।

আমাদের পুলিশ বিভাগের তথ্য-প্রযুক্তি ও মোবাইল কমিউনিকেশন বিষয়ে বিশেষায়িত সেল আছে। এই মোবাইলটি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থানার নন্দীবাড়ী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এটা আমার জব্দ তালিকায় উল্লেখ আছে।

আমি মুক্তাগাছা থানায় যেতে কোন জিডিই করি নাই। তবে ঐ থানার মোবাইল পার্টি নিয়ে গেছি। তবে এমর্মে কোন সিসি নেই নাই। আমি তদন্তে পেয়েছি ভিকটিমের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি ০১৭৫১৪৩৫১৫৮ । প্রতিটি মোবাইল সেটে একটি IMEI নম্বর থাকে। *#০৬# এই বাটন চাপলেই প্রতিটি সেটের IMEI নম্বর জানা যায় কীনা বলতে পারব না।

প্রতিটি মোবাইল নম্বর তাদের Service Provider এর মাধ্যমে Call আদান প্রদান করে থাকে।

প্রতিটি নম্বর ব্যবহার করার জন্য একটি সিম এবং সেট assemble করতে হয়।

প্রতিটি কলে সিম নম্বর এবং IMEI নম্বর Service Provider এ সংরক্ষিত থাকে।

প্রতিটি মোবাইল আপারেটর কোম্পানির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় চাহিদা মতে CDR (Call Details Record) সরবরাহ করে থাকে।

আমি এই মামলার CDR সংগ্রহ করি নাই। আসামিরা দোষস্বীকার করায়।

সত্য নয় যে, জব্দকৃত মোবাইল সেটে ভিকটিম এর নম্বর কখনও ব্যবহার হয় নাই বলে আমি CDR সংগ্রহ করে আদালতে উপস্থাপন করি নাই।

মোবাইলের গায়ে সনাক্তকারী চিহ্ন নাই। তবে মোড়ানো কাগজে লিখেছি।

সত্য নয় যে, আদালতে উপস্থাপিত মোবাইলটি ভিকটিমের নয়।

জব্দকৃত মোবাইলের সেটের ক্রয় সংক্রান্ত কোন কাগজ জব্দ করি নাই।

কথিত ঘটনার দিন আসামিরা মোবাইল ব্যবহার করেছে কীনা বলতে পারব না।

প্রতিটি মোবাইল Call Service Provider ও টাওয়ারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সত্য নয় যে, ভিকটিম রূপা এবং আসামিদের মোবাইলের ব্যবহৃত টাওয়ারের ভিন্নতা পেয়েছি।

আমি আসামিদের মোবাইল ফোন পাই নাই।

সত্য নয় যে, আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে তদন্তে আসল ঘটনা বের হবে বলে আসামিদের মোবাইল ফোন জব্দ করি নাই।

আমি গত ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে ২৭৮৪ নম্বর স্মারক মূলে সি.ডি.আর চেয়ে একটি চাহিদা পত্র দেই রূপার ফোনের। এই পত্রে ২২.০৮/২০১৭ থেকে ৩১/০৮/২০১৭ পর্যন্ত Call Record চাই। এই পত্রে IMEI নম্বর সরবরাহ করার জন্যও বলি।

সত্য নয় যে, আমার চাহিদা মতে প্রাপ্ত CDR এ IMEI নম্বরের সাথে রূপার ফোনের IMEI নম্বর না মেলায় আমি CDR দাখিল করি নাই।

পরে বলেন, সি.ডি.আর পাই নাই।

জব্দকৃত মোবাইলের গায়ে যে কাগজ লাগিয়েছি তাতে শুধু কেস নম্বর লিখেছি। তাতে কোন সাক্ষীর স্বাক্ষর নাই।

যাদের দখল থেকে ছোঁয়া গাড়ি আটক করি তাদের নাম জব্দ তালিকায় নাই। বাসের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা জব্দ তালিকায় উল্লেখ করি নাই। আটককৃত গাড়িটি কত সিটের তারও উল্লেখ নাই। গাড়িটির দরজা জানালারও উল্লেখ নাই।

ছোঁয়া গাড়িতে ডিসিসড রূপা কত তারিখে কখন বগুড়ার বনানী থেকে উঠেছিল তার উল্লেখ জব্দ তালিকায় নাই। সি.ডিতে আছে।

সত্য নয় যে, কথিত ঘটনার তারিখে ভিকটিম রূপা উঠে নাই।

ময়না তদন্ত রিপোর্টে জখমের বর্ণনায় মাথায় আঘাতের কথাও লেখা আছে।

আমি ডাক্তারের opinion পর্যালোচনায় পেয়েছি Death was due to Shock and haemorrhage

আমি ময়না তদন্তের Final opinion পাওয়ার আগে একটি অসম্পূর্ণ (Pending) ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাই। এটার opinion লেখা আছে our opinion kept pending until the report of high vaginal swab for spermatozoa and DNA test is received .

আমি DNA test report গ্রহণ করি। আমি এই রিপোর্ট ময়না তদন্তকারী ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করি নাই।

আমি আমার অভিযোগ পত্রে DNA report এর উল্লেখ করেছি। আমি এতে উল্লেখ করেছি।

''ভিকটিম মোছাঃ রূপা খাতুনের পরিহিত জামা ও পায়জামা এবং vaginal swab DNA পরীক্ষা করতঃ DNA Examiner জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, নিম্নরূপ মন্তব্য করেন, vaginal swab জামা ও পায়জামাতে বীর্যের উপস্থিতি সনাক্ত হয় নি''।

সত্য নয় যে, আমি DNA report টি ময়না তদন্তকারী ডাক্তারকে না দিয়ে তাকে প্রভাবিত করে Forceful sexual intercourse লেখাই।

আমি ময়না তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরে DNA report পাই।

আমি DNA report এর কথা ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারকে জানাই নাই।

সত্য নয় যে, লাশ চালানের ফরমের ৯ নং কলামের overwriting সমন্ধে আমার কোন তদন্ত নাই।

আসামিদের নিজ থানায় E/S প্রেরণ করি। এতে তাদের বিরুদ্ধে পূর্বে দায়েরকৃত কোন মামলার তথ্য পাই নাই। এটা এ.এস.আই পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা করেছিলেন।

সত্য নয় যে, উক্ত এ.এস.আই হাফিজুর রহমানের একটি জি.ডি.ই এর কথা আমাকে বলেছিলেন।

সত্য নয় যে, ভিকটিম এর ভাই হাফিজুর রহমান ময়মনসিংহ কোতয়ালী থানায় ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে যে জি.ডি.ই করেন তা ২৯/০৮/২০১৭ এবং ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আমি এটা তদন্ত করি নাই।

সত্য নয় যে, ঐ জিডিইতে ভিকটিম রূপা ছোঁয়া গাড়িতে উঠে এমর্মে আমি তদন্ত করি।

সত্য নয় যে, ঐ সিডিইতে এই গাড়ি (ছোঁয়া) সম্পর্কে কোন তথ্য না থাকায় আমি তা সংগ্রহ করি নাই।

ছোঁয়া গাড়িটি নিরাপদ পরিবহনের ব্যানারে চলে। আমি তদন্তে পেয়েছি নিরাপদ পরিবহনের বগুড়া এবং ময়মনসিংহে কাউন্টার আছে। ঘটনার তারিখে বগুড়া থেকে ছোঁয়া গাড়িটি সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে ছাড়ে। আসামিরা স্বীকার করায় আমি আর বগুড়া কাউন্টারে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই।

আমি বগুড়া কাউন্টারে যাই নাই। এই গাড়িটি ময়মনসিংহে কখন পৌছায় তা ময়মনসিংহের কাউন্টারে সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানি নাই।

বগুড়া-ময়মনসিংহ চলাচলে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু অতিক্রম করতে হয়। বঙ্গবন্ধু সেতু হাই সিকিউরিটি এবং বিশেষ সংরক্ষিত এলাকা। বঙ্গবন্ধু সেতু পারাপারে প্রতিটি গাড়ির ভিডিও ফুটেজ ও টোল রেকর্ড থাকে কীনা জানি না।

ঘটনার তারিখে ছোঁয়া গাড়িটি কখন বঙ্গবন্ধু সেতু পার হয় তা জানার জন্য সেতু কতৃপক্ষের নিকট যাই নাই। প্রয়োজন মনে না হওয়ায়।

সত্য নয় যে, আমি ঘটনার দিন ছোঁয়া গাড়ির সেতু পারাপরের ভিডিও ফুটেজ ও টোল রেকর্ড সংগ্রহ করলেও মামলার ঘটনার সাথে না মেলায় আমি তা দাখিল করি নাই।

আমি তদন্তে পেয়েছি এলেঙ্গা থেকে পঁচিশমাইল যেতে কালিহাতী, ঘাটাইল, মধুপুর অতিক্রম করতে হয়।

থানা সদরের বাসষ্ট্যান্ড সংশ্লিষ্ট পরিবহনের লাইনম্যানরা কর্মরত থাকে।

ঘটনার রাতে ছোঁয়া গাড়িতে কোন যাত্রী ছিল কীনা এমর্মে কোন লাইনম্যানকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

আলোচ্য মামলায় ঘটনাটি পবিত্র ঈদ-উল আযহার সপ্তাহখানেক আগে ঘটে।

সত্য নয় যে, ঘটনার রাতে ঈদের আগে বগুড়া থেকে অনেক যাত্রী গাড়িতে ময়মনসিংহে আসে।

পঁচিশমাইল বাজারের পূর্বপাশে একটি নার্সারী আছে।

সত্য নয় যে, ঐ নার্সারীর নাম ইমরান নার্সারী।

ঐ নার্সারীর নাম সুমী নার্সারী।

সত্য নয় যে, ইমরান নার্সারীর মালিক মোঃ সাইফুল ইসলামের মোবাইল নম্বর ০১৭২৪৫৮০৯১০।

ভিকটিম রূপা বগুড়াতে পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিল। রূপা কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয় আমি এটা বগুড়া গিয়ে তদন্ত করি নাই।

ভিকটিম রূপার সাথে বারেক বগুড়া থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত ছিল।

একজন মহিলার লাশ পাওয়ার কথা শুনে বারেক ২৮/০৮/২০১৭ তারিখে মধুপুর থানায় আসে। এই তারিখে তার জবানবন্দি ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি নাই। তার জবানবন্দি ২২/০৯/২০১৭ তারিখে রেকর্ড করি।

উক্ত বারেক ২৮/০৮/২০১৭ তারিখে থানায় কোন জিডিই করে নাই। এই দিন ভিকটিমের ভাই হাফিজ এবং তাঐ মমতাজও থানায় আসে। আমি এই দিন হাফিজ এবং মমতাজের জবানবন্দি ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি নাই।

আমি সর্বপ্রথম ২৭/০৮/২০১৭ তারিখ এবং সর্বশেষ ২২/০৯/২০১৭ তারিখে সাক্ষীদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি।

আমি হাফিজ, বারেক এবং মমতাজের জবানবন্দি রেকর্ড করি ২২/০৯/২০১৭ তারিখে।

আমি যাদের জবানবন্দি ১৬১ধারায় রেকর্ড করি তাদের মধ্যে পঁচিশমাইল গ্রামের কোন ব্যক্তি নাই।

সত্য নয় যে, আমি যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি তারা সবাই কোন না কোন ভাবে আমার সাথে সংশ্লিষ্ট।

আমি ১৬১ ধারায় জবানবন্দি প্রদানকারীর নিকট থেকে একটি মুচলেকা (স্বাক্ষরসহ) গ্রহণ করেছি। আমি কোন বিধান বলে মুচলেকা নেই তা উল্লেখ করি নাই।

সাক্ষীদের মধ্যে তিনজন সাক্ষী লিটন, রুবেল ও হযরত আলীকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়ার জন্য উপস্থাপন করি।

রুবেল এবং হযরত আলীকে একই ফরোয়ার্ডিং এ উপস্থাপন করি। তাদের কেন উপস্থাপন করি ফরোয়ার্ডিং এ তার কারণ উল্লেখ করি নাই।

রাত ৮.০০ টার সময় রূপা আমাকে ফোন দিয়ে জানায় দাদা আমি ছোঁয়া পরিবহনে উঠেছি একথা তার ভাই হাফিজুরের জবানবন্দিতে আছে।

হাফিজুর জবানবন্দিতে বলেন নাই।

বারিক তাকে বলে হয়তো রুপার ফোনের চার্জ শেষ হয়েছে। আমি সুপারভাইজারকে তাকে দেখে রাখতে বলেছি।

হাফিজুরের জবানবন্দিতে ভিকটিমের ভ্যানিটি ব্যাগ আসামিদের দেখানোমতে উদ্ধার করার কথা নাই। তবে তাদের তথ্য মতে আছে।

বারেকের ১৬১ ধারার জবানবন্দিতে গাড়ির নম্বর লিখে রাখার কথা বলে নাই। তবে ছোঁয়া গাড়ির কথা আছে। তার জবানবন্দিতে আছে হাফিজের সাথে কথা বলার পরে আমি ১১.০০ টার দিকে রূপাকে ফোন দিয়ে তার ফোন বন্ধ পাই।

তবে তার জবানবন্দিতে হাফিজের নাম উল্লেখ নাই।

সত্য নয় যে, কথিত ঘটনার দিন নিরাপদ পরিবহনের মুক্তা নামের গাড়ির একজন যাত্রী মোঃ বিল্লাল হোসেন মধুপুর অঞ্চলে ঐ গাড়ির ষ্টাফদের কথা জনগণকে বলে, সেখানে ময়মনসিংহ মোটরযান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম ছিলেন, আমি তদন্তে পাই।

এই মর্মে ৩১/০৮/২০১৭ তারিখে জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কীনা জানি না।

সত্য নয় যে, আমি ঐ বিল্লাল সম্পর্কে একটি মন্তব্য করি যা ১লা নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত হয়।

সত্য নয় যে, ঘটনার পরে ঐ মুক্তা গাড়ির রং ও মালিকানা পরিবর্তনের খবর পত্রিকায় আসে, আমি তদন্তে পাই।

সত্য নয় যে, এসব খবর দৈনিক সংবাদ এবং ইত্তেফাকেও আসে।

সত্য নয় যে, আমি তদন্তে পাই, মুক্তা গাড়ির ড্রাইভার শফিককে টাঙ্গাইলে গোয়েন্দা পুলিশ আটক করে।

সত্য নয় যে, আসামিদের আটক পরবর্তী সময়ে ১৬৪ ধারার দোষস্বীকারোক্তি সৃজিত হওয়ায় পরবর্তীতে আসামিরা ঘটনার সাথে জড়িত নয় মর্মে জানা গেলেও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য প্রকৃত সত্য উদঘাটন করি নাই।

আমি এস.সিডি তে পাই আমিনুল ইসলাম সুরতহাল, জব্দ তালিকা , আলামত, চালান ফরম তৈরি করেন। তিনি এজাহার ও দায়ের করেন।

সুরতহাল প্রতিবেদনে এবং এজাহারে মৃত্যুর কারণ ভিন্ন হাতে লেখা আছে।

এজাহারে কথিত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আমি এজাহারকারীর নিকট ব্যাখ্যা চাই নাই।

আমি এজাহারকারীর কোন বক্তব্য ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি নাই।

সত্য নয় যে, ছোঁয়া গাড়িটির বিষয়ে আগে থেকেই আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল।

সত্য নয় যে, ভিকটিমের পরিবার এবং আমার পূর্বের আক্রোশের প্রেক্ষিতে আমি নিরীহ আসামিদের বিরুদ্ধে এই মামলা করি।

সত্য নয় যে, আসামিরা ঘটনার সাথে জড়িত নয়, তারা নির্দোষ।

সত্য নয় যে, আমি সঠিকভাবে তদন্ত করি নাই।

সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পি.পি গৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে বলেন, ডিসিসড রূপা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়ে বগুড়ার বনানী থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় ময়মনসিংহগামী ছোঁয়া পরিবহনে উঠে তার কর্মস্থল শেরপুরের নকলায় যাওয়ার জন্য। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় সব যাত্রী নেমে যাওয়ায় ড্রাইভার ও সুপারভাইজারের সহায়তায় রূপাকে গাড়ির তিনজন হেলপার শামীম, আকরাম ও মোঃ জাহাঙ্গীর পালাক্রমে ধর্ষণ শেষে হত্যা করে। ড্রাইভার হাবীব ও সুপারভাইজার ছবর আলীর সহায়তায় অপরাধ গোপন করার জন্য মধুপুরের পঁচিশমাইলের সুমী নার্সারীর সামনে চলন্ত বাস থেকে লাশ ফেলে চলে যায়। ঐ রাতেই পুলিশ লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করে মৃত্যু কারণ নির্ণয়ের জন্য লাশের ময়না তদন্ত করার জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ডিসিসডের পরিচয় না থাকায় আঞ্জুমান মুফিদুলের সহায়তায় টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। পুলিশ অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন। লাশের পরিচয় জানার জন্য পত্র পত্রিকায় মৃতার ছবি দিলে ছবি দেখে মৃতার ভাই মোঃ হাফিজুর রহমান এবং ডিসিসডের সহকর্মী ও বন্ধু আব্দুল বারিক সহ মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ মধুপুর থানায় এসে ডিসিসডকে রূপা হিসেবে সনাক্ত করেন। কবরস্থান থেকে রূপার লাশ তুলে তার ভাই হাফিজুর রহমান গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন। মোঃ হাফিজুর রহমান ও আব্দুল বারিকের দেয়া তথ্যমতে মধুপুরের আনারস চত্বর হতে ছোঁয়া গাড়িটি আটক করে এবং ড্রাইভার আসনে থাকা হেলপার শামীম ও জাহাঙ্গীরকে গ্রেফতার করেন। আসামিদের দেয়া তথ্যমতে ঐ তারিখেই আসামি আকরাম, হাবীব ও ছবর আলীকে আটক করা হয়। আসামি হাবীবের দেখানো মতে ডিসিসড রূপার ভ্যানিটি ব্যাগ (ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে একটি চরুণী, একটি আয়না এবং ডিসিসড এর বাবার সাথে একটি ছবি ছিল) জবে মিয়ার কলার বাগান থেকে উদ্ধার করা হয়। আসামি ৫ জনই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়ায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দাবী করেন। এছাড়া তিনি আরও দাবী করেন, আসামিদের দাবীকৃত মুক্তা পরিবহনের কোন গাড়ি বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ রোডে চলাচল করে না যা মধুপুর বাস স্ট্যান্ডে কর্মরত লাইনম্যান মোঃ রশিদ মিয়া পি.ডব্লিউ-২ হিসেবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করে প্রমাণ করেন।

অপরদিকে, আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বলেন, ডিসিসড রূপা ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে উঠে নাই। তাকে এই আসামিরা ধর্ষণ শেষে হত্যা করে নাই। রূপা মুক্তা পরিবহনের গাড়িতে উঠে। মুক্তা পরিবহনের স্টাফরা রূপাকে ধর্ষণ শেষে গাড়ি থেকে ফেলে দেয়। ঐ গাড়ির একজন যাত্রী বিল্লাল অনেক লোকের সামনে উক্ত ঘটনা বলে। ঐ সময় পরিবহন শ্রমিক নেতা নজরুল ইসলামও উপস্থিত ছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ঐ বিল্লালকে

এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডিসিসড রূপার ভাই মোঃ হাফিজুর রহমান একজন সাংবাদিক হওয়ায় মিডিয়ার চাপে পুলিশ আসল আসামিদের না ধরে ছোঁয়া পরিবহনের স্টাফদের অত্র মিথ্যা মামলায় জড়িত করে। সুরতহাল প্রতিবেদন এবং ডিএনএ রিপোর্টে এ ধর্ষণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পুলিশের চাপে পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে ডাক্তার ধর্ষণের আলামত আছে বলে উল্লেখ করে। ঘটনাস্থলের কোন অস্তিত্ব নাই। সেজন্য ঘটনাস্থলের আশে পাশের কোন ব্যক্তিকে অত্র মামলায় সাক্ষী করা হয় নাই। পুলিশের পরামর্শমতে ডিসিসড এর ভাই মোঃ হাফিজুর রহমান ডিসিসড রূপার ব্যবহৃত বলে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ আয়না চিরুণী এবং একটি ছবি সরবরাহ করে তা আসামিদের দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। পুলিশ অত্র আসামিদের অমানবিক নির্যাতন করে ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট উপস্থাপন করে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারা মতে দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গ্রহণ করে। উক্ত দোষস্বীকারোক্তি সত্য ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত নয় এবং এর সমর্থনে আর কোন সাক্ষ্য না থাকায় শুধুমাত্র কথিত দোষস্বীকারোক্তির মাধ্যমে আসামিরা শাস্তি পেতে পারে না। রাষ্ট্রপক্ষ আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কোনভাবেই প্রমাণ করতে সমর্থন না হওয়ায় তারা বেকুসুর খালাস পাবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন রকম সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া সত্বেও আসামিদের অত্র মিথ্যা মামলায় জড়ানোয় তার শাস্তি দাবী করেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দের উপরিউক্তবক্তব্য এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মামলার এজাহারকারী মোঃ আমিনুল ইসলাম এস.আই অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ি পি.ডব্লিউ-১ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, তিনি সঙ্গীয় ফোর্সসহ ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে ৫০৪ নম্বর জিডিইমূলে মধুপুর থানার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কে পঁচিশমাইল থেকে রসুলপুর পর্যন্ত বন ও এর আশপাশ এলাকায় রাত্রিকালীন টহল ডিউটি করার সময় জনৈক ট্রাক ড্রাইভারের দেয়া তথ্য মতে ২২.৪০ টায় পঁচিশমাইলের সুমী নার্সারীর সামনে পাকা রাস্তার ১৮-২০ বছরের একজন মেয়ের লাশ দেখতে পান। তিনি ঘটনাস্থলেই সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য লাশ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পোষ্টমর্টেম এর জন্য প্রেরণ করেন। লাশের কোন পরিচয় না পাওয়ায় পোষ্টমর্টেম শেষে আঞ্জুমান মুফিদুলের সহায়তায় লাশ টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করেন। তিনি লাশের পাশ থেকে একটি প্লাস্টিকের কালো লালচে কালো প্রিন্ট করা চশমা, কিছু রক্ত ডিসিসড এর পরিহিত কাটা হালকা গোলাপী কামিজ ও কাটা ছেঁড়া সাদা সালোয়ার (প্রদর্শনী-৩, ৪ এবং I-IV) জব্দ করেন।

তিনি জেরাতে বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদনে লাশ পাকা রাস্তার উপরে মুখ নিচের দিকে উপুর করা অবস্থায় পান। মাথার উপরে বাম পাশে দুটি কাটা রক্তাক্ত জখম, কোমড়ের পিছনে বাম পাশে জখম, বাম পায়ে পাতায় ও গোড়ালিতে জখম এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়া অবস্থায় পান। তিনি উক্ত প্রতিবদনে (প্রদর্শনী-২) এবং মৃত দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবার ফরমে

(প্রদর্শনী-৫) ‘ধারালো অস্ত্রের আঘাতে’ কেটে ‘‘মৃত্যুর কারণ অজানা’’ লিখে স্বাক্ষর দেন বলে স্বীকার করেন। তিনি এটা স্বীকার করায় এখন আর ‘ধারালো অস্ত্রের আঘাতে’র কোন অস্তিত্ব নেই। সেজন্য এই বিষয়ে আর ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নাই। তিনি সুরতহাল প্রতিবেদনে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই মর্মে জেরায় স্বীকার করেন।

সুরতহাল প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-২) ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের লক্ষণের কথা উল্লেখ না করলেও উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তিনি ‘‘১। মৃত্যুর কারণ ২। মৃত্যুর ধরণ ৩। ধর্ষিতা হইয়াছে কীনা ৪। ডিএনএ সংরক্ষণের জন্য মতামত’’ চেয়ে লাশ ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করায় সুরতহালে ধর্ষণের কথা উল্লেখ না থাকায় তেমন কোন ব্যাত্যয় ঘটে নাই। বরঞ্চ এক্ষেত্রে ডাক্তারের অভিজ্ঞ মতামত ধর্ষণের বিষয়টিতে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সহজ করবে।

সুরতহাল প্রতিবেদনের সাক্ষী প্রবীর এন কুমার বর্ম্মণ পি.ডব্লিউ-৩, মোঃ আবুল হোসেন পি.ডব্লিউ-৪, মোঃ রইজ উদ্দিন পি.ডব্লিউ-৫, এম.এ রউফ পি.ডব্লিউ-৬, কিশোর সাহা পি.ডব্লিউ-১৭ এবং মোঃ আবদুল মান্নান পি.ডব্লিউ-১৮ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

ঘটনাস্থলে তৈরীকৃত জব্দ তালিকা র (প্রদর্শনী-৩) সাক্ষী প্রবীর এন কুমার বর্ম্মণ পি.ডব্লিউ-৩ এবং মোঃ আবুল হোসেন পি.ডব্লিউ-৪ সাক্ষ্য দিয়ে তাদের সামনে জব্দ তালিকা তৈরী এবং আলামত উদ্ধারের কথা বলেন। ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে তৈরীকৃত জব্দ তালিকার (প্রদর্শনী-৪) সাক্ষী কং ৭১৫ মোঃ মাহবুবুর রহমান পি.ডব্লিউ-২০ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করেন।

এজাহারকারী পি.ডব্লিউ-১ ময়না তদন্ত শেষে লাশের কোন পরিচয় না পাওয়ায় তিনি আঞ্জুমান মুফিদুলের সহায়তায় ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে টাঙ্গাইলের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে লাশ দাফন করে পরিচয় সনাক্তের জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় লাশের ছবি প্রকাশ করেন। ২৮/০৮/২০১৭ তারিখে ‘নয়াদিগন্ত’ পত্রিকায় ছবি দেখে ভিকটিমের ভাই মোঃ হাফিজুর রহমান মধুপুর থানায় এসে ভিকটিমকে তার বোন রূপা বলে সনাক্ত করেন। মোঃ হাফিজুর রহমানের সাথে আসা রূপার সহপাঠি মোঃ আব্দুল বারিক জানান তিনি ও রূপা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ বগুড়াতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়ে সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় বনানী থেকে ময়মনসিংহগামী ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে উঠেন। তিনি তার কর্মস্থল গাজীপুর যাওয়ার জন্য এলেঙ্গাতে নেমে যান। ঐ রাতেই ১১.৩০ টার সময় হাফিজ ভাইয়ের টেলিফোন পেয়ে রূপাকে টেলিফোন করে তার ফোন বন্ধ পান। তখন তিনি মনে করেছিলেন, চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় তার ফোন বন্ধ হয়েছে। ভিকটিমের ভাই হাফিজও জানান তিনিও এই সময় রূপাকে সন্ধান করার জন্য সম্ভাব্য সব জায়গায় টেলিফোন করেন ও যান। আব্দুল বারিক এর বর্ণনা মতে ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে দিবাগত রাত ১.৩০ টায় মধুপুর উপজেলার আনারস চত্বর থেকে পুলিশ ছোঁয়া পরিবহনের

গাড়িটি (রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) এবং গাড়ির ড্রাইভিং এ থাকা হেলপার মো: শামীম এবং মো: মো: জাহাঙ্গীর আলম ও সাক্ষী মো: লিটন মিয়াকে আটক করেন। আসামিদের দেয়া তথ্যমতে ভোর ৫.০০ টায় আসামি আকরাম এবং বিকাল ৬.০০ টায় আসামি হাবীব ও ছবর আলীকে আটক করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পি.ডব্লিউ-২৭ মো: কাইয়্যুম খান সিদ্দিকী আসামি মো: শামীম এর বাড়ি থেকে ঐ তারিখেই ভোর ৩.৩৫ মিনিটের সময় একটি কালো SYMPHONY XPLORER W68 মডেলের ফোন সেট উদ্ধার করে যে জব্দ তালিকা (প্রদর্শনী-৯) করেন তাতে মো: হযরত আলী পি.ডব্লিউ-১৩ এবং মো: রুবেল মিয়া পি.ডব্লিউ-১৪ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করেন। এছাড়া উক্ত ঘটনার বিষয়ে তারা বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করেন।

৩০/০৮/২০১৭ তারিখে সকাল ৮.২৫ মিনিট এ আসামি ড্রাইভার মো: হাবীব মিয়ার দেখানো মতে টেলকি বাজারের পূর্বপাশে জবে মিয়ার কলার বাগান সংলগ্ন জঙ্গল থেকে ভিকটিম এর একটি চিরুণী, একটি ছোট আয়না, ভিকটিমের সাথে একজন বৃদ্ধ লোকের ছবিসহ একটি ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করে জব্দ তালিকা (প্রদর্শনী-৭) করা হয়। মো: হাসমত আলী পি.ডব্লিউ-৮, মো: লাল মিয়া পি.ডব্লিউ-৯, মো: হাফিজুর রহমান পি.ডব্লিউ-১০ এবং আব্দুল হান্নান পি.ডব্লিউ-১৯ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে উক্ত জব্দ তালিকার সত্যতা প্রমাণ করেন। পি.ডব্লিউ-১০ মো: হাফিজুর রহমান ছবির মেয়েটিকে তার বোন রূপা এবং বৃদ্ধ লোকটিকে তার পিতা বলে সনাক্ত করেন।

আসামি শামীম, আকরাম ও মো: জাহাঙ্গীর রূপাকে ধর্ষণ করে হত্যার কথা স্বীকার করে আসামি হাবীব আসামিদের বাধা না দিয়ে গাড়ি চালায় এবং আসামি ছবর আলী ঘটনার সময় ঘুমিয়েছিল পরে মেয়েটির চিৎকার শুনে আসামিদের কোন কিছু বলে নাই এবং তারা দুজনই উক্ত তিনজন আসামির অপকর্ম গোপন করার জন্য ডিসিসড রূপার লাশ ফেলে দেওয়ায় সহযোগিতা করে মর্মে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পি.ডব্লিউ-২৭ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেন, তিনি ২৭/০৮/২০১৭ তারিখে মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে খসড়া মানচিত্র ও সূচিপত্র তৈরী করেন। আসামিরা স্বেচ্ছায় দোষস্বীকারোক্তি করতে চাইলে তিনি তাদের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট উপস্থাপন করে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করান। মামলার আলামত জব্দ করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে রেকর্ড করেন। ময়না তদন্তের রির্পোর্ট ও ডিএন.এ রির্পোর্ট, সুরতহাল প্রতিবেদনসহ সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,২০০০(সংশোধনী/২০০৩) এর

৯(৩)/৩০ ধারাসহ দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় ১৩-১০-২০১৭ তারিখের ২২৩ নং পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করেন।

তিনি জেরাতে বলেন,তিনি ঘটনাস্থল খসড়া মানচিত্রে ‘ক’ তে উল্লেখ করেছেন। সুমী নার্সারীর মালিক ওমর শরীফ নার্সারী সংলগ্ন বাড়িতে বসবাস না করায় তাকে সাক্ষী করা যায় নাই। আসামিরা ঘটনার সাথে জড়িত নয়, এটি একটি সড়ক দূর্ঘটনা, সঠিক তদন্ত করলে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাবে, ছোঁয়া গাড়ির প্রতি আক্রোশ থেকে অভিযোগ পত্র দাখিলের কথা তিনি অস্বীকার করেন।

অত্র মামলার আসামিরা যে ছোঁয়া পরিবহনের স্টাফ এবং উক্ত গাড়িটি ঘটনার দিনসহ নিয়মিতভাবে ময়মনসিংহ-বগুড়া রুটে চলাচল করত তা গাড়ির মালিক আমেনা খাতুনের ১৫/০৯/২০১৭ তারিখের প্রত্যয়ন পত্র (প্রদর্শনী-২০) পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। ০৫/১০/২০১৭ তারিখে আমেনা খাতুন মারা যাওয়ায় তার স্বামী আকতারুজ্জামান পি.ডব্লিউ-২৫ এবং তার ছেলে মো: সাব্বির হোসেন পি.ডব্লিউ-২৬ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে উক্ত প্রত্যয়ন পত্রের সত্যতা প্রমাণ করেন। এছাড়া ঘটনার দিন যে আসামিরা ছোঁয়া পরিবহনের স্টাফ হিসেবে ছিল তা আসামি ছবর আলীর পুত্র মো: লিটন মিয়া পি.ডব্লিউ-১৫ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করেন।

আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন, ডিসিসড রূপা ঘটনার রাতে ছোঁয়া পরিবহনের যাত্রী ছিলেন না। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পিপি উক্ত দাবীর তীব্র বিরোধীতা করেন। প্রকৃতপক্ষে ডিসিসড রূপা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে বগুড়ার বনানী থেকে ছোঁয়া গাড়িতে উঠেছিল এটা আসামিদের দোষস্বীকারোক্তি ছাড়াও পি.ডব্লিউ-১০ মো: হাফিজুর রহমান এবং পি.ডব্লিউ-১১ মো: আব্দুল বারিকের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়।

মো: হাফিজুর রহমান পি.ডব্লিউ-১০ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, রূপা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়ে কর্মস্থল শেরপুর যাওয়ার জন্য বগুড়ার বনানী থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে উঠে। রাত ৮.০০ টায় তাকে ফোন দিয়ে জানায় সে ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে উঠেছে। তার সাথে আব্দুল বারিক আছে। বারিক ঢাকাতে চাকরি করে সে এলেঙ্গাতে নেমে যাবে। এর পরে সে রাত ১০.৩০ দিকে রূপার ফোন বন্ধ পেয়ে বারিককে টেলিফোন করলে বারিক জানায় হয়ত ফোনের চার্জ শেষ হয়েছে। সে সুপারভাইজারকে বলে দিয়েছে রূপাকে দেখে রাখতে। সে এলেঙ্গাতে নেমে গেছে।

মো: আব্দুল বারিক পি.ডব্লিউ-১১ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, গত ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ বগুড়াতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা শেষে আমি এবং রূপা বগুড়ার বনানী থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় নিরাপদ ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে উঠি। আমি টাঙ্গাইলের এলেঙ্গাতে গাড়ি থেকে নেমে যাই। গাড়িতে তখন যাত্রী হিসেবে শুধু রূপা ছিল। আমি নামার সময় সুপারভাইজারকে বলি, রূপাতো একা তাই ওকে শেরপুর গাড়িতে তুলে দিয়েন। রাত হওয়ায় আমি গাড়ির নম্বর

লিখে নেই। গাড়ির নম্বর ছিল (ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩)। এরপর রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় হাফিজ ভাই আমাকে ফোন করে জানায় রূপাকে পাচ্ছি না। তুমি ওকে একটু ফোন করো। তখন আমি রূপাকে ফোন করলে তার ফোন বন্ধ পাই। এর পরে আর তার সাথে যোগাযোগ করতে পারি নাই। গাড়ির সুপারভাইজার ছবর আলী ডকে আছে। অন্য আসামিরাও ঐ দিন গাড়িতে ছিল।

পি.ডব্লিউ-১০ মোঃ হাফিজুর রহমান এবং পি.ডব্লিউ-১১ মোঃ আব্দুল বারিক এর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, রূপা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে বগুড়া থেকে ছোঁয়া পরিবহনের গাড়িতে উঠেছিল। এছাড়া রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পি.পি যুক্তিতর্ক শুনানীকালে ডিসিসড রূপার শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারী টেষ্টের Admit Card [Name: Mst. Rupa Khatun, Father's Name: Md. Zelhaque Pramanik, Roll No. 40403245, Exam Date & Time: 25 August 2017 (Friday AT 03:00PM-04:00PM) Venue: Govt. Azizul Haque College, Bogra Sadar, Centre Name: Bogra] (প্রদর্শনী-২৫) দাখিল করেন যাতে প্রমাণিত হয় যে, ডিসিসড রূপা ঐ তারিখে বগুড়াতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল।

অত্র মামলায় কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নাই। অপরাধ সংঘটনের সময় আসামি ৫ জন ও ডিসিসড রূপা গাড়িতে ছিল। আসামি ৫ জন আটকের পর তারা স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দোষস্বীকার করে। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পিপি যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বলেন, আসামিরা স্বেচ্ছায় দোষস্বীকার করায় উক্ত দোষস্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তারা সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। অপর দিকে আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন, ব্যাপক নির্যাতন এবং ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে আসামিদের দোষস্বীকারোক্তিতে বাধ্য করায় এটা স্বেচ্ছা প্রণোদিত নয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে দোষস্বীকারোক্তির মিল না থাকায় এটা সত্যও নয়। সেজন্য উক্ত দোষস্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আইনানুযায়ী আসামিদের শাস্তি দেয়ার কোন সুযোগ নাই।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দের উপরিউক্তদাবীর প্রেক্ষিতে আসামিদের দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

আসামি মোঃ শামীম দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে,

> ''আমার নাম মোঃ শামীম। আমার বাড়ী ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায়। আমি ময়মনসিংহ-বগুড়া রুটে চলাচলকারী ছোঁয়া গাড়ির হেলপার। আমাদের গাড়ী ময়মনসিংহ বগুড়া রুটে চলাচল করে। আমাদের গাড়ির নম্বর ঢাকা-মেট্টো-ব-১৪-৩৯৬৩। গত ২৫-০৮-১৭ইং তারিখ প্রতিদিনের মতো আমাদের গাড়ি বগুড়া থেকে রওনা দেয়। প্রতিদিন বিকাল ৫.০০টায় রওনা দেয়। ঐ দিন রাস্তায় জ্যাম থাকায় সন্ধা ৭.৩০ টায় বাস বগুড়া থেকে রওনা দেয়। বগুড়ার চার মাথা থেকে গাড়ী ছাড়ে। বগুড়া থেকে রওনা দেওয়ার সময় মোট অনুমান ৬/৭জন যাত্রী ছিলো। বনানী বাসস্ট্যান্ড থেকে ২জন মহিলা সহ কয়েকজন যাত্রী উঠে। পরে একে একে মহিলা যাত্রী সহ অন্যান্য যাত্রী নেমে পড়ে রাস্তায়। সিরাজগঞ্জ রোড পার হওয়ার পর একজন মহিলা ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিলো না। ঐ গাড়ীতে ঐ মহিলা ছাড়া আমরা গাড়ির স্টাফ মোট

৫জন ছিলাম। ড্রাইভার ছিলো হাবিব, সুপারভাইজার ছবর আলী গেন্দু। তাদের বাড়ী মির্জাপুর। আমি, আকরাম আর মোঃ জাহাঙ্গীর ছিলাম ঐ গাড়ির হেলপার। আকরাম আর জাহাঙ্গীরের বাড়ী মির্জাপুরেই। যখন আমাদের গাড়ী সিরাজগঞ্জ পার হয়ে এলেঙ্গা পার হয়ে যায় তখন আমি বাসে থাকা ঐ মহিলা যাত্রীর কাছে যাই। তাকে জোর করে সামনের ছিট থেকে পিছনের ছিটে নিয়া যাই। তাকে প্রেমের প্রস্ড়াব দেই। সে রাজী হয় না। পরে কালিহাতী পার হলে আমি তাকে মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া জোর করে ধর্ষনের চেষ্টা করি। ঐ মহিলা যাত্রী অনেক বাঁচার চেষ্টা করে। সে তার কাছে থাকা পাঁচ হাজার টাকা এবং মোবাইল ফোন আমাকে দিয়া দেয় এবং তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করে। আমি শুনি নাই। তাকে জোর করে আমি ধর্ষণ করি। পরে হেলপার আকরাম ও মোঃ জাহাঙ্গীর ধর্ষণ করে। আমাদের এই ঘটনা ড্রাইভার ও গেন্দু দেখে ফেলে। পরে আমি ও অন্যরা মিলে ঐ মেয়েটার ঘার ভেঙ্গে ফেলি। ঘার ভাঙ্গতে আকরাম ও মোঃ জাহাঙ্গীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে। ড্রাইভার ও গেন্দু পুরো বিষয়টি জানতো। পরে গাড়ী যখন পঁচিশমাইল পার হয় তখন গাড়ির ড্রাইভার হাবীব গাড়ী একটু স্ে-া করে তখন আমরা হত্যার উদ্দেশ্যে ঐ মেয়েটিকে ফেলে দেই। ড্রাইভার হাবীব ও সুপারভাইজার পুরো বিষয়টি জানে। পরে তার সাথে থাকা ভ্যানেটি ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস রাস্ড়ায় ফেলে দেই। ঐ মেয়ের মোবাইল এবং ৫,০০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকা আমি নেই। পরে মধুপুর বাসস্ট্যান্ডে গতকাল ২৯-০৮-২০১৭ রাতে আমাকে পুলিশ ধৃত করে। সেখান থেকে থানায় নিয়া যায়”।

আসামি মোঃ শামীমের দেয়া তথ্য মতে তার বাড়ি থেকে ডিসিসড রূপার ব্যবহৃত কালো রং এর SYMPHONY XPLORER W68 মডেলের মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়। উক্ত উদ্ধারের সমর্থনে মোঃ হযরত আলী ও মোঃ রুবেল মিয়া বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদান করে এবং অত্র ট্রাইব্যুনালে যথাক্রমে পি.ডব্লিউ-১৩ ও পি.ডব্লিউ-১৪ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উক্ত উদ্ধারের বিষয়টি প্রমাণ করেন। ডিসিসড রূপার ভাই মোঃ হাফিজুর রহমান পি.ডব্লিউ-১০ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে উক্ত মোবাইলটি তার বোন রূপার বলে নিশ্চিত করেন।

আসামি মোঃ শামীমের দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডকারী বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আমিনুল ইসলাম পি.ডব্লিউ-২২ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন, তিনি বিধি মোতাবেক আসামির দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করেন। এতে আসামি এবং তিনি স্বাক্ষর করেন। আসামি পক্ষ জেরায় এমন কোন ত্রুটি বের করতে পারেন নাই যাতে দোষস্বীকারোক্তির বিষয়ে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

আসামী আকরাম দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে,

আমি বগুড়া ময়মনসিংহ ছোয়া নামক গাড়ির হেলপার। উক্ত গাড়ির রেজিঃ নং ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩। গত ২৫-০৮-২০১৭ইং তারিখ সন্ধা ৭.৩০ঘটিকার সময় বগুড়া চার মাথা হতে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে গাড়ীটি ছাড়ে। বগুড়া বনানী বাসস্ট্যান্ড থেকে দুইজন মহিলা যাত্রী সহ আরো কিছু যাত্রী ঐ গাড়িতে উঠে। পরে গাড়ীটি ছাড়ার পর বিভিন্ন জায়গায় যাত্রীরা নেমে পড়ে। সিরাজগঞ্জ রোড পার হবার পর একজন মাত্র মহিলা গাড়ীতে থাকে। ঐ মহিলাকে

> ধর্ষনের উদ্দেশ্যে আর অন্য কোন যাত্রীতে গাড়ীতে তুলি নাই। এলেঙ্গা পার হয়ে বাসের হেলপার শামীম ঐ মেয়েকে জোর পূর্বক পিছনের ছিটে নিয়ে যায়। কালিহাতী পার হবার পর ঐ মেয়েকে শামীম জোর পূর্বক ধর্ষনের চেষ্টা করলে মেয়েটি বাধা দেয় এবং তার কাছে থাকা একটি মোবাইল ফোন এবং পাঁচ হাজার টাকা দেয়। কিন্তু শামীম মোবাইল ফোন ও ঐ টাকা নিয়ে ঐ মেয়েকে ধর্ষণ করে। পরে আমি ঐ মেয়েকে ধর্ষণ করি। এর পর বাসের আরেক হেলপার জাহাঙ্গীরও ঐ মেয়েকে ধর্ষণ করে। পরে আমরা তিনজন মিলে মেয়েটির ঘাড় মটকিয়ে হত্যা করি। হত্যার সময় ড্রাইভার হাবীব এবং সুপারভাইজার গেন্দু ঐ হত্যাকান্ডটি দেখে ফেলে। মধুপুর বাজার পার হবার পর ড্রাইভার হাবীব এবং সুপারভাইজার গেন্দুর সহযোগিতা য় আমরা ঐ লাশটি রাস্ত্মার উপর ফেলে দেই। যেখানে লাশ ফেলে দেই সেই জায়গাটির নাম পচিশ মাইল। আমরা এই পাঁচ জনই ঐ মেয়েটিকে হত্যার সাথে জড়িত। এই আমার জবানবন্দী। উক্ত পাঁচ হাজার টাকা থেকে আমি দুইহাজার ট াকা ভাগ পাই।

আসামি আকরামের দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডকারী বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: গোলাম কিবরিয়া পি.ডব্লিউ-২১ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন, তিনি বিধি মোতাবেক আসামির দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করেন। এতে আসামি এবং তিনি স্বাক্ষর করেন। আসামি পক্ষ জেরায় এমন কোন ত্রুটি বের করতে পারেন নাই যাতে দোষস্বীকারোক্তির বিষয়ে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

আসামী মো: মো: জাহাঙ্গীর আলম দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে,

> গেছে শুক্রবার তারিখ ২৫/০৮/১৭ইং সন্ধা ৭.৩০ঘটিকায় ছোয়া নামক গাড়ীতে একজন মহিলা বগুড়ার বনানী নামকস্থান হতে উঠে। আমি উক্ত গাড়ীতে হেলপার হিসেবে ২৪ঘন্টা কাজ করতাম। গাড়ীতে আকরাম(হেলপার) হাবিব (ড্রাইভার) সবর আলী@গেন্দু মিয়া(কন্ট্রাক্টর), শামীম(হেলপার) হিসেবে কর্মরত ছিল। ঐ দিন গাড়ীতে মোট দুই জন মহিলা ছিল। একজন মহিলা সিরাজগঞ্জ রোডে নেমে পড়ে। সিরাজগঞ্জের রোডে গাড়ির অপরাপর যাত্রীগন নেমে পড়ে। শুধু একজন মহিলা গাড়ীতে অবস্থান করছিল। ছোঁয়া গাড়ী যখন এলেঙ্গা পার হয়ে কালিহাতী আসে তখন হেলপার শামীম মহিলা যাত্রীকে গাড়ির পেছনের দিকে নিয়ে যায়। মহিলা তখন শামীমকে ৫০০০/- টাকা দিয়ে বলে আমার সাথে খারাপ কাজ করো না। শামীম টাকা নিয়ে তার কাছে রেখে দেয়। কালিহাতী ও হামিদপুরে মাঝামাঝিস্থ ব্রীজের নিকট গাড়ী আসলে শামীম মহিলার উরনা নদীতে ফেলে দেয়। তখন মহিলা চিৎকার শুরু করে। মহিলার চিৎকার শুনে হেলপার আকরাম গাড়ির পিছনে যায়। তখন শামীম মহিলাকে ধর্ষণ করতেছিল। গাড়ির পেছনের সকল লাইট বন্ধ করে দেয়। শামীম ধর্ষণ করার পর গাড়ির সামনের দিকে আসলে আকরাম মহিলাকে ধর্ষণ করে। তার পর আমি পেছনে যেয়ে দেখি আকরাম ঐ মহিলা যাত্রীকে ধর্ষণ করতেছে। আকরাম ধর্ষণ করার পর আমি ধর্ষণ করতে গেলে মহিলাটি আমাকে ধর্ষণ করতে নিষেধ করে। কিন্তু আমি নিষেধ গ্রাহ্য না করে মহিলাটিকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করি। আমার ধর্ষণ করা শেষ হলে গাড়ী মধুপুর

বাজারে পৌঁছায়। মধুপুর বাজারে গাড়ী পৌঁছানোর পর মেয়েটি চিৎকার শুর‍ু করলে সুপারভাইজার ঘুম থেকে উঠে পড়ে। মধুপুর বাজার পার হয়ে গাড়ী চলা শুর‍ু করলে শামীম মহিলার নিকট যায় তখন শামীম, আকরাম ও আমাকে ডেকে পেছনে নিয়ে যায়। আমি মহিলার দুই হাত শক্ত করে চেপে ধরি এবং আকরাম মহিলার দুই পা শক্ত করে চেপে ধরে এবং শামীম মহিলার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলে। তখন মহিলা মারা যায়। গাড়ী পচিশ মাইল গড়ের মাঝখানে আসলে আমি , শামীম ও আকরাম মহিলার মৃত দেহ গাড়ী থেকে নিচে ফেলে দেই। গাড়ির ড্রাইভার হাবীবকে আকরাম গাড়ী থামাইতে বললে সে গাড়ী থামায়। তখন আমরা মহিলার লাশ নিচে ফেলে দেই।

আসামি মোঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডকারী বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শামছুল আলাম পি.ডব্লিউ-২৩ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন, তিনি বিধি মোতাবেক আসামির দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করেন। এতে আসামি এবং তিনি স্বাক্ষর করেন। আসামি পক্ষ জেরায় এমন কোন ক্রুটি বের করতে পারেন নাই যাতে দোষস্বীকারোক্তির বিষয়ে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

আসামি মোঃ ছবর আলী দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে,

আমি ছোয়া গাড়ির সুপার ভাইজার, তারিখ স্মরন নাই। গত শুক্রবার সন্ধা ৭.০০ ঘটিকায় বগুড়ার চার মাথা থেকে গাড়ী ছাড়ে, বনানী থেকে দুইজন মহিলা ও তিন জন পুর‍ুষ গাড়ীতে উঠে। গাড়ী এলেঙ্গা আসলে একজন মহিলা ছাড়া অপর সকল যাত্রী নেমে যায়। তখন আমি সামনের ছিটে ঘুমাইয়া পড়ি। গাড়ী মধুপুর আসলে আমার ঘুম ভাঙ্গে। মহিলার চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভাঙ্গে। তখন আমি শামীম, আকরাম ও জাহাঙ্গীরকে চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে কিছু হয় নাই। আমি মেয়েটির চিৎকার শুনার পরও পেছনে যাই নাই। আমি আসামীদের অপরাধ করতে নিষেধ করি নাই। অতঃপর পঁচিশমাইল আসলে শামীম, আকরাম ও মোঃ জাহাঙ্গীর মহিলা যাত্রীর মৃত দেহ গাড়ির গেটের সামনে নিয়ে আসে। গাড়ী ড্রাইভার হাবীব একটু থামাইলে শামীম আকরাম ও মোঃ জাহাঙ্গীর মহিলা যাত্রীর মৃত দেহ রাস্তার পাশের ঝোপে ফেলে দেয়। তারপর গাড়ী চলতে থাকে। কিছু দূর যাওয়ার পর শামীম মৃত মহিলার হাত ব্যাগ গাড়ির বাহিরে ফেলে দেয়। অতপর গাড়ী ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় পৌছায় এবং আমি আমার বাসায় চলে যাই।

আসামি মোঃ ছবর আলীর দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডকারী বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শামছুল আলাম পি.ডব্লিউ-২৩ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন, তিনি বিধি মোতাবেক আসামির দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করেন। এতে আসামি এবং তিনি স্বাক্ষর করেন। আসামি পক্ষ জেরায় এমন কোন ক্রুটি বের করতে পারেন নাই যাতে দোষস্বীকারোক্তির বিষয়ে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

আসামী মোঃ হাবীব মিয়া দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে,

আমি প্রায় আড়াই বছর যাবত ময়মনসিংহ বগুড়া চলাচলকারী ছোঁয়া এক্সপ্রেস নামকবাস চালাই। সুপারভাইজার ছবর আলী(৫০), সাং-মির্জাপুর, সদর, ময়মনসিংহ, হেলপার

শামীম(৩২), সাং-মুক্তাগাছা নন্দিবাড়ী, ময়মনসিংহ, হেলপার আকরাম(৪০), সাং-মির্জাপুর সদর, ময়মনসিংহ, হেলপার জাহাঙ্গীর(২২), সাং-মির্জাপুর সদর, ময়মনসিংহ। গত ২৫/০৮/১৭ইং সন্ধা ৭.০০টার পরে বগুড়ার চার মাথা হতে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে রওনা করি। সেদিন যাত্রী কম ছিলো। যাত্রীদের মধ্যে ২জন মহিলা ছিলো। একজন মহিলা সহ বেশির ভাগ যাত্রী রাস্ত্মায় নেমে পড়েছিল। এলেঙ্গা পার হওয়ার পরে গাড়ীতে নিহত ভিকটিম ব্যতিত প্রায় কোন যাত্রী ছিল না। মেয়েটি ড্রাইভারের পিছনে লোহার সিটের পরে ২ সারি পরের সিটে বসেছিল। এলেঙ্গা পার হয়ে শামীম মেয়েটিকে ডেকে পিছনে নিয়ে যায়। সে সময় অনুমান রাত ১০.০০ হবে। শামীম আমাকে বলে ওস্ত্মাদ রাত হয়ে গেছে গেইট লক করে দিই। আমি বলি দেগা। তখন দুইটা লাইট জ্বলছিলো। শামীম, আকরাম ও মোঃ জাহাঙ্গীর মেয়েটিকে খুন করার ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে মেয়েটি তার নিকট থাকা ৫০০০/- টাকা ও মোবাইল দিলেও মেয়েটির অনুরোধ অগ্রাহ্য করে তার কাপড় চোপড় ছিড়ে শামীম প্রথমে ধর্ষণ করে এর পর আকরাম ও মোঃ জাহাঙ্গীর ধর্ষণ করে। ছবর আলী সেই সময় ঘুমিয়েছিল বলে জানায়। শামীম, আকরাম ও মোঃ জাহাঙ্গীর ধর্ষণ করার পর মেয়েটিকে ঘাড় মটকে হত্যা করে মধুপুরের পচিশ মাইল এলাকায় মেয়েটির দেহ ছুড়ে ফেলে দেয়। সে সময় খেয়াল করি মেয়েটির পরিহিত কাপড়ের বিভিণ্ন জায়গায় ছেড়া। টেলকী বাজার পর হয়ে মেয়েটির ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে দেয় যা পুলিশ উদ্ধার করেছে। পরের দিন আমি প্রতিদিনের মত গাড়ী নিয়ে ছবর আলী, শামীম, মোঃ জাহাঙ্গীর ও লিটনকেসহ বগুড়া যাই। মেয়েটির লাশ ফেলার সময় শামীমদের কথামত আমি গাড়ী স্ে-া করেছিলাম। ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করেছে যা আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম পুলিশকে।

ডিসিসড রূপার ভ্যানিটি ব্যাগ ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে সকাল ৮.২৫ টায় টেলকী বাজারের পূর্বপাশে জনৈক জবে মিয়ার কলার বাগান সংলগ্ন জঙ্গল থেকে ড্রাইভার আসামি মোঃ হাবীব এর দেখানো মতে উদ্ধার করা হয়। এর সমর্থনে মোঃ লাল মিয়া পি.ডব্লিউ-৯, মোঃ হাফিজুর রহমান পি.ডব্লিউ-১০ মোঃ হাসমত আলী পি.ডব্লিউ-১৩ এবং আব্দুল হান্নান পি.ডব্লিউ-১৯ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে উদ্ধারের সত্যতা প্রমাণ করেন।

আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বলেন, আসামি শামীমের ফেলে দেয়া ভ্যানিটি ব্যাগ আসামি হাবীবকে দিয়ে কীভাবে উদ্ধার করা সম্ভব। এটা সম্ভব এই জন্য যে, আসামিরা সবাই একই গাড়িতে ছিল; সবার সামনেই আসামি শামীম ডিসিসড রূপার ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে দেয়। সেজন্য ঐ ব্যাগ আসামি হাবীবকে দিয়ে উদ্ধার করায় কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

আসামিদের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আরো বলেন, আয়না চিরুণী, ছবিসহ ভ্যানিটি ব্যাগ ডিসিসড রূপার ভাই হাফিজুর রহমান পুলিশকে সরবরাহ করেন। কিন্তু হাফিজুর রহমানের সাক্ষ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বোঝ যায়, হাফিজুর রহমান তার বোনের খোঁজে আসার সময় তার বাবার সাথে বোনের ছবি নিয়ে আসার কোন কারণ নাই। এছাড়া তার বোনের খোঁজে ২৮/০৮/২০১৭ তারিখে মধুপুর থানায় আসার পরে গাড়িসহ আসামিদের আটকের পর সকালে ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধারের মাঝে তার সিরাজগঞ্জ গিয়ে পিতার

সাথে রূপার একটি ছবি নিয়ে আসার বিষয়ে আসামি পক্ষের সুনির্দিষ্ট জেরা এবং সাজেশন না থাকায় কোন সন্দেহ নেই যে উদ্ধারকৃত ভ্যানিটি ব্যাগে আয়না, চিরুণী ও ছবি রূপার সাথেই ছিল এসব তার ভাই সরবরাহ করে নাই।

এছাড়া রূপার সাথে পরীক্ষার Admit Card প্রয়োজনীয় বই পত্র এবং লাগেজ না থাকার বিষয়ে আসামি পক্ষের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, ভিকটিমকে যাতে সনাক্ত না করা যায় সেজন্য আসামিরা তার Admit Card ধ্বংস করে ফেলে। সাধারণত চাকরির ইন্টারভিউতে একদিনের জন্য আসায় কোন বই পত্র বা লাগেজ কেউই বহন করতে চায় না। এক্ষেত্রেও তেমন টাই ঘটেছে। রূপার সাথেও কোন বই পত্র ছিল না।

এছাড়া জবে মিয়ার কলার বাগান না জঙ্গল থেকে উদ্ধারের বিষয়ে বলা যায়, বনের ভিতর কিছু জমি ঘিরে কলা বাগান করা হয়েছে। সেজন্য সাক্ষীদের কলার বাগান আর জঙ্গলের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে না পাওয়াই স্বাভাবিক। এর জন্য জব্দ করার স্থান নিয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আসামি মোঃ হাবীবের দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডকারী বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রুপন কুমার দাশ পি.ডব্লিউ-২৪ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন, তিনি বিধি মোতাবেক আসামির দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করেন। এতে আসামি এবং তিনি স্বাক্ষর করেন। আসামি পক্ষ জেরায় এমন কোন ত্রুটি বের করতে পারেন নাই যাতে দোষস্বীকারোক্তির বিষয়ে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

আসামি মোঃ শামীম, আকরাম, মোঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম রূপাকে ধর্ষণ শেষে হত্যার কথা স্বীকার করে। এছাড়াও আসামি তিনজনের চেহারা নেশাখোরদের মতো। ঘটনার রাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এমন ছিল যে একজন সুন্দরী মহিলা যাত্রীকে একা পেয়ে তাদের মতো পাষাণ প্রকৃতির নরপশুদের ধর্ষণ না করার কোন কারণই নাই।

সুরতহাল প্রতিবেদনে ধর্ষণের কোন উল্লেখ না করে উক্ত বিষয়সহ মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য এজাহারকারী লাশ ময়না তদন্ত করতে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল টাঙ্গাইলে প্রেরণ করেন। লাশের ময়না তদন্ত শেষে ময়না তদন্ত রিপোর্টি (প্রদর্শনী-১৩ ও ১৪) দাখিল করা হয়। উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে ময়না তদন্তকারী ডাঃ মোঃ সাইদুর রহমান খান পি.ডব্লিউ-১৬ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন, লাশে নিম্ন লিখিত injury পাইঃ-

Splint lacerated injury ($2\frac{1}{2}$” X $\frac{2}{3}$” X bone fracture) in occipito parietal region of left side of head.

Splint lacerated injury measuring (1” X $\frac{1}{3}$” X skull bone) in occipito parietal area of left side.

Massive abrasionin lower back of left side.

Multiple abrasion in right hand from elbow to finger, in left feet and ankle area and sole.

Scalp lacerated injury and clotted blood found under it.

Skull fractured in occipital bone (left side) and

posterior portion of parietal bone (left side).

Brain was injured and one epidural haematoma (3” X $2\frac{1}{2}$”) found in occipito parietal area of brain.

Uterus-small, empty, healthy. External genitalia-labia majora and minora separated, vaginal opening dilated, posterior rommisure congested.

Deep dessection done and mentioned columnwise. Left side of occipito parietal bone found fracture. One haematoma (3” X $2\frac{1}{2}$”) found in occipito-parietal area of Brain (left side). Highly vaginal swab preserved and sent for spermatozoa and DNA test. Four teeth preserved and sent for DNA test.

আমরা DNA পরীক্ষায় ফলাফলের জন্য মতামত Pending রাখি।

আমরা লাশটি পাই অরণখোলা পুলিশ ফাঁড়ির GDE NO. 504 date 25.08.2017 মূলে।

পরবর্তীতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার চিঠির প্রেক্ষিতে injury এর ভিত্তিতে আমরা ১১/০৯/২০১৭ তারিখে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করি। এ সময় ডিসিসডের পরিচয় সনাক্ত হয়। সে ছিল রূপা খাতুন আমরা ময়নাতদন্ত রিপোর্টের ১১ নং কলামের injury এর ভিত্তিতে opinion দেই।

Final opinion-In our opinion death was due to shock and haemorrhage resulting from above mentioned injuries which was antemortem and homicidal in nature. There was sign of recent forceful sexual intercourse in genitalia.

আমরা প্রথম ময়না তদন্তেই ধর্ষণের আলামত পাই।

তিনি জেরাতে এমন কিছু বলেন নাই যা উক্ত রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করে। ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে ডিসিসড রূপার শরীরে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে।

ডিএনএ প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-২৩) বীর্যের উপস্থিতি সনাক্ত না হওয়া আলামত সমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণের অভাবের জন্য হতে পারে। তবে ময়না তদন্ত রিপোর্টে (প্রদর্শনী-১৩) ধর্ষণের আলামত পাওয়া যাওয়ায় এবং আসামিরা দোষস্বীকারোক্তিতে ধর্ষণের কথা স্বীকার করায় সর্বোপরি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে আসামিরা ডিসিসড রূপাকে যে ধর্ষণ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বলেন, দোষস্বীকারোক্তিতে আসামিদের রূপার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলার কথা বলা হলেও সুরতহাল প্রতিবেদন ও ময়না তদন্ত রিপোর্টে ঘাড় ভাঙ্গার কোন কথা নাই। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পিপি বলেন, গাড়ির ভিতরে সিটের মাঝে অন্ধকারে ভিকটিমকে ধর্ষণ শেষে ঘাড় ও মাথা ধরে চাপ দেওয়ায় সিটের সাথে মাথা লাগার শব্দকে আসামিরা ঘাড় ভাঙ্গার শব্দ বলে মনে করেছে। প্রকৃত পক্ষে এরকম ঘটনাই ঘটেছে। অন্ধকারে বাসের সিটের ভিতর ছোট জায়গাতে তিনজন আসামির ভিকটিমকে মেরে ফেলার সময় ধস্তাধস্তিতে যে শব্দ হয় তাকে তারা ঘাড় মটকানো শব্দ বলে ভুল করেছে।

এজন্য তার মাথায় আঘাত লাগে এবং ব্রেনও ক্ষতিগ্রস্থ হয় যা ময়না তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আসামিদের রেকর্ডকৃত দোষস্বীকারোক্তিতে কতিপয় ভুল যেমন সময়, নাম, পদবী, গ্রেফতার না আটকাবস্থা না লেখা এবং স্বাক্ষরের কলাম না থাকলেও স্বাক্ষর করা এবং আসামিরা ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও শুদ্ধ ভাষায় রেকর্ড করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এসব ভুল ত্রুটির জন্য এর বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

উক্তরূপ দাবীর প্রেক্ষিতে বলা যায়, এরকম যেকোন ভুলভ্রান্তি ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৩৩ ধারানুসারে সংশোধনযাগ্য। আর দোষস্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার কোন ধারাবাধা নিয়মও নেই। এই বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টে বিভাগের Ratan Kha Vs The State মামলার রায় [40 DLR (1988) 186] বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। উক্ত মামলার রায়ে বলা হয়েছে,

Any irregularity in recording the confession is curable u/s. 533 Cr.P.C

In the case of Haripada Devnath and another Vs. The State, 19 D.L.R (Dhaka) 573, it has been held that there is no absolute rule that a confessing accused should be given three hours’ time or any specific time for reflection. The rule referred to at the confessional form has not the force of law. Besides, any irregularity in recording a confession is curable under section 533 Cr.P.C.......... (16)

উক্ত রায়ের আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এসব ভুলের জন্য এর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয় নাই।

আলোচ্য মামলার আসমিদের দোষস্বীকারোক্তি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আসামিদের বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করা হলে তাদের চিন্তাভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়, তাদের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই, দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ডের সময় আসামি দৃষ্টি সীমার মধ্যে কোন পুলিশ ছিলনা। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে দোষস্বীকারোক্তি ফরমের ৫ নম্বর কলামের ৫টি প্রশ্ন যথা-

5. I now carefully explain afresh to the accused-

1) That I am not an officer of police but a magistrate;
2) That he is not bound to make a confession;
3) That if he does make a confession it may be used in evidence against him;
4) That he should not say anything because others have told him to say it but is at liberty to say whatever he really desires to say;
5) That he should say nothing which is untrue;

আসামিদের ৫টি প্রশ্ন বাংলায় বুঝিয়ে দিয়ে রেকর্ডকারী ম্যাজিস্ট্রেট এর নিচে স্বাক্ষর করেন।

উক্ত ফরমে ৬নং নম্বর কলামেও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আসামিদের প্রশ্নোত্তর আকারে ৬ নম্বর কলাম পূরণ করেন। ৫টি স্বীকারোক্তিতেই নিম্ন লিখিত প্রশ্নোত্তর আছে যথা:-

6. In order to ascertain whether the accused is prepared to make a statement of his own free will, he is next examined as follows:-

Questions	Answers and any further statement made by the Accused

১) আমি পুলিশ নই, ম্যাজিস্ট্রেট, জানেন কী? উঃ হ্যাঁ, জানি।

২) আপনি দোষস্বীকার করতে বাধ্য নন, জানেন কীঃ উঃ হ্যাঁ, জানি।

৩) দোষস্বীকার করলে উক্ত দোষ আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে, জানেন কীঃ উঃ হ্যাঁ, জানি।

৪) দোষস্বীকারে আপনাকে কেউ কী ভয়ভীতি প্রলোভন দিয়েছে? উঃ না, দেয় নাই।

৫) দোষস্বীকারের ফলাফল সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন তো? উঃ হ্যাঁ, আছি।

৬) আপনি দোষস্বীকার না করলেও আপনাকে আর পুলিশ রিমান্ড দেয়া হবে না, জানেন তো? উঃ হ্যাঁ, জানি।

৭) আপনি সত্য কথা বলবেন তো? উঃ হ্যাঁ, বলবো।

এর পরে যথারীতি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আসামিদের দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করে নিজে স্বাক্ষর করেন এবং দোষস্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামিরাও স্বাক্ষর করে। দোষস্বীকার রেকর্ডের পরে রেকর্ডকারী ম্যাজিস্ট্রেট মেমোরেনডাম এ স্বাক্ষর করেন।

I have explained to (name: মোঃ শামীম, মোঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, আকরাম, মোঃ হাবীব, মোঃ ছবর আলী @ গেন্দু,) that he is not bound to make a confession and that if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him.

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
(ম্যাজিস্ট্রেট)

সেজন্য আসামিদের দোষস্বীকারোক্তি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টে বিভাগের The State Vs Md. Foysal Bin Nayem @ Dip and another মামলার রায় যা [2017(2) LNJ 239] বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

> **The expression `confession' has been defined by Stephen in his `Digest of the Law of Evidence' that a confession is an admission made at any time by a person charged with crime, stating or suggesting the inference that the committed the crime'-The presence of a magistrate is a safe-guard and guarantees the confession as not made by influence. When a confession is taken by a public servant there is a degree of sufficient guarantee for the presumption that everything was formally, correctly and duly done........ (130)**

``....................the confessional Statement of Munir Ext. 50 recorded in accordance with the provision of section 164 of the code of Criminal Procedure was signed by the confessing accused and the Magistrate and, as such, the Court shall presume under section 80 of the Evidence Act that the document is genuine and that the statement as to the circumstances under which it was taken by the Magistrate are true and the confession was duly taken'' [State- Vs- Munir and another, reported in 1 BLC, 345]...... (132)

আসামিদের দোষস্বীকারোক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত ও সত্য হওয়ায় এবং রেকর্ডকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিধি মোতাবেক দোষস্বীকারোক্তি রেকর্ড করে নিজে এবং আসামির স্বাক্ষর গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে রেকর্ডকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোঃ গোলাম কিবরিয়া পি.ডব্লিউ-২১, মোঃ আমিনুল ইসলাম পি.ডব্লিউ-২২, মোঃ শামছুল আলম পি.ডব্লিউ-২৩ এবং রুপন কুমার দাশ পি.ডব্লিউ-২৪ হিসেবে অত্র ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদান করায় উক্ত দোষস্বীকারোক্তি আইনানুযায়ী গ্রহণযোগ্য হওয়ায় আসামিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে।

আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাবী করেন, আসামিদের নির্যাতন ও মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে আদায় করলেও পরবর্তীতে তারা এটা প্রত্যাহার করায় উক্ত দোষস্বীকারোক্তি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না।

আসামিরা পুলিশি নির্যাতনে দোষস্বীকার করেছে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা তারা খুবই ঠান্ডা মাথার হিংস্র অপরাধী। এতবড় একটি অপরাধ করার পরেও তাদের মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নাই, তারা খুবই স্বাভাবিকভাবে নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করে যাচ্ছে। একজন স্বাভাবিক মানুষ বা সাধারণ অপরাধীও কোন অপরাধ করার পরে কিছু দিনের জন্য নিজেকে আড়াল করে। এক্ষেত্রে আসামিরা ব্যতিক্রম। এতোবড় একটি আপরাধ করার পরেও তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে বোঝা যায় তারা পূর্বে থেকেই বিভিন্ন রকম জঘন্য অপরাধ কাজে

অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রথমবারের মতো এতোবড় একটি ঘটনা ঘটিয়ে কোন মানুষই এরকম স্বাভাবিক আচরণ করতে পারবে না। এরকম আসামিরা শুধুমাত্র চাপের মুখে কোন কিছু স্বীকার করবে তা ভাবার কোন অবকাশ নাই। এছাড়া ৫ জন আসামির মধ্যে ৩ জন আসামি ধর্ষণ শেষে হত্যার কথা স্বীকার করে। বাকী দুজন ধর্ষণ বা হত্যার কথা স্বীকার করে নাই। যদি নির্যাতনের মাধ্যমে দোষস্বীকারোক্তি করানো হতো তাহলে সব আসামিকেই ধর্ষণ এবং হত্যার কথা স্বীকার করানো যেত। আসামিদের মধ্যে ছবর আলী বেশী বয়সি এবং ড্রাইভার হাবীব অপেক্ষাকৃত দুর্বল শরীরের হওয়ায় তাদের নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতাও অপেক্ষকৃত কম হবে। শুধু নির্যাতনের মাধ্যমেই যদি দোষস্বীকারোক্তি আদায় করা হতো তাহলে এই দুজন আসামি প্রথমেই হত্যা ও ধর্ষণের কথা স্বীকার করতো। কিন্তু এই দুজন আসামি ধর্ষণ ও হত্যার কথা স্বীকার করে নাই। ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে রাত ১.৩০ টায় আসামি শামীম ও জাহাঙ্গীরের সাথে মোঃ লিটন মিয়াকে আটক করা হয়। লিটন মিয়া ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে ঐ গাড়িতে না থাকায় পুলিশ তাকে পরে ছেড়ে দেয়। যদি মিথ্যাভাবেই আসামিদের আটক এবং নির্যাতনের মাধ্যমে দোষস্বীকার আদায় করতো তাহলে লিটনকে পুলিশের ছেড়ে দেওয়ার কোন কারণ ছিল না। তাকেও মামলায় জড়িয়ে দোষস্বীকার করাতে পারতো। এই সব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আসামিদের দোষস্বীকারোক্তি নির্যাতনের মাধ্যমে আদায় করা হয় নাই। তারা নিজেদের জড়িয়ে স্বেচ্ছায় দোষস্বীকার করেছে এবং সত্য ঘটনা বলেছে। তাই এখন প্রত্যাহার করলেও আইনানুযায়ী এই দোষস্বীকারোক্তি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে।

এই বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টে বিভাগের State Vs Noor Islam & ors মামলার রায় [31 BLD (HCD)(2011) 285] বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। উক্ত মামলার রায়ে বলা হয়েছে,

Once a confession is found to be true and voluntary, the conviction could be based solely on confession, even if it is retracted.

In the absence of any positive material to the contrary, the presumption of correctness of recording the confessional statements upon observing all the required legal formalities can very well be inferred and we have reason to believe that P.W 17, on being satisfied that the accused would freely and voluntarily confess their guilt, recorded their confession and that accused also made no complaint before the magistrate. We do not find any cogent reason as to why self-implication of the condemned prisoners in the commission of offence cannot be taken as true. Retraction of confession at an earliest opportunity some time may lend support to the defense plea that the confession was not voluntary one but for the bilated

retraction of a confession as in the present case, without any material to support it, no such inference can be drawn. Rather, the consensuses of judicial decisions are that an accused may be convicted even on retracted confession, if it is inculpatory and found to be voluntary and true. It has been further contended that prolonged police custody immediately proceeding the confession is sufficient, if not properly explained, to find the confession as involuntary. In the case of Abdur Rouf and others vs the state reported in 38 D.L.R 197, the delay in producing the accused before the Magistrate from the Police custody was ignored and it is held, in the absence of any positive material to the contrary, the presumption of correctness recording the confessional statement upon observing all formalities may very well be inferred. In the present case mere keeping three of the condemned prisoners in Police custody for two days does not ifso facto make the confession involuntary in nature. We are satisfied that all the legal formalities have been observed in this case by the magistrate in recording the confessional statements marked as Exts. 5, 6, 7 and 8 There is nothing on record to show that the condemned-prisoners made the confessions out of fear or torture or maltreatment of the police and or that the confession was the result of inducement.

আসামিরা নিজেদের জড়িয়ে যে দোষস্বীকার করে তা সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলে প্রতীয়মান হওয়ার পরে এরা এটা প্রত্যাহার করলেও এর ভিত্তিতে তাদের শাস্তি দেয়া যাবে।

আসামিদের দোষস্বীকারোক্তি নিজেদের জড়িয়ে সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়ায় উক্ত দোষস্বীকারোক্তি আইনানুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আসামি মোঃ শামীমের বাড়ি থেকে ভিকটিমের মোবাইল ফোন এবং আসামি হাবীবের দেখানো মতে ভিকটিম রূপার ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করায় এবং ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়ায় আসামিদের দোষস্বীকারোক্তি যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আসামিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে মামলার ঘটনাস্থল চিহ্নিত নয়, ঘটনাস্থলের কোন সাক্ষী না থাকা, ঘটনাস্থল রাস্তা না জঙ্গল প্রমাণিত নয় বলে দাবী করেন।

উক্তরূপ দাবীর প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রপক্ষ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে এটা পঁচিশমাইলের সুমী নার্সারীর সামনে। ঘটনাস্থল বন এলাকা হওয়ায় এত রাতে এখানে কোন সাক্ষী পাওয়া যায় নাই। ঘটনস্থলের সাথেই জলছত্র বড় বাজার হওয়ায় সেখানের লোকজনই সাক্ষী হয়েছে। সাধারণত ঘটনাস্থলের উপস্থিত ব্যক্তিরাই সাক্ষী হয়। এখানেও তাই হয়েছে।

ঘটনাস্থলের সাথের বাড়িতে ঘটনার সময় কোন লোক না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই কাউকে সাক্ষী করা যায় নাই। এখানে এই সব বিষয় নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

আসামি মো: শামীম, আকরাম ও মো: মো: জাহাঙ্গীর আলমের ডিসিসড রূপাকে গণধর্ষণ শেষে হত্যার অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে সমর্থ হওয়ায় তারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(২০০০ সনের ৮নং আইন) এর ৯(৩) ধারায় শাস্তি পাবে।

আসামি ড্রাইভার হাবীব ঘটনার সময় ছোঁয়া গাড়িটি চালাচ্ছিল। তার পিছনের সীট থেকে রূপাকে জোরপূর্বক আসামি মো: শামীম টেনে নিয়ে পিছনের সীটে বসিয়ে প্রেমের প্রস্তাব দিলে রূপা তাতে অস্বীকার করে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আসামিকে ৫০০০/- টাকা এবং তার মোবাইল ফোনটি দেয় এবং বাঁচার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করে। আসামি মো: শামীম এসবে কর্ণপাত না করে টাকা ও ফোন নেওয়ার পরেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এর পরে আসামি আকরাম ও মো: জাহাঙ্গীর ডিসিসড রূপার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তার বাধা নিষেধ অমান্য করে পালাক্রমে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এই সময় রূপা চিৎকার শুরু করলে আসামি মো: শামীম, আকরাম ও মো: জাহাঙ্গীর আলম রূপাকে হত্যা করে। ড্রাইভারের পিছনের সীট থেকে রূপাকে জোর পূর্বক পিছনের সীটে নিয়ে তিনজন মিলে তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ শেষে হত্যা করে। এই সময়ে রূপার বাঁচার আকুতি মিনতি চিৎকার কোন কিছুই ড্রাইভার হাবীবের না শোনার কোন কারণ নাই। অপরাধ সংঘটনের সময় গাড়িটি কমপক্ষে আনুমানিক ৩০-৪০ কিলোমিটার পথ চলে এবং এই পথে কমপক্ষে ৩টি উপজেলা সদর (কালিহাতী, ঘাটাইল, মধুপুর) বাসস্ট্যান্ড ছাড়াও আরো কয়েকটি বাসস্ট্যান্ড অতিক্রম করেছে। ড্রাইভার হাবীব আসামিদের ভয়ে তাদের কিছু না বলতে পারলেও অবশ্যই সে যেকোন একটি স্ট্যান্ডে বাস থামিয়ে আসামিদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারতো। এটা না করে সে আসামি শামীমের কথামতো গাড়ির দরজা বন্ধ করে আর কোন যাত্রী না তুলে কোন স্ট্যান্ডে না থামিয়ে আসামিদের গণধর্ষণ ও হত্যার অবারিত সুযোগ করে দিয়েছে। আসামি ড্রাইভার হাবীব যদি কোন স্ট্যান্ডে গাড়ি থামাতো তাহলে হয়তো গণধর্ষণের শিকার হওয়া থেকে রূপাকে রক্ষা করতে না পারলেও অবশ্যই তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারতো। এটা না করায় সে আসামিদের গণধর্ষণ ও হত্যায় সহযোগিতা করেছে। আসামিদের সহযোগিতার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের কথামতো গাড়ির গতি কমিয়ে রূপার লাশ গোপন করার জন্য পঁচিশমাইলে সুমী নার্সারীর সামনে বন এলাকায় চলন্ত গাড়ি থেকে লাশ ফেলে দেয়ায়। আসামি হাবীবের দেখানো মতে ডিসিসডের ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সাক্ষ্য দেয় যে, সে আসামিদের ডিসিসড রূপাকে গণধর্ষণ ও হত্যায় সরাসরি সহযোগিতা করেছে। সেজন্য সে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯(৩)/৩০ ধারায় শাস্তি পাবে।

আসামি মো: ছবর আলী @ গেন্দুর দোষস্বীকারোক্তি এবং অপরাপর আসামির দোষস্বীকারোক্তি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অপরাধ সংঘটনের সময় সে ঘুমিয়ে ছিল।

ডিসিসডের চিৎকার শুনে তার ঘুম ভাঙ্গলেও আসামিরা কিছু হয় নাই বললে সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙ্গলেও তার ঘুমের আবেশ কাটতে না কাটাতেই আসামিরা রূপাকে মেরে ফেলে। একজন ঘুমন্ত মানুষ আর মৃত মানুষের মধ্যে শ্বাস নিশ্বাস গ্রহণ ও বর্জন ছাড়া তেমন কোন পার্থক্য নাই। একজন ঘুমন্ত মানুষের পক্ষে তার পাশে কি ঘটছে তা জানা বা নিয়ন্ত্রণ করার কোন সুযোগ নাই। তার ঘুমন্ত অবস্থায় বাসে আসামিদের অপরাধ সংঘটনে তার কোন দায় নাই। তবে তার ডিসিসড রূপার লাশ চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে গোপন করার কাজে আসামিদের সহযোগিতা করা প্রমাণিত। সেজন্য সে দন্ডবিধির (XLV of 1860) ২০১ ধারায় শাস্ড়ি পাবে।

দরিদ্র কৃষকের মেয়ে রূপা টিউশনি করে হোস্টেলে থেকে পড়ে গার্মেন্টেসে কোয়ালিটি কন্ট্রোলারের চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করে অপেক্ষাকৃত ভাল বেতনে UNILEVER এর বিপণনকর্মী হিসেবে যোগ দেয়। অদম্য সংগ্রামী রূপা এখানেই না থেমে চাকরির পাশাপাশি আইন বিষয়েও পড়াশুনা করছিল। মানুষ গড়ার মহান কারিগর শিক্ষক হওয়ার বাসনা থেকে বগুড়ায় শিক্ষক নিবন্ধনের পরীক্ষা শেষে কর্মস্থল শেরপুরের নকলায় যাওয়ার জন্য বাসে উঠেছিল। কিন্তু তার আর কর্মস্থলে ফেরা হলো না। টাঙ্গাইলের মধুপুরে তাকে বহনকারী বাসের মানুষরূপী কতিপয় অমানুষের হাতে পাশ্ববিক নির্যাতনের শিকার হয়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এর ফলে দারিদ্রের দুষ্টচক্র ভেঙ্গে আসা শুধু একজন তরুণীর মৃত্যুই হলো না, এতে তার পরিবারটিরও আবার দরিদ্রের দুষ্টচক্রে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরী হলো।

রূপা যেন বাংলাদেশেরই প্রতিরূপ। রূপার মতো লাখো তরুণীর অবিরাম সংগ্রামের ফসল দরিদ্র অবস্থা থেকে উঠে আসা মধ্যম আয়ের আজকের বাংলাদেশ। রূপাদের ঘরে বাইরে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরী করা না গেলে বর্তমান সমৃদ্ধির ধারা যে ব্যাহত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। নারীর প্রতি সহিংসতা তাকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে দেয়। এর ফলে রাষ্ট্রও পিছিয়ে যাবে।

এই বিষয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ২০১৭ সনের ২৫ শে নভেম্বর আন্তজাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসের বাণীতে যর্থাথই বলেছেন,

> Unless the international community tackles violence against women, the world will not eradicate poverty or reach any of the other Sustainable Development Goals. It is time to further our collective action to end violence against women and girls for good. Around the World more than 1 in 3 women in their lives have experienced physical violence, sexual violence or both.

অনেকেই ভাবতে পারেন এটা এমন পর্যায়ে যায় নাই যে যার জন্য আমাদের চিন্তিত হতে হবে। তবে এটা আমাদের বুঝতে হবে প্রতিদিনের এরকম অসংখ্য অপরাধের খুব সামান্যই Iceberg এর চূড়ার মতো দৃশ্যমান হয়।

বিচারের প্রধান উদ্দেশ্যে হলো সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তবে শুধুমাত্র বিচারের মাধ্যমে কোন অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব নয়। তা সে বিচারের শাস্তি যতই দৃষ্টান্তমূলক হোক না কেন। যদিও সর্বোচ্চ শাস্তি দৃষ্টামূলক শাস্তি হিসেবেই বিবেচিত হয়। সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে সঠিক বিচার অপরাধ প্রবণতা কমাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। রূপা হত্যা মামলায় পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য প্রশাসন, বিজ্ঞ আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় মামলাটি দ্রুত শেষ করা সম্ভব হয়। এতে করে অপরাধীদের মনে অবশ্যই ভীতির এবং বোধোদয় হবে যে, অপরাধ করে খুব বেশী দিন মুক্তভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। রূপা হত্যার দ্রুত বিচার সমাজে বহুল উচ্চারিত বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা হিসেবেই দেখা হবে আশা করি। তবে রূপার মতো অসংখ্য মা বোনের নির্মম পরিণতি বন্ধ করতে হলে সমাজের সকল স্তরের নাগরিকদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। শুধুমাত্র আদালত বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এরকম অপরাধ নির্মূল করতে পারবে না।

নাগরিক সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অতীতে অনেক অপরাধমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি বিগত শতাব্দীর ৮০ এবং ৯০ দশকের নাটোর শহরের কথা। ঐ সময়ে নাটোর শহরে চাঁদাবাজী ব্যাপকমাত্রায় বেড়ে গেলে ব্যবসায়ীগণ নিজ উদ্যোগে নিজেদের কাছে বাঁশি রাখতেন। কোন চাঁদাবাজ বা মাস্তান কারো কাছে গেলেই তিনি বাঁশিতে ফু দিতেন। বাঁশির শব্দ শুনে আশে পাশের সব দোকানদার/ব্যবসায়ী বাঁশি বাজিয়ে চাঁদাবাজ/মাস্তানদের কাছে আসতেই তারা পালিয়ে যেত। এভাবে কিছু দিন চলার পরে চাঁদাবাজরা শহরের দোকানে হতে চাঁদাবাজিই বন্ধ করে দেয়।

উক্ত ঘটনার বেশ পরে ২০০৯-২০১০ সালের দিকে সারা দেশে ইভটিজিং ব্যাপক আকার ধারণ করলে সরকারি উদ্যোগে সব প্রতিষ্ঠানে ইভটিজিং প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে উক্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছিল।

এভাবে আমরা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সম্মলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারি। এটা বলা অনাবশ্যক নয় যে, সব ধরনের যৌনহয়রানিমূলক অপরাধের সাথে মাদকের ভয়াবহ থাবা এবং নীল ছবির দংশন জড়িত। সংশ্লিষ্ট সকলকে মাদক আর নীল ছবি থেকে দূরে রেখে অনেক রকম জঘন্য অপরাধ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

রূপা হত্যা মামলার অপরাধীরা সবাই পরিবহন শিল্পের সাথে জড়িত থাকায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এরকম অপরাধ থেকে দূরে রাখার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেয়া যায় তা হলোঃ-

এক. গাড়ির ড্রাইভার, হেলপার, সুপারভাইজার সহ গাড়ির ষ্টাফ সবাই ইউনিয়ন ভূক্ত এবং গাড়ির মালিকের নিয়ন্ত্রণে থাকায় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ

এবং পরিবহন মালিকদের গাড়ির ষ্টাফদের অপরাধে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখার জন্য ভালকাজের জন্য বিশেষ প্রণোদনা এবং অপরাধমূলক কাজের জন্য চাকরিচ্যুতিসহ বিভিন্ন রকম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দুই. গাড়ির ষ্টাফদের নিয়মিতভাবে মাসে অন্তত এক বা দুইবার কাউন্সেলিয়ের ব্যবস্থা করা যাতে অপরাধকে ঘৃণ্যচোখে দেখার দৃঢ় মানসিকতা তৈরি হয়।

তিন. গাড়ির ভিতরে নারীর শ্লীলতাহানির সর্বোচ্চ শাস্তির কথা লিখে রাখা।

চার. গাড়ির ভিতরে প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে পুলিশের সাহায্যের জন্য ৯৯৯ নম্বর বা যে রুটে গাড়ি চলে ঐ রুটে পুলিশের সাথে তড়িৎ যোগাযোগের জন্য একটি ফোন নম্বর লিখে রাখা।

পাঁচ. পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়নকে ষ্টাফদের অপকর্মের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আওতায় আনা। গাড়ির ষ্টাফদের মাধ্যমে উর্পাজিত অর্থ মালিক সমিতি/ইউনিয়ন নিলে অবশ্যই তাদের ষ্টাফদের এসব ঘৃণ্য অপরাধের দায়ও নিতে হবে। তবে মালিক/ইউনিয়নের দায় হবে শুধুই আর্থিক। মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নকে এরকম দায়িত্বশীলতার মধ্যে আনলে, তারা অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেয়া থেকে ষ্টাফদের অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করবেন।

ছয়. মাদকাসক্তদের গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া যাবে না। মাদকাসক্তদের গাড়ির ষ্টাফ হিসেবেও নিয়োগ দেয়া যাবে না। নির্দিষ্ট সময় (বছরে কমপক্ষে ৪ বার) এদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দেহে মাদকের উপস্থিতি থাকলে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিলসহ সংশ্লিষ্টদের আইনের আওতায় আনা এবং মাদকাসক্তদের উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে সংশোধনক্রমে সমাজের মূলধারার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ।

সাত. মাদকদ্রব্য এবং অশ্লীল ছবি সহজে যাতে না পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা।

আট. গণমাধ্যম আপরাধমূলক কাজের খবর যত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে বিচারের খবর তেমনভাবে প্রকাশ করে না, যাতে করে অপরাধীদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে যে, অপরাধের বিচার হচ্ছে না। বিচার না হওয়ায় তারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে নিত্যনতুন অপরাধ করে যায়। বিচারের খবর গুরুত্বসহকারে ছাপা হলে অবশ্যই অপরাধীদের মনে ভীতির সঞ্চার হবে যাতে করে সে আর নতুন কোন অপরাধে জড়াতে দ্বিধান্বিত হবে।

আশা করা যায় উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় পরিবহন শিল্প থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করা যাবে। এভাবে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকেও কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে এসব ঘৃণ্য অপরাধ দূর করা সম্ভব।

উপরিউক্ত আলোচনা, উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের যুক্তিতর্ক শুনানী এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, ঢাকার আইডিয়াল 'ল' কলেজের ছাত্রী এবং বহুজাতিক কোম্পানি UNILEVER এর বিপণনকর্মী রূপা ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা শেষে কর্মস্থল শেরপুরের নকলাতে যাওয়ার জন্য বগুড়ার বনানী থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ টার সময় নিরাপদ ছোঁয়া পরিবহনের (রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) গাড়িতে বন্ধু আব্দুল বারিকসহ অন্যান্য যাত্রীদের সাথে উঠে। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গাতে সকল যাত্রী নেমে যাওয়ায় রূপাকে একা পেয়ে আসামি ড্রাইভার মো: হাবীবের সহায়তায় আসামি মো: শামীম, আকরাম এবং মো: জাহাঙ্গীর আলম পালাক্রমে ধর্ষণ শেষে হত্যা করে রাত আনুমানিক ১০.২০ এর সময় মধুপুর থানার পঁচিশমাইল বাজারের পাশে সুমী নার্সারীর সামনে লাশ ফেলে চলে যায়। লাশ গোপন করতে আসামি সুপারভাইজার মো: ছবর আলী @ গেন্দু সহযোগিতা করে। আসামিদের দেয়া তথ্যমতে ডিসিসড রূপার ভ্যানিটি ব্যাগ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা, ময়না তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে আসামিদের দোষস্বীকারোক্তির সামঞ্জস্যতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষ আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যুক্তিসংগত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। নিরাপদ যাত্রী সেবার শ্লোগান দিয়ে একজন তরুণী যাত্রীকে রাতে একা পেয়ে চলন্ত গাড়িতে আসামি ড্রাইভার মো: হাবীবের সহায়তায় গাড়ির তিনজন হেলপার আসামি মো: শামীম, আকরাম এবং মো: জাহাঙ্গীর আলম পালাক্রমে ধর্ষণ শেষে হত্যা করায় তারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(২০০০ সনের ৮নং আইন) এর ৯(৩) ধারায় ও আসামি মো: হাবীব উক্ত তিন আসামিদের ধর্ষণ শেষে হত্যা ও লাশ গোপনে সহযোগিতা করায় সে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯(৩)/৩০ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পাবে সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২ ধারা প্রযোজ্য হবে না। এবং আসামি সুপারভাইজার মো: ছবর আলী @ গেন্দু আসামিদের লাশ গোপনে সহযোগিতা করায় দন্ডবিধির ২০১ ধারায় শাস্তি পাবে।

ডিসিসড রূপা একজন সম্ভাবনাময়ী আত্মপ্রত্যয়ী তরুণী। তাকে কেন্দ্র করে অসহায় দরিদ্র পরিবারটি উন্নত জীবনের স্বপ্নের জাল বুনেছিল। তার হঠাৎ চরম দুঃখজনক বিদায়ে অসহায় পরিবারটির পাশে দাড়ানো ন্যায় এবং সময়ের দাবী। এ ডাকে সাড়া দিয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪৫ ধারানুসারে অর্থদন্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিবেচনা করে মামলা পরিচালনার প্রকৃত ব্যয় বাদে বাকী টাকা এবং অত্র মামলার অপরাধ সংঘটনের কাজে নিরাপদ ছোঁয়া পরিবহনের (রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) বাসটি ব্যবহৃত হওয়ায় ফৌজদারী

কার্যবিধির ৫১৭ ধানানুসারে গাড়িটি সম্পূর্ণ নির্দায় অবস্থায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভিকটিমের পরিবারকে দেয়া হল। যাতে করে পরিবারটি আর্থিক সহায়তা পায়।

রাষ্ট্রপক্ষ আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যুক্তিসংগত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হওয়ায় তারা আইনানুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে।

অতএব

আদেশ হলো যে,

আসামি ১। হেলপার মোঃ শামীম পিতা-খোরশেদ আলম মাতা-মমতাজ বেগম সাং: নন্দিবাড়ী (তালুকদার বাড়ী) থানাঃ মুক্তাগাছা ২। হেলপার আকরাম পিতামৃত- কামাল হোসেন মাতা-মোছাঃ রাজিয়া খানম ৩। হেলপার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পিতামৃত- এমদাদুল হক @ সুজা মিয়া উভয় সাং: মির্জাপুর থানা: কোতয়ালী জেলা ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০(২০০০ সনের ৮নং আইন) এর ৯(৩) ধারার ও আসামি ৪। ড্রাইভার মোঃ হাবীব মিয়া পিতামৃত- শহিদুল ইসলাম মাতা-জাহানারা বেগম সাং: মির্জাপুর থানা-কোতয়ালী জেলা-ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০(২০০০ সনের ৮নং আইন)-এর ৯(৩)/৩০ ধারার অপরাধ রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসংগত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হওয়ায় তাদেরকে দোষী সাব্যস্তক্রমে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হলো।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে আসামি ১। হেলপার মোঃ শামীম ২। হেলপার আকরাম ৩। হেলপার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ৪। ড্রাইভার মোঃ হাবীব মিয়াকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আদেশ দেয়া হলো।

আসামি ৫। সুপারভাইজার মোঃ ছবর আলী @ গেন্দু পিতা-মোঃ সুলতান আলী মাতামৃত- হাজেরা সাং: মির্জাপুর থানা- কোতয়ালী জেলা-ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে ১৮৬০ সনের দন্ডবিধির (XLV of 1860) ২০১ ধারার অপরাধ রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসংগত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা হলো।

আসামি মোঃ ছবর আলী @ গেন্দুর অত্র মামলায় ইতোপূর্বের হাজতবাস সাজার মেয়াদ থেকে বাদ যাবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির (Act No.V of 1898) ৫৪৫ ধারানুসারে অর্থদন্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিবেচনা করে মামলা পরিচালনার প্রকৃত ব্যয় বাদে বাকী টাকা ভিকটিমের পরিবারকে দেয়া হলো।

অত্র মামলার অপরাধ সংঘটনের কাজে নিরাপদ ছোঁয়া পরিবহনের (রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) বাসটি ব্যবহৃত হওয়ায় ফৌজদারী কার্যবিধির (Act No.V of 1898) ৫১৭ ধারানুসারে গাড়িটি সম্পূর্ণ নির্দায় অবস্থায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভিকটিমের পরিবারকে দেয়া হলো।

আসামিদের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।

ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে অত্র ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়ার জন্য কালেক্টর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ (জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ) কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মধুপুর থানা কর্তৃপক্ষকে নিরাপদ ছোঁয়া পরিবহনের (রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৩৯৬৩) বাসটির মালিকানা ডিসিসড এর পরিবার বরাবর পরিবর্তন করে সংশ্লিষ্ট কাগজাদিসহ গাড়িটি অত্র ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তর করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র মামলায় জব্দকৃত আলামত সমূহ (ডিসিসড রূপার ব্যবহৃত জিনিসপত্র) ডিসিসড রূপার পরিবার চাইলে নিতে পারবে অন্যথায় উক্ত আলামতসমূহ বিধি মোতাবেক ধ্বংস করা হোক।

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামিরা অত্র রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে পারবে। সেক্ষেত্রে অত্র রায়ের অনুলিপি বিনা মূল্যে পাবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির (Act No.V of 1898) ৩৭৪ ধারানুসারে মৃত্যুদন্ড অনুমোদনের জন্য রায়, মামলার নথি, সি.ডি.সহ যাবতীয় কাগজাদি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অবিলম্বে প্রেরণ করা হোক।

অত্র রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/কালেক্টর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ এবং পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার কর্তৃক সংশোধিত

(মোঃ আবুল মনসুর মিঞা)
বিচারক(ভারপ্রাপ্ত)
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল
টাঙ্গাইল।

(মোঃ আবুল মনসুর মিঞা)
বিচারক(ভারপ্রাপ্ত)
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল
টাঙ্গাইল।